আদিবাসী ত্রিপুরার
লোককথা
লোকগীতি
প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধাঁ

কৃষ্ণা দাস

আদিবাসী ত্রিপুরার
লোককথা
লোকগীতি
প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধাঁ

কৃষ্ণা দাস

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
আগরতলা ।। ত্রিপুরা

Adibasi Tripurar Loka-Katha , Lokagithi , Prabad-Prabachan O Dha-Dha

By Smt. Krishna Das

(A collection of Provervs and Riddles of the Tribal Society of Tripura)

আদিবাসী ত্রিপুরার লোককথা, লোকগীতি, প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধাঁ

— কৃষ্ণা দাস

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী , ২০০০

প্রকাশক

অধিকর্তা

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র

আগরতলা

প্রচ্ছদ

সমীরকান্তি দেব

মুদ্রণ

ত্রিপুরা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

দাম ঃ ১০০.০০ টাকা

ভূমিকা

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গবেষণা দপ্তর তার প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণালব্ধ বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশে ব্রতী। শ্রীমতী কৃষ্ণা দাস তার দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও গবেষণালব্ধ এই ‘‘আদিবাসী ত্রিপুরার লোককথা, লোকগীতি, প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধাঁ’’ নামক পান্ডুলিপিটি আমাদেরকে প্রকাশনার জন্য হস্তান্তর করায় আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই বইখানি শ্রীমতী দাস ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে চিরাচরিতভাবে চলে আসা বিভিন্ন লোকায়ত সংস্কৃতি এবং জীবনধারায় প্রচলিত লোককথা, লোকগীতি, প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধাঁ ইত্যাদি খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যা বর্তমানে হারিয়ে যেতে চলেছে।

আমি আশা করি উক্ত বইখানি সুধী পাঠকবৃন্দ এবং গবেষকদের মধ্যে বিশেষ আদরণীয় হবে।

আগরতলা
২৪-০২-২০০০

এস. কে.সরকার
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

ত্রিপুরা আদিবাসী সমাজের প্রবাদ প্রবচন ঃ (ককনিদ্রাম)

লোক সাহিত্যের অঙ্গ হিসাব প্রায় সকল দেশে সকল কালে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন আছে। কিন্তু, কবে, কিভাবে প্রবাদের উদ্ভব ঘটেছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। প্রবাদ কবিতা নয়, তত্ত্ব কথা নয়, নীতি প্রচারও নয়, অথচ এই খন্ড, তুচ্ছ কিন্তু অর্থপূর্ণ বাক্যগুলি মানুষের স্মৃতিতে প্রবাহিত হয়ে আসছে যুগ-যুগান্তর ধরে। প্রবাদের আদি কথা যাই হউক না কেন এই প্রবাহের প্রথম উৎস মানুষের মনে তখনই স্বতঃ উৎসারিত হয়েছিল যখন মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি আপন সরস বেগে ও সহজ ভাষায় নিঃসৃত হয়েছিল। তাই মনে হয় প্রবাদ বাক্যের আদি স্রষ্টা ছিল আদি মানুষ। যার সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতা প্রবাদের সৃষ্টি করেছিল এবং কালক্রমে লোকপ্রিয়তার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হয়ে লোক পরম্পরায় প্রচলিত হয়েছিল। প্রবাদের একটি প্রধান লক্ষণ হল লোকসমাজে এর সহজ গ্রহণযোগ্যতা। অর্থাৎ প্রবাদের সাফল্য নির্ভর করে লোকমনের সরল স্বাভাবিক সমর্থনের উপর। নিজের সঙ্গে নিজের পরিচয়ে যে আকস্মিক বিস্ময় ও আমোদ তাতেই প্রবাদ রসের উপলব্ধি করে। প্রবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল নৈব্যক্তিকতা বা ব্যক্তি নিরপেক্ষতা বিশেষ কোন কালে বিশেষ কোন ব্যক্তির দ্বারা কথিত হলেও প্রবাদ সাধারণের নির্বিশেষে সম্পত্তি, সেইজন্যই রচয়িতার নাম বা রচনার সাল তারিখ মনে রাখার প্রয়োজন হয় না। প্রবাদ সর্বকালের ও সর্বজনের। ব্যক্তিগত কিছু নেই বলেই প্রবাদের জাতিগত এবং অনেক সময় জাতির সমষ্টিগত জ্ঞানের অভিব্যক্তি। প্রবাদ সম্পর্কে তাই বলা হয় ঃ "the wit of one man and the wisdom of many" .

প্রবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ উচ্চ আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞান বা লোকশিক্ষা প্রবাদের মূল কথা নয়। প্রবাদের মধ্যে যে সত্য নিহিত থাকে তা আপেক্ষিক সত্য — চিরন্তন সত্য নয়। প্রবাদের মুখ্যত বাস্তবঘেষা, মানুষের প্রত্যাহিক অভিজ্ঞতার ও সরবুদ্ধির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঃ 'a short sentence drawn from long experience'

ত্রিপুরার পাহাড়ে, জঙ্গলে, পল্লী অঞ্চলে, লেখাপড়া না জানা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মুখে মুখে যে মৌখিক কথা সাহিত্য গড়ে উঠে তার অন্যতম বিষয়বস্তু হল এই প্রবাদ প্রবচন। ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, উচই, হালাম — এঁরা বংশে, সংস্কৃতিতে ও ভাষায় একে অপর থেকে দূরের নয়। সাধারণভাবে এদের ভাষাকে বলা হয় ককবরক ভাষা। ককবরক ভাষায় প্রবাদ প্রবচনের আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রবাদকে ককবরক ভাষায় বলা হয় 'ককনিদ্রাম' ।

অন্যান্য ভাষায় প্রবাদ বাক্যে যেসব বৈশিষ্ট্য , লক্ষণ ও উদ্দেশ্যের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। ককবরক প্রবাদেও সেইসব বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। অন্য সব ভাষার প্রবাদের

মত ককবরক প্রবাদ ও সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ সরস তথ্যনির্ভর, সহজবোধ্য, সহজ প্রয়োগযোগ্য, বাস্তবঘেষা ও নৈব্যক্তিক। ত্রিপুরার ককবরক প্রবাদে যে জ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তা কোন ব্যক্তি বিশেষের নয় — সমগ্র আদিবাসী সমাজের। সেই জ্ঞান পুঁথিপড়া বিদ্যা থেকে আহূত নয়, ত্রিপুরার পারিপার্শ্বিক বন-জঙ্গল, নদ-নদী এবং জুমিয়া আদিবাসী সমাজের জীবন থেকে স্বতঃউৎসারিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। এইসব প্রবাদ বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনযাপন করার জন্য সাধারণ মানুষকে জ্ঞান দান করা। তাই দেখা যায় কোন প্রবাদ বাক্যে বিপদে অভয় ভরসা দিচ্ছে — উন্নতি লাভের পথ বাতলে দিচ্ছে, আবার কোন কোন প্রবাদ বিপদের পূর্বাভাষ কিংবা লোকচরিত্র চিনে নেবার ইঙ্গিত এবং সেই অনুযায়ী ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। অলস, নীতিহীন, আড্ডাবাজ, কৃপন এবং বাকসর্বস্ব লোকের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দা যেমন প্রকাশ পায় কোন কোন প্রবাদে ঠিক তেমনি সৎ, কর্মনিষ্ঠ, সৎচরিত্র, দায়িত্ববোধসম্পন্ন, ব্যক্তিদের প্রতি প্রশংসা করার মনোভাবও প্রতিফলিত হয় কোন কোন প্রবাদবাক্যে।

অন্যান্য ভাষার মত ত্রিপুরার ককবরক ভাষাও তার পারিপার্শ্বিক জগৎ পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ, পেশাবৃত্তি, লোকচরিত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, জলবায়ু, আবহাওয়া, ঋতু পরিবর্তন, ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রতিবেশী, অন্য জাতির সংস্কৃতি ও জীবনধারা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ত্রিপুরার আদিবাসী লোক সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

অধ্যাপক ডঃ জগদীশ গণচৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ত্রিপুরার লোকসাহিত্যের সম্পদ ভান্ডার থেকে সংগ্রহ করা প্রবাদ প্রবচনের একটি সংকলন নীচে তুলে ধরা হল ঃ

পারিবারিক সম্বন্ধ , হাসিকান্না ককবরক প্রবাদের উপকরণ যোগাতে সাহায্য করছে। মায়ের আদর, স্নেহ ভালবাসায় মুগ্ধ সন্তানদের মুখের বুলি ঃ

বাংচুক কিচিং কুরই
সুকইছুক মিলিত কুরই
সাল ঢ়ক কুচুং কুরই
মা-নি দুধ চুক কুতই কুরই
তালসু কিতিং কুরই ঃ
মুনুষ্যপরি ফাইপুর দিন ঃ
মা-সুক কাহাম কুরই ।
(টাকার মতো গোল আর কিছু নাই)
ঘিলার মতো মসৃণ আর কিছু নাই
সূর্যের মতো তেজী আর কিছু নাই
মায়ের দুধের মিষ্টি আর কিছু নাই।

চন্দ্রের মতো গোল আর নেই ঃ
সূর্যের মতো গোল আর নেই ঃ
মানব জনম পেয়েছিলাম ঃ
মায়ের মতো ভাল আর কিছু নেই ।

কিন্তু বউয়ের সোহাগ মাকে অবহেলা করাটা বাস্তব সংসারে ঘটেনা যে এমন নয়। এ দৃশ্য দেখে দুর্মুখ পাড়া প্রতিবেশীর ব্যঙ্গোক্তি ঃ

মা-ন ইয়াক কর ঐ হিকন - (মাকে ছেড়ে বউকে প্রণাম)
হিক মাইয়া মাংগা
তাবক মানব খিবিকা ।।
(বউ ছিলনা এখন এলো ঃ
মাকে ছেড়ে দেওড়া হল।।)
এরূপ স্ত্রৈণছেলের প্রতি মায়ের খেদোক্তি
নন বরুই ব রুখা
নক - বরুখা
নং তাংগই আণ খিবং রুখা।।
(তোমাকে বউ এনে দিলাম,
ঘরবাড়ীও দিলাম
তবু তুমি আমাকে অশ্রদ্ধা করছ কেন ?)
অতএব সুন্দরী বউ না আনাই ভাল ঃ
বরুই কচাক তানাদি
কচম নাই কাইজাকদি
থাইলক থিতারই মাইবরদি
নকলা বাজার কাইদি।
আ কতর তা চাদি
আ চিকন পাইয়ই চাদি।
(সুন্দরী বউ বিয়ে করো না ।
কালো মেয়ে বিয়ে করো
জমিতে চালিতা ফেলে ধান রো ।
ঘরের আশেপাশে বাজার বসাও।
বড় মাছ খেয়ো না
ছোট মাছ পেলে খাও।।)

মা-বাবার চোখে নিজের ছেলে বা মেয়ে ভাল, যত দোষ পরের ঘর থেকে আনা বউ বা জামাইর। তাই মা বাবার মন্তব্য ঃ

চামারই হামকাইচে সাজুক
হামজুখ হাসকাইচে সাজলা।
(জামাই ভাল হলেই তো কন্যা ভাল থাকবে।
পুত্রবধু ভাল হলেই তো ছেলে ভাল থাকবে।।)

কাজকর্মে স্বভাবচরিত্রে নিজের কন্যার সাথে পুত্রবধুর কি তুলনা হয় ?

তাই মায়ের উক্তি ঃ

হাদুকনি বচুক সাজুক
হারুকনি বচুক হামজুক ।।
(পাহাড়ের শিমুলগাছ হল কন্যা,
সমতলের সিমুল গাছ হল পুত্রবধু ।।)

কলির অধিকাংশ বউ তো ঘর ভাঙানী, সবসময় তারা চুপ করে থাকতে পারে ? তাদের মনের কথাটি -

করা থুইকা কাই আং হামজাগ মানি,
মুই থাংকা কাই গাইবিং সাকাওঅ আউঅই আওয়ান চানানি।।
(শ্বশুর মারা গেলে আমি পরম সুখে থাকব,
শ্বাশুরী মারা গেলে টংঘরে বসে পিঠা খেতে পারব ।।)
ঠাকুরঝিকে যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে বাড়ী থেকে দূর করা যায় ততই মঙ্গল -

পাংরং পাংপাইন
আং সাইসুং তংনাই
(দেবর । ঠাকুরঝিদের আলাদা বা বিদায় করে দিতে পারলে আমি একা সুখে থাকব।)

কিন্তু দাম্পত্য জীবনে অন্তরায় শুধু শ্বশুর-শাশুড়ি বা ঠাকুরঝিই নয় বোকা পৌরুষত্বহীন স্বামীও -

ফতারনি তকজুকছা,
অ নাপতি তগলা,
ফা তার-অমুখাং মাইয়া ।।
নগখাই তগলা,
ফা তার-অ সুইচেলা ।।
(বাইরে হল মুরগি
ঘরে মোরগ ,

ঘরে সুখ নাই ।।
ঘরে মোরগ
বাইরে কুকুর ।।)

হাসি-কান্নার, সুখে-দুঃখে প্রেমে-অভিমানে চলে দাম্পত্য জীবন, স্ত্রীর মুখে কখন কখন শোনা যায় ঃ

নন নাইচিংগই চুংলাই মাইচাইয়া,
মাইচু ইয়াগ তুইমু তুইমু
দামা ইয়াগতুই তুইমুং তুইমুং ,
মকল তকতুই সুক তখা ।।
(তুমি আসনি বলে ভাত খাই নি,
মোছাভাত হাতেই রেখে দিয়েছি,
জলভর্তি কুঁজো হাতেই রয়েছে ,
তোমার দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ ফুলে গেছে ।)

সতীনের জ্বালা বড় জ্বালা, যুবতী বউকে পেয়ে বয়স্কা বউকে অবহেলা অনেক পুরুষই করে। তাই বুড়ো সতীনের ব্যথা -

ওয়াকংমানি ফেকং নই অংখা, ককনই গরবই মালিয়া,
কাইমা মিছিকি খিবনানিচুখা,
(একটা বাঁশ চিড়ে দু'ভাগ হল,
আর জোড়া লাগবে না।।
আগে ছিলাম পাটরাণী, এখন
গোবর পরিষ্কার করাই আমার কাজ।।)

ত্রিপুরার ককবরক প্রবাদ প্রবচন

ককবরক প্রবাদে আরেকটি উপকরণ হল পোষ্যপুত্র ও ঘর জামাই ঃ

চব লে হামিয়া।।
ইয়াফানি বাহানন রাখা চারুব,
কস্যপুত্রনি বিশ্বাসকরুই ।।
চানানি সময় অচানানি নাইয়া
ওল নাই তুগই মাইয়া।।
বুইনি বুমান খানাতই নাতই
তকতই জুমুকসা পাইখা ।।
(দেহে প্রবিষ্ট কাঁটা মাংসে রূপান্তরিত হয় না।।

হাতের মাংস কেটে খাওয়ালেও
পোষ্যপুত্রকে বিশ্বাস করতে নেই ।।
খাবার সময় খেতে চায় না ,
পরে খুঁজেও পায় না।।
পরের ছেলের মন জোগাতে জোগাতে
সব ডিম শেষ হল ।।)

মানুষ সামাজিক জীব সুখে দুঃখে বিপদে আপদে সমাজে একে অপরের উপর নির্ভরশীলঃ

বল-নি আচড়া ওয়া,
ওয়ানি আচড়া বল ।।
(শুকনো বাঁশের ভরসায় কাঁচা বাঁশ।।
কাঁচা বাঁশের ভরসায় শুকনো বাঁশ।।)

তাই যতটা সম্ভব মিলে মিশে থাকা উচিত, কিন্তু কর্তব্যের অবহেলা করে বেশী মেলামেশা পরিণামে ক্ষতি ডেকে আনে।

তাই সাবধান।

মারামারি মামলাবাজি নিজেরই ক্ষতি করে। এসব এড়ানোই শ্রেয়। এই উপদেশ ঃ

দরবার তা কাদি,
খিলিং কাদি।।
(মামলা মোকদ্দমায় পা ফেলবে না,
বরং বিষ্টায় পা ফেল ।।)

এমনকি জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য তোরজোর যা আজকাল চলছে এর প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বহু আগেই উপলব্ধি করেছেন।

তাখুক মিনি-নি বুমা আচুকন খাক্সলই মানিয়া,
কাইসানি বুমাচা অত্র পাইয়া ।।
মিলক সকচিব চাপুং গিয়া,
মিলক সকচিব চা চাগিয়া,
(সাত সন্তানের মা বসার পিঁড়িটি ও পান না,
এক সন্তানের মা খাবার খেয়ে ফুরাতে পারেন না ।।
লাউ এর দশটা আধমরা ডগা মাচাং ছাইয়ে ফেলতে পারে না।
আবার লাউ এর একটা মোটা সোটা ডগার জন্য মাচাং এ
স্থান সঙ্কুলান হয় না।।)

কোন কোন মানুষের কুৎসিৎ স্বভাবের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি কালক্রমে প্রবাদের রূপ পেয়েছেঃ

ঘিতুং বারা - লেজ বেটে, ধূর্ত লোক।
ইয়াকং কলক - পা লম্বা, ভবঘুরে।
মকল কতর - চোখ বড়, লোভী।
মুখাং ক্রাক - মুখ শক্ত, নির্লজ্জ।
ইয়া কলক - লম্বা হাত, চোর ।

গৃহস্থালির নিত্যব্যবহৃত বস্তু থেকেও ককবরক প্রবাদের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, যেমন —

রিশ্রই-অ রাংচাক তোংগা ।।
খেরাং লাশ্রই সামুং চকব ।।
হর চুং থানি বল ঘিচং।।
দামরা হুকাতং ।।
চেকরা মুংতাং

(ছেঁড়া নেকড়াটাও সোজা থাকতে পারে।।
যত্নে রাখা ছেঁড়া পাতাও সময়ে কাজে আসে।।
জ্যান্ত আগুনে ঘৃতাহুতি ।।
পুরানো দা কাজ করে।।
কাঁচি নাম করে।।)

বাঙ্গালী ও কুকি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে ঃ

ওয়ানজই কক স্রেক ককইয়া,
সিকাম লাম স্রেক ককইয়া।।
হালাম-নিমাই কাহাম,
ওয়াইজই-নি .... কাহাম।।)

(ফিসফিস করে কথা বলা বাঙ্গালীর স্বভাব,
পথ গোপন করা কুকির স্বভাব।।
কুকির ভাত ভাল,
বাঙ্গালীর তরকারী ভাল।।)

রামায়ন, মহাভারত, ব্রাহ্মণ্য, সংস্কৃতি থেকেও প্রবাদের উপকরণ আহৃত হয়েছে ঃ

রাবন হামতই হামকা,

লংকা সকনালি নাইখা ।
কুম্‌কনা থুতুই থুকা
রাবনি লংকা খামই থাইবাই খা।
(রাবণের মত অহংকারী ।
লংকা পোড়ে ছাড়খার হতে চলল।
কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম ।
রাবণের লংকা ছারখার হল।)
ভাই লক্ষ্মণ।
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ।
ভারত পুঁথি পড়িনা মান,
কপাল পড়িনা মাইয়া।
দোলনি ফাই ঐ মাইনাই ফাইদি ,
আসা নি ফাই ঐ খুলনাই ফাইদি ॥
(মহাভারত পড়া যায়।
কপাল পড়া যায় না।
দোলাৎসব দেখে এসে ধান দেখ,
দুর্গাপূজা দেখে এসে কার্পাস দেখ ॥

এখানকার হাটে মাঠে, ঘাটে, অফিসে, আদালতে, বিদ্যালয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষাভাষীদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে মেলামেশার ফলে স্থানীয় উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলা ভাষাও জানেন, বলেন, লেখেন । স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বাংলা শব্দ, ধাঁ ধাঁ, প্রবাদ, রূপকথা, গানের ভাবধারা অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে আহরণ করে ককবরকের শব্দভান্ডার ভরে তুলেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভাষাটিও হয়ে উঠছে সমৃদ্ধশালী, যুগোপযোগী গতিশীল এবং এই ভাষাভাষীদের চিন্তায় আসছে গভীরতা ও ব্যাপকতা। সে যাই হোক অসংখ্য বাংলা প্রবাদ আজ ককবরক প্রবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হচ্ছে,

যেমন —
অতি চালাকের গলায় দড়ি।
অভাবে স্বভাব নষ্ট ।
উচিত কথার ভাত নাই।
আগে তিতা পাছে মিঠা।
এক মুখে দুই কথা।
কষ্ট করলে কৃষ্ণ মিলে ।

টাকা থাকলে বাঘের চোখও মিলে ।

তেলা মাথায় তেল দেওয়া ।

শ্বাপদ সংকুল বন-জংলী, পার্বত্য পরিবেশে বাস করে বলে অধিকাংশই নিরক্ষর বলে ধোপদুরস্ত কাপড় চোপড় পড়ে না বলে গাড়ী ঘোড়ায় চড়েনা বলে এঁদের মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তি স্নেহ মায়া, মমতা, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, দাম্পত্য-প্রেম-কলহ, বিচ্ছেদ, ষড়রিপু - নেই মনে করা একেবারেই ভেসে যায় রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে । মনের এই বিচিত্র লীলার দিক থেকে ভাবলে ককবরক ভাষাও বাঙ্গালী, ইংরেজ, রাশিয়ান, আমেরিকান ইহুদিতে কোন তফাৎ নেই। মনের গভীরতম গহ্বরে সব মানুষই একরকম কথা বলে। বিশ্বসৃষ্টির সুরের মধ্যে যে ঐকতান বাজছে। ককবরকে সুর তা থেকে আলাদা, ভিন্নধর্মী বা বেসুরা নয়। ককবরক প্রবাদ বাক্যগুলোর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলে ঐ সত্যটি পরিষ্কার হয়।

সংস্কৃতে যেমন জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী তেমন ককবরকে সূর্যের মতো তেজী এবং মায়ের মতো ভাল আর কিছু নেই । বাংলা প্রবাদে যেমন বলা হয়েছে বউ-এর সোহাগে মাকে লাঞ্ছনা দেওয়ার কথা, তেমনি ককবরকে স্ত্রৈণ পুরুষকে বিদ্রুপ করা হয়েছে - 'মাকে ছেড়ে বউকে প্রণাম।' সমতলবাসীদের মধ্যে যেমন চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। তেমনি বনবাসীদের মধ্যেও 'হাতী পালানোর পর মুগুর ছুঁড়ে মারা হয় '।

ইংরেজীতে যেমন too many cooks spoil the brooth তেমনি ককবরকে অতিবেশী রাধুনী হলে পাটশাক সেদ্ধ হয় না। বাংলায় যেমন — রথদেখা ও কলাবেচা একসাথে হয়, ককবরকেও তেমনি 'নদী দেখা ও স্নান করা একসাথে হয়'। অন্যান্য সমাজজীবনে যেমন — চঞ্চলতা বড় দোষ, চোরকে সকলে ধিক্কার দেয়, দান যার মান তার — ককবরক ভাষাভাষি সমাজেও তেমনি লেজ বেটে ও লম্বা হাতকেও কেউ পছন্দ করে না।

এইভাবে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে মনে হয় সামাজিক জীবনে সব জাতের মানুষের অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ, পছন্দ - অপছন্দের মানদন্ড মোটামুটি একই রকমের।

অ.

১) (ক) অগ - অ মাই কুরই নুমলাই, খগই চাইয়াই চাথতক।

(খ) পেটে ভাত না থাকলে, চুরি করে খেয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়।

(গ) গরীবকে কারণে-অকারণে, চোর বলে সন্দেহ করা হয়।

(২) অতি চালাকের গলায় দড়ি ।

(৩) অন্যচিন্তা মহাভার,

রাজচিন্তা চমৎকার।

(৪) অভাবে স্বভাব নষ্ট

(৫) (ক) অম তাম মুড়া

তাই ব তংখ মুড়া।

(খ) একি টিলা, সামনে এর চাইতেও উঁচু টিলা রয়েছে।

(গ) কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে।

আ. (৬) আগে তিতা পাছে মিঠা,

(৭) (ক) আচাইয়া সা-নি বাসি তাগমালে, আচাই লাংমালে ওয়ানসা।

(খ) সন্তান জন্মিবার আগেই কোলে রাখার কাপড় বুনলাম, কিন্তু জন্মিল বাচাল সন্তান।

(গ) মানুষ ভাবে এক, হয় অন্যটা

(৮) (ক) আ রাই আয চাও।

(খ) মাছেই মাছকে খায়।

(গ) আতমকলক।

(৯) (ক) আংবা খমদা তামনাই মুরি দা সুকনাই।

(খ) একা আমি ঢোল বাজাব, নাকি বাঁশি বাজাব।

১০) (ক) আশা দা তাই পাইলাংচি।

(খ) আশার শেষ নাই।

১১) (ক) আং হামকাই বেবাং কাহাম।

(খ) আমি ভাল হলে জগৎ ভাল।

১২) (ক) আতি থক কলম মিলি গিয়া।

(খ) অতি বেশী তেল মাখলেই দেহ সুন্দর হয় না।

১৩) (ক) আতি খুকু/তুইন লাকাই তা রদি।

(খ) আতি মিষ্টি ভাষীকে কর্জ দেবে না।

১৪) (ক) আমিংসা খিপব তই কপকা।

(খ) বিড়াল সবসময় নিজের মল ডাকে।

১৫) (ক) আমিংসা দল কাবাকতই।

(খ) বিড়াল দ্বারা ধানের গোলা বেড়িয়ে ধরার মত।

(গ) নিজের ক্ষমতার অসাধ্য অনেক বড় কাজ করার চেষ্টা হাস্যকর।

১৬) (ক) আমিংসা দে দই চা-অয় কাবা।

(খ) বিড়াল কি কখনও দই খেয়ে বমি করে ।

(গ) গরীবকে টাকা পয়সা ধার দিলে ফেরৎ পাওয়া দুষ্কর।

১৭) (ক) আসারী নি-তক-য়্যা-থেক ।

(খ) দুর্ভিক্ষকালীন দুখাদ্য ।

(গ) অসময়ে দুর্লভ বস্তুর প্রত্যাশা।

ই.

১৮) (ক) ইয়মুক কুরইন ঠাকুর ভোগ রুগ ।

(খ) (ইয়ামুক নামক) রাঁশ পোকার আহার ভগবান যোগান।

(গ) অনাথের দৈব সহায়।

১৯) (ক) ইয়াগ-নই রাম ঐ চানানি নাইমানি, ইয়াসা ফান মা চা লিয়া।

(খ) দু'হাত ভরে খেতে চেয়েছিলাম, এক হাতের খাবারও মিলল না।

(গ) অতি আশা নিস্ফলে ।

২০) (ক) ইয়াস-নি মিতাইলে চাকলাই পাইয়া।

(খ) হাতের মিষ্টি খেলেই ফুরিয়ে যায়, মুখের মিষ্টি ফুরায় না।

২১) (ক) ইয়াকা কপলা ।

(খ) হাত খোলা

(গ) অমিতব্যয়ী

২২) (ক) ইয়ংলা পালি কাইয়া ।

(খ) ব্যাঙ দাড়িপাল্লায় থাকে না

(গ) একতার অভাব।

২৩) (ক) ইয়াসি রোখলাই ইয়াকতক মনক ।

(খ) আঙ্গুল পর্যন্ত দিলে, গোটা হাত গিলতে চায় ।

(গ) লোভী ।

২৪) (ক) ইয়ামিমা ফুনুক কলাংখা ।

(খ) বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছে।

(গ) ফাঁকি দেওয়া ।

২৫) (ক) ইয়াগ রিমানি তকসা মকল মুগ।

(খ) হাতের পালা মোরগ চোক ঠেকরায়।

২৬) (ক) ঈশ্বর যা খোলাই ও

কাহামন খলাইও

(খ) ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন ।

২৭) উচিত কথার ভাত নাই ।

২৮) (ক) উসুকাংনি তকতই, মিয়ানি তকসা

(খ) পরশুদিনের ডিম, গতকালের চানা

(গ) ইঁচড়ে পাকা ছেলে।

২৯) (ক) উষ্টা খুকাই লামা চিনিও।

(খ) হুঁচট লাগলে পথ চেনা হয় ।

এ.

৩০) এক মুখে দুই কথা ।

ও.

৩১) (ক) ওয়াগনাং মুনইমান ফান,

ওয়া-কুরই মুনই মাইয়া ।

(খ) দাঁত থাকতে হাসলে শোভা পায়, দাঁত পড়ে যাওয়ার পর হাসলে শোভা পায় না।

৩২) (ক) ওয়াতই নক কুরই সিয়া,

রাজা বরাং কুরই সিয়া ।

(খ) বৃষ্টি পরার সময় কারো ঘর আছে কি না-ই, এর জন্য অপেক্ষা করে না, রাজকর নেওয়ার সময় কোন প্রজার ঘরে টাকা আছে কি নাই তাহা খোঁজ নিয়ে আসেন না ।

৩৩) (ক) ওয়াতইন আশাই রিগনাই সুতই

(খ) বৃষ্টি পড়ার আশায় কাপড়ে প্রস্রাব করা ।

(গ) অন্যের দয়া দাক্ষিণ্যের ভরসায় কোন কাজ শুরু করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৩৪) (ক) ওয়াহান কুরইনি ওয়াক,

তগতগ কুরইনি তক ।

(খ) খোয়াড় বিহীন শূকর, খাঁচা বিহীন মোরগ ।

৩৫) (ক) ওয়াকমা কুরইনি ওয়াকসা ,

তকমা কুরইনি তকসা ।

(খ) শূকরী শূন্য শূকর শাবক, মুরগী শূন্য মোরগ শাবক ।

৩৬) (ক) ওল হুংকাই ফিকুং ।

(খ) বাকী মানে পিট ।

(গ) বাকী হল ফাঁকি ।

৩৭) (ক) ওয়ানামা কুরই কামার দগান থাং অয় মগ-অ।

(খ) চিন্তাহীন লোক কামার ঘরে গিয়ে খামোকা ঘরের চিন্তায় চিন্তিত।

৩৮) (ক) ওয়াসুং এংমানি মুই চানা মুচংখা।

(খ) মাত্র এক গিরা বাঁশের চুঙায় পাক করা তরকারি খাওয়ার ইচ্ছা।

(গ) যৌথ পরিবার থেকে হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ।

৩৯) (ক) কুক কুরই খলাই, আনি রুরই অকনাং ।

(খ) মূল কথা কম হলে, বাজে কথা বেশী হয়।

(গ) শূন্য কথায় দুনা দোষ ।

৪১)　(ক) ককবাইন অল আথুকিরি খাগ

(খ) বাক্যে বলে আকাশের চাঁদ, তারা ধরে আনা ।

৪২)　(ক) কক সালাই কক বাংগ ।

(খ) কথায় কথা বাড়ে ।

৪৪)　(ক) কচই বুচলই ।

(খ) শিমের বীচি ।

(গ) কৃপন লোক ।

৪৫)　(ক) কুক কুরুগ ইয়াং খুংবুঅ,

(খ) বুদ্ধিমান লোক দরমাতে বেত্রাঘাত শুনে বোকা লোক স্ত্রীকে মারে।

৪৬)　(ক) কপাল কচা মানি ।

(খ) কপালে যা আছে।

৪৭)　(ক) কপাল হামিয়া জরা সুততই সুনতা ।

(খ) কপাল খারাপ হলে স্ত্রীলোকের যুনিও কন্টকময় মনে হয় ।

৪৮)　(ক) কপাল হামিয়া নলে যমব নুগ লাংগিরা।

(খ) কপাল মন্দ হলে যমও দেখে না ।

৪৯)　(ক) কপাল পিলাদা নুগইন তংগ,

বাহাই থাইপুং রুজদিহুন ।

(খ) নেড়ে মাথার উপর কাঁটাযুক্ত কাঁঠাল চাপানো ।

৫০)　(ক) কপাল হামিয়ানি খাংড়াই ,

হর দুদুবাই মানজলাই,

সালুক মাইনাবাই মানজলাই ।

(খ) কপাল মন্দ হলে কাকড়ার দশা হয় রাতে বের হলে দুদু নামক পা খীতে ধরে খায়, দিনে বের হলে মানুষ ধরে খায়।

৫১)　(ক) কং চামারী কং ,

(খ) ঘর জামাইর দশা,

৫২) (ক) কৃরা থুইকা কাই আং হামজাগমানি,
থুইথাংকা কাই গাইরিং সাকাও অ কাওঅই
আওয়ান চানানি।
(খ) শ্বশুর মারা গেলে পরম সুখে থাকব।
শাশুড়ি মারা গেলে টং ঘরে বসে পিঠা খাব।

৫৩) (ক) কক কুরুংকক সুংগ
বুদ্ধি কুরুং .... কিনে।
(খ) বাকপটু লোক কথা কিনে
বাকপটু লোক বুদ্ধি কিনে।

৫৪) (ক) কামা থাগইব সুলুলমা থাংগিয়া।
(খ) কান্না থামলেও হেঁচকি রয়ে যায়।

৫৫) (ক) কাহাম বা সুচাই তুই নুং গাদা।
(খ) সুন্দরকে জলে ডুবিয়ে সে জল খাব।
(গ) সুন্দরীর চাইতে গুণবতী অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

৫৬) (ক) কানা থুওব আচুকন থুওইয়াইব আচুকন।
(খ) কানা ঘুমাইলে যেই, না ঘুমাইলেও সেই।
(গ) অন্ধের দিনরাত্রি সমান।

৫৭) (ক) কাঙ্গাল সা কারা তা উৎদি।
(খ) গরীবের ঘরে জ্যেষ্ঠ পুত্র হইও না।

৫৮) (ক) কামিচাং মুরগনাই
(খ) পুরানো বাড়ীর নাম স্মরণ করবে লোক।

৫৯) (ক) কাইথর সুইমানি।
(খ) ব্রহ্মার কলম।

৬০) (ক) কুরইনি নগ-তা গ্নাং রগ ইয়াকুং চাক জাগিয়া।

(খ) গরীবের বাড়ীতে যেতে ধনীর পা এগোয় না।

৬১) (ক) কেনা ন লাচি অ ওয়কমা পুংইয়া।

(খ) শূকরের চাইতে মোটা সোটা হলেও, শূকরী শূকরকে মেনে চলে।

(গ) গুরুজন দুর্বল, অসমর্থ হলেও, তাকে সম্মান করা ছোটদের কর্তব্য।

খ.

৬২) (ক) খরগ থক কুরই নুমকোই সেকাল রংইয়াই রু যতক।

নগমাই কুরুই নু খাকাই সিকক অংইয়াই অং যতক।

(খ) মাথায় তেল না থাকলে ডাইনী বলে।

ঘরে খাবার না থাকলে কারণে - অকারণে চোর বলে।

৬৩) (ক) খিনাই লাচিয়া, নুকনাই লাচিদি।

(খ) পায়খানাকারীর লজ্জা নেই যে দেখে তার লজ্জা।

৬৪) (ক) খিনানি যাগা কুরই খা।

(খ) পায়খানা করার জন্যও নিজের জায়গা নেই।

(গ) ভূমিহীন নিস্ব।

৬৫) (ক) খিন একখাই বাহাই কাইনাই।

(খ) মল নাড়া দিলে দুর্গন্ধই বাড়ে।

৬৬) (ক) খিকরন নাই অয় থাইল মনকাদি।

(খ) গুহ্যদ্বার অনুসারে চালিতা গিল।

(গ) আয় বুঝে ব্যয় কর।

৬৭) (ক) ঘিতুং বারা।

(খ) লেজ বেটে।

(গ) হালকা, চঞ্চল প্রকৃতির লোক।

৬৮) (ক) খক-নি বাহাই নগবার-ন তলাংগ।

(খ) ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়ায়।

ঋ.

৬৯) (ক) গলা তুই কুপুলং পুপাক ইর্য়া ।

(খ) ভরন কলসীর শব্দ কম ।

৭০) (ক) গাতি হাংরুগ মাইন্দা পেংগই চাকা ।

(খ) জলের ঘাটে চুংগা দিতে ভাত পাক করে খেয়েছে ।

গ.

মা, বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তি ।

৭১) (ক) গোষ্ঠীনি মুখাং সুখার ।

(খ) গোষ্ঠীর মুখ পোড়া দিয়েছে ।

(গ) কুলাঙ্গার

৭২) (ক) গোষ্ঠিনি সকল ।

(খ) গোষ্ঠীর চোখ ।

(গ) গোষ্ঠীর মধ্যে নামকরা ব্যক্তি ।

৭৩) (ক) গোয়ালা দা দই কুমুই হললাংচি ।

(খ) গোয়ালা নিজের দই কোনদিন খারাপ বলে না ।

চ.

৭৪) (ক) চকলাই কুয়া ।

(খ) তুষ - ফেলছে ।

(গ) মিথ্যা আজগুবি কথা বলা ।

৭৫) (ক) চর লে হামিয়া

(খ) শরীরে প্রকিষ্ট কাঁটা মাংসে রূপান্তরিত হয় না।

(গ) পোষ্যপুত্র , ঘর জামাই এরাও আপন হয় না।

৭৬) (ক) চর রাই চর ।

(খ) কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা ।

৭৭) (ক) চললা কক কুরুই কামি খাও ।

বুরই কক কুরুং কামি সেবাইও ।

(খ) পুরুষ বাকপটু হলে পাড়ার একতা রক্ষা করে

মেয়েলোক বাকপটু হলে পাড়া উচ্ছেদ করে ।

৭৮) (ক) চা-অয় তকথাতে খক রোনাই ।

৭৯) (ক) চানাই তাবসি, বুজাগনাই রজং ।

(খ) ধান খেল টিয়া পাখি, বাড়ি পড়ল বাঁশের গোড়ায় ।

(গ) উঁদুর পিন্ডি বধুর ঘাড়ে ।

৮০) (ক) চানা খাই বেকেরেং খিবিনা খাইব বাহান ।

(খ) খেতে গেলে হাড় , ফেলতে গেলে মাংস মনে হয় ।

(গ) কোন কাজ / বস্তু রাখতেও পারছে না, ছাড়তেও কষ্ট হচ্ছে এমতাবস্থা

৮১) (ক) চানা সেলে মাই হামিয়া ।

তংনাই সেলে নক হামিয়া ।

(খ) খাবার অনিচ্ছা হলে ভাত খারাপ,

থাকার অনিচ্ছা হলে ঘর খারাপ ।

৮২) (ক) চামরিনি মুংন তাংগিয়া ।

হামজুক নিমুংন সংগিয়া ।

(খ) জামাই শুধু নামে , কাজে না ,

পুত্রবধূ শুধু নামে কাজে না ।

৮৩) (ক) চামারই হামকাইচে সাজুকে

হামজুক হামকাইচে সাজলো ।

(খ) জামাই ভাল হলেই তো কন্যা ভাল থাকে ,

পুত্রবধূ ভাল হলেই তো পুত্র ভাল থাকে ।

৮৪) (ক) চিনাল বাই তংকাই চিনাল তংগ ।

চোতাবাই তংকাই চোতা অংনাই,

চিকক বাই তংকাই চিকক মা আংবাই ।

(খ) চঞ্চল মহিলার সাথে থাকলে চঞ্চল হবে,

চঞ্চল পুরুষের সাথে থাকলে চঞ্চল হবে ,

চোরের সাথে থাকলে চোর হবে ।

(গ) সৎসঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে নরক বাস ।

৮৫) (ক) চালশিক্ষা ফাও ।

(খ) চোখে চল্লিশা লাগা ।

৮৬) (ক) চিবুক থুই নাতই, লাঠাব বাইয়া তই ।

(খ) সাপও যেন মরে, লাঠিও যেন না ভাঙ্গে ।

(গ) উভয়দিক রক্ষা করা ।

৮৭) (ক) চিকগন ভান্ডারী সংখ্যা ।

(খ) চোরকে ভান্ডারী করা হয়েছে ।

৮৮) (ক) চেবাইনি মর্জি , রাজানি মর্জি ।

(খ) শিশুর ও রাজার মেজাজ, মর্জি এক ধরণের ।

৮৯) (ক) চেরক বাই কারা থুংখলাই হাদুরী মাচা অ ,

অক্রাবাই কান্না থুংখলাই কুওয়াই মাচা অ ,

(খ) বালকের সাথে ঠাট্টা করলে বালি ছুঁড়বে ।

বয়স্কদের সাথে ঠাট্টা করলে পান খাওয়াবে ।

(গ) পাত্রভেদে ব্যবহার করা উচিত ।

৯০) (ক) চেলা মাংনই কাই , মাসালে চেনাই ন ।

(খ) দুটো মোষ লড়াই ধরলে একটাতো হারেই

(গ) হারজিৎ সংসারের নিয়ম ।

৯১) (ক) চেরাই ওয়ান সুগিয়া,

আরান তক সুর্গিয়া ।

(খ) অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়ের বুদ্ধি কম ,

বাইম মাছ সোজা উজান বাইতে পারে না ।

৯২) (ক) ছাপা মনাংকা

(খ) দুঃখও পেলাম, দুর্গন্ধও লাগল ।

৯৩) (ক) ছিনজানি মাখুমাই খামানি ।

(খ) ইঁদুর গোলাঘরে পড়েছে ।

(গ) গরীবের মেয়ের ধনীর বাড়ীতে বিয়ে প্রায়ই অপচয় করে ।

৯৪) (ক) ছিন্জ মাইরবাম্ কালাইতই ।

(খ) ইঁদুর ফুলে চিয়া হয়েছে ।

(গ) আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া ।

জ.

৯৫) (ক) জাইতি মাইকথক কাতি বসুক

(খ) আত্মীয়-স্বজনের সুস্বাদু ভাত-তরকারী ,

আদর আপ্যায়ন বেশীদিন থাকে না ।

৯৬) (ক) জাইল্যা আ কতর মান খ্লাই জাইতি সিনি-ন মানইয়া কন ।

জেলে বড় মাছ পেলে কুটুম্ব চিনে না।

ট.

৯৭) টাকা থাকলে বাঘের চোখও মিলে ।

চ.

৯৮) (ক) তক বাংইয়া তকখি বাং

বরক বাংইয়া কক বাং

(খ) মোরগের চাইতে মল বেশী ।

লোক যত বড় নয়, কথা তদপেক্ষা বড় ।

৯৯) (ক) তখা কবরনি ককখানা যাগীই , ফুওয়া চেং মাইরুং ছারকা ।

(খ) কাকের বুদ্ধিতে বনে চাল ছিটিয়ে দিলাম , এ চাল আর তোলা যাবে না ।

(গ) পরের বুদ্ধিতে বনে চাল ছিটিয়ে দিলাম, এ চাল আর তোলা যাবে না ।

(ঘ) পরের বুদ্ধিতে নাশ, নিজের বুদ্ধিতে আশ ।

১০০) (ক) তথা থাইচুমু ।

(খ) কাকের মুখে চিন্দ্রা (নামক ফল) ।

(গ) উদরে বিষ , মুখে মধু ।

১০১) (ক) তথা চুয়ান বাংখামা হাই ।

(খ) কালকাকের মুখে শাদা খামি (মুলি)

(গ) কৃষ্ণবর্ণ মা বাবার কোলে গৌরবর্ণ সন্তান যেমন দেখায় ।

১০২) (ক) তগমা তুই থানি, তগনা বারোয়া ।

(খ) মুরগীর ডিম পাড়ার সময় মোরগ বারোয়ার মতই নিষ্প্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিত ।

১০৩) (ক) ততরা সেপকাই আবুক তুইছে ফাইয়ান ।

(খ) গলা টিপলে আজও দুধ বের হবে ।

(গ) ইঁচড়ে পাকা ছেলের প্রতি ভর্ৎসনা ।

১০৪) (ক) তংনা রংইয়া, তংকমা ।

চানা রংইয়া, চা কমা ।

(খ) থাকতে না জানলে ঘর হারায় ।

খেতে না জানলে খাবার হারায় ।

১০৫) (ক) তাখুক অকরা মাফা-নি সমান ।

(খ) বড় ভাই মা বাবার সমান ।

১০৬) (ক) তাখুক হামখলাই রাং সলক ,

বুখুক হামখলাই মুই সলক ,

(খ) বোন ভাল হলে তরকারী পাওয়া যায় ।

১০৭) (ক) তাখুক সিনি-নি বুমা আচুকন খালই মানিয়া

কাইসানি বুমা চাঅই পাইয়া ।

(খ) দশটা সন্তানের মা বসার পিড়ী পায় না,

এক সন্তানের মা খেয়ে শেষ করতে পারে না।

১০৮) (ক) তানলাই ফুরুচে সেংবাই ফুই ।

(খ) কাটাকাটি শুরু হবার আগেই তলোয়ার যোগাড় করতে হয় ।

১০৯) (ক) তাংফুর সুইুতই খাইতাংদি ।

চাকুর বাজাতেই চাদি ।

(খ) কাজের সময় কুকুরের মত লেগে থাক

খাবার সময় রাজার মতো খাও ।

১১০) (ক) তালসু কিতিং কুরই ,

সালসু কিতিং কুরই ,

মনুষ্যপুড়ি ফাইপুর দিন

মাসুকব কাহাম কুবই ।

(খ) চন্দ্রের মতো গোল আর কিছু নাই ,

সূর্যের মতো গোল আর কিছু নাই ,

মানব জগতে এলাম, মায়ের মতো ভাল আর কিছু নাই ।

১১১) (ক) তুক তাগই দা, সবক তাগিয়াতাং ।

(খ) পাতিল বসানো যখন হয়েছে উপরের ঢাকনী

তৈরী না করে কি থাকবে ?

(গ) রাজা জন্মাতে রাণী, পেচা জন্মাতে পেচী , নাড়

দিয়েছেন যিনি, আহারও দেবেন তিনি ।

১১২) (ক) তুক তুংগিয়া সানি, তমাসবক বা তুং ।

(খ) নীচের পাতিল গরম না হতেই , উপরের ঢাকনী গরম হয় কেন ?

(গ) বাবু 'যত বলে পরিষদ দলে বলে তার শত গুণ' ।

১১৩) (ক) তুইবা কুথুকনি লাখা ।

(খ) জলের গভীরতা মাপার লাঠি ।

(গ) একমাত্র ত্রাণকর্তা ।

১১৪) (ক) তুইবা ইষাফাংগতব

ককবা বুসুক তর।

(খ) নদীর গোড়া বড়

কথার আগা বড়

১১৫) (ক) তুইমা বা নাইতই, রিগনাই ব সুতই।

(খ) নদী ও দেখলামু, স্নানও করলাম।

(গ) রথ দেখা, কলা বেচা।

১১৬) (ক) তুইমা বারইয়া সাক মাইয়ং কুফুর ইয়াচাগ।

(খ) নদী পার হওয়ার আগে গঙ্গাকে শাদা হাতী বলি দেবার প্রতিজ্ঞা

১১৭) (ক) তুইঅ বুইয়া হাকুংঅ বুইয়া।

(খ) জলেও না স্থলেও না।

১১৮) (ক) তুইনি ওয়াকচ বুলেন বাইচা সেবক কচগ।

(খ) বন্যার জলে ভেসে আসা বাঁশের টুকরাটিও এক কুল চেপে আসে।

(গ) সমাজে লোকজনের সাথে মিলেমিশে চলতে হয়।

১১৯) (ক) তুই কুরুং তুই-অ থুইয়,

বুফাং কুরুই বুফাংআ থুইয়,

কক কুরুই কগ থুইয়।

(খ) সাতারু জলে পড়ে মরে,

বাকপটু কথার প্যাঁচে বাধা পড়ে।

(গ) সব্‌ম্ অত্যন্তম্ গহিতম্।

১২০) (ক) তুই বিকুং নাহারই তংখা।

(খ) নদী পারের দিকে তাকিয়ে আছে।

(গ) মুমূর্ষু।

১২১) (ক) তুকুনা মুচুংগই ইয়াফারাব বাইখাতা।

(খ) স্থান করারও ইচ্ছা ছিল, সাঁকোটাও ভেঙ্গে জলে পড়ল।

১২২) (ক) তুই খগনাই তুইহুগ বাইজাক।

বল নানাই দামা বাইজাগ ।

(খ) জল আনযনকারী একটি কলস ভাঙ্গবেই ,

কাঠারিয়া একদিন দাও ভাঙ্গবেই ।

১২৩) (ক) তেলমাথায় তেল দেওয়া ।

১২৪) (ক) থামচি কুতুং চগচা বা ।

(খ) বাগী লোক বোঝা বেশী লয়।

১২৫) (ক) থামচি কুতং ন লাকাই রদি ।

(খ) রাগী লোককে ঋণ দিতে পার ।

১২৬) (ক) থাংইয়া হাতি কাহাম ।

(খ) যে বাজারে যায় তার মনে - বাজার ভাল ।

(গ) বাস্তবের চাইতে কল্পনাকে ভাল মনে হয়।

১২৭) (ক) থচংনি কক খনাই ইয়াদে চাসংনি ককখানা।

(খ) ঘুমানোর সময়ের কথা না শুনে, খাওয়ার সময়ের কথা শুনবে ।

(গ) স্ত্রৈণ ব্যক্তি স্ত্রীর কথা কানে লয় বেশী ।

১২৮) (ক) থংদক বুংঅয়রোয়া বাইথকইয়া ।

(খ) ঘরের খুঁটি ঘন সারিবদ্ধ থাকলে কুড়োল চালানো অত সহজ নয়।

(গ) পরস্পরের মধ্যে ভালবাসাটা যদি নীরেট, নিশ্চিদ্র হয়, তবে অন্য কেউ সহজে ফাটল ধরাতে পারে না ।

১২৯) (ক) দশের লাঠি একের বোঝা

১৩০) দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাই লাজ ।

১৩১) (ক) দরবার তা কাদি, খিলিং কাদি ।

(খ) মামলা মকদ্দমায় পা ফেলবে না, বরং মলে পা ফেল ।

১৩২) (ক) দাম হর ভংকা ।

(খ) জিনিসের দাম আগুন হয়েছে ।

১৩৩) (ক) দারা হুকতাং চেকর্রা মুংতাং ।

(খ) কাজ করে দাও, নাম করে কাঁচি।

১৩৪) (ক) দারা বিগড়া।

(খ) পরিশ্রমী গরীব।

(গ) বোকা পরিশ্রমী লোক।

১৩৫) (ক) দাসা গিরাতাগন থাগগ।

চেরাই গিয়া থুংপেই জাগগ।

(খ) ছোট দা দেখলে কেবল কাটাকাটি করতে ইচ্ছে করে।

ছোট ছেলে দেখলে ছোটখাট কাজ করাতে ইচ্ছে করে।

১৩৬) (ক) দারুয়া নব কিরিনানি,

দারুকুং নব কিরিনামি।

(খ) দা-এর ধারালো দিকের উপর ভর করব।

নাকি দা-এর পিঠের দিকে ভর করব।

(গ) উভয় সংকট।

১৩৭) (ক) দিন-অ কলাই খাই মকর সানি ইয়াকুর মারম।

(খ) দিন খারাপ হলে, বানরের পাও ধরতে হয়।

১৩৮) (ক) দিন থাঙ্গান, কক বা তঙ্গান।

(খ) দিন চলে যায়, কথা রয়ে যায়।

১৩৯) (ক) দৈবনি ইয়াখুং কুরই।

(খ) দৈবের হাত পা নাই।

১৪০) (ক) দোলনি ফাই ঐ মাইনাই ফাইদি।

অসানি ফাই-ঐ খুল-নাই ফাইদি।

(খ) দোল উৎসব দেখে এসে ধান দেখ,

দুর্গাপূজো দেখে এসে কার্পাস দেখ।

১৪১) (ক) দংগন মথাগই মানই কুরই।

(খ) নদীর উৎসস্থল কেহ জানে না।

(গ) নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করা বোকামো।

১৪২) (ক) নখা সন্নাসিংব ওয়াতই ওয়াইয়া।

(খ) আকাশ যত গর্জে তত বর্ষে না।

১৪৩) (ক) নখাচা নাইছাই খুকতই খিবিকাই ছাগন ছাগ কলাইঅ।

(খ) আকাশে থুথু ছুঁড়লে নিজের গায়ে এসে পড়ে।

১৪৪) (ক) নখা গুরুংমুং খানাগ কপাল গুরুংমুং খানাইয়া।

(খ) আকাশের গর্জন শোনা যায়, কপালের গর্জন শোনা যায় না।

১৪৫) (ক) নগখাই তগলা, ফা তার-অ সুইজেলা।

(খ) ঘরে মোরগ, বাইরে কুকুর।

১৪৬) (ক) নগমাই কুরুই নুকখলাই সিকক অংগিযাই অংথত।

খরক থুক কুরই নুকখলাই সিকাল বুংগিয়াই রুঘথক।

(খ) ভাত না থাকলে লোকে বলে চুরি করে খেয়েছে।

মাথায় তেল না থাকলে লোকে বলে ডাইনী।

১৪৭) (ক) নগলে সিজ্ঞেসে খিয়া, তংমুংলে নাইসাংদি।

(খ) ঘরে ইন্দুরও মলত্যাগ করে না, বাইরে বাবুগিরি।

১৪৮) (ক) নগনি কান বা দাগাও বেরদি।

হাবান কগন রজংগ বেরদি।

(খ) ঘরের কথাকে দুয়ারে গোঁজে রাখ,

জুমের কথাকে জুমের বাঁশগাছের গোড়ায় গোঁজে রাখ।

১৪৯) (ক) নগ তংগই বিলাতনি খবর সাও।

(খ) ঘরে বসে বিলাতের খবর রাখা।

১৫০) (ক) নগ তংগই রাজানি করাই বামানি সাইমানি।

(খ) ঘরে বসে রাজার ঘুড়ীর প্রসবের খবর রাখা।

(গ) আদায় ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখে।

১৫১) (ক) নন বুরুইব, রুখা নকব রুখা, নংতাংগই আন খিবই রুখা ।

(খ) তোমাকে বউ এনে দিলাম, ঘর করে দিলাম তবু আমার প্রতি অযত্ন।

১৫২) (ক) নাথংকাই কবরবাই বাকসা ।

(খ) বধির ব্যক্তি পাগলের মতো ।

১৫৩) (ক) নাপিত নুকখলাই ইয়াঙ্কু লক-অ

(খ) নাপিত দেখলে নখের কোণে বাড়ে।

১৫৪) (ক) নিজি থুইনানি কবরফান সিও অ

(খ) নিজের মরণ পাগলেও বোঝে ।

১৫৫) (ক) নিজনি বরকনি সাই বুই বাইন কাহাম ।

(খ) আপন থেকে পর ভাল ।

১৫৬) (ক) নুংন কন্যানি বুমা

নুংন জামাইনি বুমা ।

(খ) তুমিই কন্যার মা,

তুমি জামাইর মা ।

১৫৭) (ক) পন্ডিত কানা অহঙ্কার ,

সাধু কানা আবিচার ।

১৫৮) (ক) পাপ কি বাপরে ছাড়ে ?

১৫৯) (ক) পাংরং পাংথাইন সংকাই রহকাই আং সাই সুংতানাই।

(খ) দেবর ঠাকুরঝিদের দূর করতে পারলে আমি একা সুখে থাকব ।

১৬০) (ক) পিয়ানি বুলই ককইয়াতং ,

ছেংসানি ফান বর থাংইয়াতং ।

(খ) ভীমরুল কোথায় হুল না ফুটায় ?

নাপিতের খুর কোথায় না যায় ?

(গ) গরীব লোককে যেকোন বাড়ীতে গিয়ে কাজ করতে হয়।

১৬১) (ক) পুংতাঁইয়া ছানিন লইতকতই ছেগলাই তাংখা ।

(খ) পাঁঠা কাটা না হতেই অন্ডকোষ নিয়ে কাড়াকাড়ি ।

১৬২)

ফ.

(ক) ফানতক বারিওয় হাপকাইচে ফাত্‌তক মত গমা চিও,

মছ বারওয় হাপকাইচে মছ ইয়গমানি চিও।

(খ) বেগুন ক্ষেতে ঢুকলে চুলকানি টের পাওয়া যায়,

মরিচ ক্ষেতে জ্বালাপোড়া টের পাওয়া যায়।

(গ) শুধুমাত্র ঘরে বসে পুথিগত বিদ্যায় অসম্পূর্ণ ।

১৬৩) (ক) ফুইরাং কগিয়া দ্রপ ।

(খ) বজ্রাঘাতে যাতে না পড়ে সে উদ্দেশ্যে মাথার উপর রাখা অকেজো দা।

(গ) অলস, অকর্মণ্য স্বামী ।

ব.

১৬৪) (ক) বল হামিয়া সককাই থাপলা বাংগ ,

বরক হামিয়া বাইর কক সাকাই বক বাংগ।

(খ) খারাপ লাকড়ী জ্বালালে ছাই বাড়ে,

খারাপ লোকের সাথে কথা বললে কথা বাড়ে ।

১৬৫) (ক) বল নি অচড়া ওয়া, ওয়ানি আচড়া বল ।

(খ) শুকনো বাঁশের ভরসা কাঁচা বাঁশ, কাঁচা বাঁশের ভরসা কাঁচা বাঁশ।

(গ) সুখে দুঃখে পাড়াপ্রতিবেশী একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

১৬৬) (ক) বলর্ম তমছা খালইচে ইয়াংচিং পেরঅ ।

(খ) বন মোরগ হুশিয়ার বলেই দীর্ঘায়ু পায়।

১৬৭) (ক) বরচুককুথই তিসাখাই কক খনতাই মাসাও ,

মুসুক কুথই তিসাখাই দুধ মাসাও ।

(খ) মুর্মূষু মানুষকে সুস্থ করে তুললে, পরে তার কাছ থেকেই পাবে অপবাদ।

মুর্মূষু গাই-কে সুস্থ করে তুললে পাবে দুধ ।

১৬৮) (ক) বরচুক বুথাইন তখা মারুকতই ।

(খ) খাওয়ার আশায় কাক তুলা গোটা পাহাড়া দিয়ে যায়।

১৬৯) (ক) বাকানি তুংগা খুরুং পংগিয়াদে।

(খ) চুলার উপরিস্থিত বাঁশের মাচার উপর রাখা পাতিলে শব্দ হয় না। (হয়)

(গ) পরিবারে পাঁচ দশ জন লোক থাকলে মাঝে মাঝে দু'চার কথা হওয়াটা স্বাভাবিক।

১৭০) (ক) বমনরগ খেস্তা ফালই, মাপাই ফির ।

(খ) ব্রাহ্মণরা কাঁথা বিক্রয় করে আবার কিনে ।

১৭১) (ক) বিগরা লাকাই তা চাদি

ইয়াস্কু কচা অ মানদি ।

(খ) গরীব থেকে কর্জ এনো না,

হাঁটুর নীচে ক্ষত না হউক ।

১৭২) (ক) বুঝা কারাক ফিকুং কবর

(খ) অতিরিক্ত মারধোরে পিঠ পাগল হয় ।

১৭৩) (ক) বুইনি ফাইকুকুংগবগই সিলাই কগ ।

(খ) পরের কান্দে বন্দুক রেকে শিকার ।

১৭৪) (ক) বুরা সাগনারই তুংখা

(খ) ইঁচড়ে পাকা, অলস ছেলে ।

১৭৫) (ক) বুইনি কপালনি সিন্দুরনুগ হুনইদা, তাবু কপাল তাংখগই থুইমা।

(খ) অন্যের কপালে সিন্দুর দেখেই নিজের কপালে সিন্দুর দিতে পারি না।

১৭৬) (ক) বুই ওয়াগ্নাং মুনইহুইছেনুং ওয়া কুরই বাহাই মুনই ।

(খ) দাঁতওয়ালা লোকের হাসি দেখে, তুমি দাঁতহীন ব্যক্তিও হাসলে ।

১৭৭) (ক) বুখু বাইদাসা খিরগ বাই ।

(খ) মুখে বলেছ নাকি গুহ্যদ্বার দিয়ে বলেছ ।

১৭৮) (ক) বুমা বুফান তিককুরই, বুসা বরথাই চানাই ।

(খ) মা বাবা ঠিক নেই, সন্তান কিভাবে ঠিক থাকবে ।

১৭৯) (ক) বুড়াবুড়ি খাই চেরাই বাই বাকসা ।

(খ) বুড়া-বুড়ি হয়ে গেলে শিশুর মতো হয়ে যায়।

১৮০) (ক) বুরুই কচাক অনাদি ।

সাক কচম নাই কাইজাকদি ।

থাইলক খিতারই মাইবরদি।

নকলা বাজার কাইদি।

আ কতর তা চাদি ।

আ চিকন পাইয়ই চাদি ।

(খ) সুন্দরী বউ বিয়ে কর ।

চালীতা ফেলে জমিতে ধানের চারা লাগাও।

ঘরের চারিদিকে বাজার বসাও ।

বড় মাছ খেয়ো না

ছোট মাছ পেলে খাও।

১৮১) (ক) বুরুইরগ বাংখলাই নাল্য মোনইয়া।

(খ) মহিলা বেশী হলে শাক সেদ্ধ হয় না।

১৮২) (ক) বেড়া কারাই নুগই পুমা ছাপ ছানার।

(খ) বেড়া ভেঙ্গে গেলে ছাগীও বার বার লাথি মারে।

১৮৩) (ক) বেহাইয়া কাই সংসারনি আমাল।

(খ) বোকা ব্যক্তি সংসারকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

ভ.

১৮৪) (ক) ভক্তের অধীন ভগবান।

১৮৫) (ক) ভারত পুঁথি পাড়ি না মান, কপাল পড়ি না মাইয়া।

(খ) মহাভারত পড়া যায়, কপাল পড়া যায় না।

ম.

১৮৬) (ক) সকল কুরই খা, দুনিয়া কুরই খা।

(খ) চোখ গেলে দুনিয়া গেল।

১৮৭) (ক) কখরাসা ওযাতই মানজাকতুই।

(খ) বানরকে বৃষ্টিতে পেয়েছে।

১৮৮) (ক) মাইয়ুং থুইপান করাই মুগচুক।

(খ) হাতী মরলেও ঘোড়ার চাইতে উঁচু থাকে।

১৮৯) (ক) মাইয়ু মুখাং , মাসা মুখাং চে সেবাই মান, বরক

মুখাংনসেবাই মাইয়া।

(খ) হাতীর মুখ, বাঘের মুখ বন্ধ করা যায়

মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না।

১৯০) (ক) মায়ুং হার পেক কলকখলাই তকসির কী লাথি রুগ ।

(খ) হাতী কাদায় পড়লে, বলবুলিতেও মারে লাথি।

১৯১) (ক) মাইয়ুং থুইনাতুর সাগনুগ ।

(খ) শেষ বয়সে কারো প্রচন্ড কর্মোদ্যোগ।

১৯২) (ক) মাইতুক কলিয়া খাই মাইব মুইয়া ।

বুমা ফুরংইয়া খাই বুসাব মইয়া ।

(খ) কাঠি দিয়ে নাড়া না দিলে ভাত সেদ্ধ হয় না।

মা শিক্ষা না দিলে সন্তানের শিক্ষা হয় না।

১৯৩) (ক) মাইত কথনি মাউ থুমুই রগইব ইয়াকাসা ।

(খ) বড় পরিবারে শূন্য পাতিল কাচালেও একমুঠ ভাত পাওয়া যায়।

১৯৪) (ক) মাই কোরই নি মাইসি,

মুই কোয়ই নি অড়াহ ।

(খ) ভাত না থাকলে অন্তত

তককারি না অন্তত।

(গ) নাই মামার চাইতে কানা মামা ভাল ।

১৯৫) (ক) মাসিং সাচলাং সেপলাইও।

(খ) শীত ও গরমের মধ্যে কাড়াকাড়ি ।

(গ) ঋতু পরিবর্তন ।

১৯৬) (ক) মাই কুফুর-নি তখা।

(খ) সাদা ভাতে কাক।

(গ) চঞ্চল, অস্থির প্রকৃতির লোক, উড়নচন্ডী ।

১৯৭) (ক) মা - ফা বুইয়া বা খেতরাই বুলাংগান ।

(খ) মা-বাবা সময়ে সন্তানকে সুশাসন, সুশিক্ষা না দিলে, বয়স বাড়লে অপরের হাতে নাজেহাল হতে হয়।

১৯৮) (ক) মাই-ন পাইয়া, মুই-ন পাইয়া ।

(খ) ভাতকে পারলে তা তরকারিকে পারলে ।

(গ) ঝিকে মেরে বউকে শাস্তি দেওয়া।

১৯৯) (ক) মাংখং হেলেং মুই থুইয়া।

(খ) দুর্বল শিকারী দ্বারা প্রাণী মরে না।

(গ) ব্যক্তিত্বহীনকে কেউ পরোয়া করে না।

২০০) (ক) মিলক সকিচব চাপুংইয়া, মিলক সকচাব চা চাগিয়া।

(খ) কোনক্ষেত্রে লাউ-এর দশাটি ডগায়ও মাচা ভরে না, আবার কোথাও একটি ডগায় মাচা ভরতি হয়।

(গ) কুপুত্র দশজনের চাইতে, সুপুত্র একজনও অধিকতর কাম্য।

২০১) (ক) মখিনি বাগই নকল আরিখা ।

(খ) কেতুরের দরুণ চোখ নষ্ট হল।

২০২) (ক) মুসুক-নি নগ মাসা আচবই-অ।

(খ) গরুর ঘরে বাঘের বাচ্চার জন্ম।

২০৩) (ক) মুচই বাহান চানা মুচঙ্গই মাইথর খচা খালাই-অ ।

(খ) হরিণের মাংস খাবার লোভে, তিন ঢেঁকির ধান এক ঢেঁকিতে ফেলে কাঁড়তে গিয়ে মুস্কিলে পড়ল।

২০৪) (ক) মেওং কুরুং মেওৎ খচাকাই সাইমান ,

রচামুং কুরুং ছায়াও-অ বাচাখাইন সাইমান।

(খ) মৃদঙ্গ হাতে নিলেই দক্ষ মৃদঙ্গী কিনা বোঝা যায়।

আসবে উঠলেই সুগায়ক কিনা বোঝা যায়।

২০৫) (ক) মীসা বা হায়বক চাইয়া দে ।

(খ) বাঘও সময়ে কাদা খায় না। (খায়)

২০৬) (ক) মীসা তুইবার ফাল মূল কমরিয়া, জামিবা মূল ফাই তুইয়া।

(খ) বাঘ নদী পার হবার পরও চিত্রাবিচিত্রা থাকে,

লেবু পাকলেও টক যায় না।

২০৭) (ক) মীসা ওয়াফুর সংইয়া খ্লাই , খাচিংওয়ার ফরুদেসংনাই ।

(খ) বাঘে কামড়ানোর সময়ে অসতর্ক, মান্দালী পিপড়ায় কামড়ানোর সময় অতি সতর্ক ।

২০৮) (ক) মীখাং নাই কোয়াই রুদি ,

খিচ্লাং নাই-অই খাপলই রুদি ।

(খ) ঠোঁট দেখে পান দেবে।

পাছা দেখে বসার আসন দেবে।

য.

২০৯) (ক) যে বরক সিত্রা, বিনি তংবুংব সিত্রা।

(খ) যার চেহারা বিশ্রী, তার স্বভাবও খারাপ ।

২১০) (ক) য়্যাক স্রাংখ্লাই মাচা-অ লুইস্রাং খইলা মাসুগ ।

(খ) কর্মঠ ব্যক্তির ভোগ্যবস্তু বাড়ে ।

(গ) কামুকের শাস্তি বাড়ে ।

র.

২১১) (ক) রচাবমুং কোরোংন মুসইথানি সিনি জাগ।

(খ) শিস্ দিতেই বোঝা যায় সুগায়ক কিনা।

২১২) (ক) বাজানি মাই মাইরাং মুইমাইরাং চাখা, তাবাকু রিয়াং থাংথাই ।

(খ) আগেই রাজবাড়ীর থালার ভাত, থালার তরকারি খেয়েছ এখন যাবে কোথায় ।

(গ) ভাবতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ।

২১৩) (ক) রাং ইয়াসা, মনই ইয়াসা,

(খ) টাকা এক হাতে, জিনিস অন্য হাতে ,

(গ) নগদ বেচা কেনা ।

২১৪) (ক) রাং বাই মীসা সকল পাইমান ।

(খ) টাকা দ্বারা বাঘের চোখও মিলে ।

২১৫) (ক) রাংচুক কিতিং কুরই ,
সুকই চুক মিলিক কুরই
সাল চুক কুচুং কুরই,
মা-নি দুধ চুককুতই কুরই ।

(খ) টাকার মতো গোল নাই ,
খিলার মতো মসৃণ আর কিছু নাই ,
সূর্যের মতো উজ্জ্বল আর কিছু নাই ।
মায়ের দুধের মতো মিষ্টি আর কিছুই নাই।

২১৬) (ক) বান্দি সাইমান খুলাই চাবা পু ,
বাঞ্জি সামান খুলাই সিকল পু ।

(খ) বিধবা পরে স্বামী পেলেও আকস্মিক কারণে স্বামী হারায় ।
বন্ধ্যা নারী সন্তান পেলেও সন্তান মারা যায়।

২১৭) (ক) রিত্রাগ নাহারই ইয়াকুং মুসুদি।

(খ) চাদরের দৈর্ঘ্য বোঝে টানবে বা গুটাবে ।

২১৮) (ক) রিয়াং হাদালা।

(খ) রিয়াং জাতির মতো হাত খোলা ।

(গ) অমিতব্যয়ী ।

ল.

২১৯) (ক) লাকাই মানই ফাইকাই কাবুই ফাইদি ,

লাকাই মামইয়া মুনই ঐ ফাইদি ।

(খ) কর্জ করে ফিরার সময় কাঁদবে ,

কর্জ চেয়ে পেলে হেসে হেসে বাড়ী ফিরবে ।

২২০) (ক) লামা গানা ওয়াইসা খিকাই মোনই খিও হমজাক নাই ।

(খ) রাস্তার পাশে যে একবার পায়খানা করেছে বার বার তার দোষ পরে ।

২২১) (ক) লোক হোয়াগ্য মরে ,

গিরস্থি হোয়াগ্য তরে ।

২২২) লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ।

২২৩) (ক) একা খাই ভেকা,

পাল খাই সাল ।

(খ) একা হলে অসহ্য

বহুহলে সূর্যের মতো শক্তিশালী

(গ) একতার বল ।

২২৪) (ক) বুইনি বাগই ওয়ারাই চাংমানি, নিজনি নাংগই থুই-অ।

(খ) পরের জন্য শেল তৈরী করলে তাতে নিজেই পরে মরে ।

(গ) পরের অনিষ্ট চিন্তা করলে নিজেরই ক্ষতি হয়।

২২৫) (ক) মুসা বুড়ান মুইচানানি ফুরুং ।

(খ) বুড়ো বাঘকে হাড় চাবানো শিখাতে হবে ।

(গ) সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তি ।

স.

২২৬) (ক) সর কুতুং কুতুংগ মুফনাদি, কচাংখাই রাগই থাংগ।

(খ) গরম থাকতেই লোহা ঠিক কর, ঠান্ডা হলে শক্ত হয়ে যায়।

২২৭) (ক) সন্ন্যাসী লে সিকক অংগিয়া, দৈবদে গঠগ।

(খ) সন্ন্যাসী নিজজ্ঞানে চুরি করেনি, দৈবচক্রে চুরি করেছে।

২২৮) (ক) সাকাং লাইরাং বাই চাখ্‌লাইসে উল মাইবাং বাই মাচাঅ।

(খ) আগে পাতায় খেলে, পরে ধাতু নির্মিত থালে খেতে পারা যায়।

(গ) প্রথম জীবনের কষ্ট, পরিশ্রম করলে শেষ বয়সে সুখ আসে।

২২৯) (ক) সাকা রাংচাং থাই, বিচিংসিন্‌জকখি।

(খ) উপরে সোনালী রং, ভেতরে ইঁদুরের বিষ্টা।

(গ) বিষ কুভম্‌ পয়ো মুখম।

২৩০) (ক) সাল থাননক ওয়াওই মানজাখা।

(খ) বেলা ডুবার সময় বৃষ্টিতে পেয়েছে।

(গ) মরণকালে রোগ ভোগ।

২৩১) (ক) সাজুকন কুরংখাই হামজুক বুং।

(খ) ঝিকে শাস্তি দিলে বউ এর শিক্ষা হয়।

২৩২) (ক) সাধিলে সিদ্ধি, রাঁধিলে ভাত।

২৩৩) (ক) সিকামনি মাই কাহাম

ওয়ানজইলিমুই কাহাম।

(খ) কুকীর ভাত ভাল

বাঙ্গালীর তরকারী ভাল ।

২৩৪) (ক) সিকাল নকসিনি বাই তাংদি

বাদুয়া নকসা বাই তা তাংদি ।

(খ) বরং সাতজন ডাইনীর বাড়ীর পাশে থাক ,

তবু একজন খল লোকের বাড়ীর পাশে থেকো না ।

২৩৫) (ক) সিনজনি্ মাখুমাই খামানি,

(খ) ইঁদুর ফুলে চিয়া হয়েছে।

(ক) সিন্‌জ থাংগইদা পানতই কাক,

মাইয়ুং থাংগইচে পানতই কাগ।

(খ) কুয়াশাচ্ছন্ন পথ দিয়ে ইঁদুর গেলে কুয়াশা

ঝরে না, কিন্তু হাতী গেলে ঝরে পড়ে ।

২৩৬) (ক) সিয়ারি মাই হামিয়া,

কথমা অক পুঁগিয়া ।

(খ) কুয়াশার জলে ধান বাড়ে না।

কথায় পেট ভরে না।

২৩৭) (ক) সেকাং থুইনাং সিমাংনক কাহাম ।

(খ) যে আগে মরে তার জন্য মৃতাচ্ছাদন সুন্দর করে রাখা হয়।

২৩৮) (ক) সেলে মাই কুরুই ,

বৈল্টা হা কুরই ।

(খ) অলসের ভাত নাই ,

ধূর্তের স্থান নাই ।

২৩৯) (ক) সুই-নি বহক ঘি হজম অংইয়া ।

(খ) কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না।

২৪০) (ক) সুইনি গানা উ ওঅ মাইচু তহখালাই সুইব মাইচু চানাইন ।

(খ) কুকুরের সামনে ভাত রাখতো খাবেই ।

২৪১) (ক) সুংখাই ককমান চখাই রুংথাংগ ।

(খ) জানতে চাইলে জানা যায়, বাইলে নৌকা এগোয় ।

২৪২) (ক) হলং কেসেপনি তকতুই ।

(খ) পাথরের চিপার মধ্যে ডিম ।

(গ) উভয় সংকট

২৪৩) (ক) হর - ন চাও, হর-ন খিও ।

(খ) আগুন খেয়ে আগুন পায়খানা করা ।

(গ) পরিশ্রমী লোক ।

২৪৪) (ক) হর ইয়াগ রখাই , ইয়াগ খামনাই ।

(খ) আগুনে হাত দিলে হাত পোড়া যায়।

২৪৫) (ক) হর চুং থাংনি জল খিচং ।

(খ) জ্বলন্ত আগুনে আরও লাকড়ী দেওয়া ।

২৪৬) (ক) হাটি হিমক্রাক , লাকাই নাংক্রাক ।

(খ) বাজারে ঘন ঘন গেলে কর্জ হবেই ।

২৪৭) (ক) হাছকানি বছুক সাজুক

হারুকনি বুচুক হামজুক ।

(খ) পাহাড়ের শিমূল গাছ হল কন্যা ,

সমতলের শিমূল গাছ হল পুত্রবধু ।

২৪৮) (ক) হাপুং হাতাই সে সেইমান

কপাল লে সেইমাইয়া

(খ) বসতবাড়ী বদলানো যায়,

কপাল বদলানো যায় না ।

২৪৯) (ক) হাংনাং হাংনা বা আতু নাংইয়াদে,

পেংনা পেংনা বা ওয়াসুং লাংইয়াদে ।

(খ) মাছ মাংসের টুকরো আধপোড়া করতে কঞ্চি লাগে।

পাকশাক করতে বাঁশের চংগা লাগে ।

(গ) যেকোন কাজে পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন ।

২৫০) (ক) হাংগাই চাইব আতু মা ফুন গান ,

পেংগই চাইব ওয়াসুং মা ফুন গান ।

(খ) আধপোড়া করতে প্রয়োজনীয় কঞ্চি রয়ে যায়।

পাক করার চংগা থেকে যায় ।

(গ) চুরি ডাকাতি খুন খারাপী করে বেমালুম ধামাচাপা দেওয়া যায় না ।

২৫১) (ক) হিক মাইয়া মাংখা, তাবুক মানক খিবিকা ।

(খ) বউ ছিল না, বউ এল, এখন মাকে ছেড়ে দিল ।

২৫২) (ক) হিনজাক কারাক খুনজু কবর ।

(খ) অতিরিক্ত গালাগালি করলে কান পাগল হয়।

২৫৩) (ক) হাচাল তংমানি কাহাম, সাম তংনাই থাপরা মাসা ।

(খ) একটু দূরে থাকাই ভাল, কাছে থাকলে চড় চাপড় গায়ে পড়ে ।

২৫৪) (ক) হারুং চাখমা ফুইপুখাই ফাইদি চেরাইবগ, ফাইদি ।

মালা ফাগুনা চানা ফুবখাই থাংদি চোরারগ, থাংদি ।

(খ) নীচ জমির বন কাটার সময় ছেলের দল এস, এস,

বড় শূকরের মাংস খাওয়ার সময় ছেলের দল দূর হও , দূর হও ।

২৫৫) (ক) সুই-খিতুং ওয়াসুঅ দাফান পেংইয়া ।

(খ) কুকুরের লেজবুংগাতে রাখলে সোজা হয় না ।

২৫৬) (ক) সৈচা তলাইঅ তংইয়া ।

(খ) কুকুরকে দোলনাতে রাখতে থাকে না ।

ত্রিপুরার ককবরক ধাঁধাঁ বা 'ফুগই'

একটি জাতির মৌখিক কথা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান হল ধাঁধাঁ। অন্যান্য ভাষাভাষি গোষ্ঠীর মত ত্রিপুরার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর কথ্য ভাষায় বহু ধাঁধাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। আর দশটি ভাষায় ব্যবহৃত ধাঁধাঁর যেসব বৈশিষ্ট ত্রিপুরী ধাঁধাঁরও সেসব আছে। ধাঁধাঁয় থাকে প্রশ্ন ও উত্তর, সমস্যা ও সমাধান। প্রশ্ন বা সমস্যাটি স্পষ্ট বা পরিষ্কার কিন্তু উত্তর বা সমাধানটি বাহ্যিক কলেবর ও রূপক দিয়ে রাখা হয়। আসলে যা বোঝাতে চায়, তাকে উপমা দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়। এইসব ধাঁধাঁর স্রষ্টা কে বা কারা তা বলা মুস্কিল। তবে সামগ্রিকভাবে একটি সম্প্রদায়ের বুদ্ধিদীপ্ত সরস চাতুর্যের, আকর্ষণের পরিবেশে অন্যতম সূচক হল ধাঁধা।

ত্রিপুরী সমাজে বিভিন্ন সময়ে ধাঁধার চর্চা হয়। বিয়েতে, পূজো পার্বণে, যেকোন দিন সন্ধেবেলা, কাজকর্মের অবসরে বা কয়েকজন মিলে দীর্ঘপথ চলার সময় ধাঁধাঁর চর্চা হয়। ত্রিপুরার বনজঙ্গল, পাহাড়, নদ-নদী, বন্য জন্তু ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই এইসব ধাঁধাঁর উপকরণ আহরণ করা হয়।

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য — ত্রিপুরী ধাঁধার নমুনা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত্র করা। ককবরক ভাষায় ধাঁধাঁকে বলা হয় 'ফুমুগ'। তবে এইসব ধাঁধাঁ শুধুমাত্র যে গ্রাম্য ত্রিপুরীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়, অন্যান্য প্রতিবেশী ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ও এইসব ধাঁধাঁর প্রচলন দেখা যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য ধাঁধাঁগুলিকে (ক), (খ) ও (গ) এই তিন অংশ ভাগ করা হয়েছে। (ক) অংশে ত্রিপুরী ভাষায় ধাঁধাঁটি বলা হয়েছে। (খ) অংশে বাংলা ভাষায় ধাঁধাঁটির অনুবাদ করা হয়েছে এবং (গ) অংশে সমাধান বলে দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরার ককবরক ধাঁধাঁ

১) (ক) অর-অ নুগ-অ,
অর-অ নুগিয়া,
থরাইলুংনি মুসা।

(খ) এখানে দেখা যায়,
এখানে দেখা যায় না,
তারাবনের বাঘ।

(গ) বিদ্যুত চমক।

২) (ক) আ-ম পুংলাই মুসাইয়া,

সুত ছাতাই দুক ছাইয়া ,
থেপ বাই নাই ওয়া সাইয়া ,
হাসাম কুচুক কাথগিয়া ।

(খ) বাঘের মতো শব্দ করে, কিন্তু বাঘ নয় ,
বন জঙ্গলের মতো অথচ বন জঙ্গল না,
বাঁশের কঞ্চিও ভাঙ্গতে যেমন শব্দ হয়, তাই হয়, কিন্তু কঞ্চি নয়,
পাহাড়ের মতো খাড়া , তবে পাহাড় না ।

(গ) তপথাই পাখী,
ধুনা তুলো ও এলোমেলা সূতো ,
ধানক্ষেতের নাড়া ,
বাঁশের বেড়া ।

৩) (ক) কেঞ্জুয়া গুজা তুই-অ বাঘলাই ।

(খ) লোকটি কুজো হলেও জলে নাবে লাফ দিয়ে ।

(গ) বঁড়শি।

৪) (ক) কথাংন কুথই চা-অ

(খ) মরাকে খায়

(গ) বড়শির টোপ দিয়ে মাছ ধরা।

৫) (ক) গলা চমরক খেপ তকইয়া ।

(খ) যে কলস কাঁখে নিতে অসুবিধে ।

(গ) ডিম ।

৬) (ক) চারকোণো পুকুরি
আচুক তংগ চৌধুরী ।

(খ) চতুষ্কোণ পুকুরে
বসে আছেন চৌধুরী ।

(গ) পিঁড়ি ।

৭) (ক) চিবুক কুখই লামাহিম ।

(খ) মরা সাপ পথ দিয়ে চলে ।

(গ) গো-বাছুরের দড়ি ।

৮) (ক) চেলোসা কাইসা রুষা কুরইন বুফাং তান ।

(খ) একজন কাঠুরিয়া দা । কুড়োল ছাড়াই গাছ কাটে ।

(গ) কাঠঠোকরা পাখী ।

৯) (ক) তাংগ ইয়া সুগ ,

নাইসাই নুগ সাইয়া ।

(খ) হাত দিয়ে ধরা যায় কিন্তু চোখে দেখা যায় না।

(গ) নিজের মাথা ।

১০) (ক) তুই কুরই রুচক ।

(খ) জল ছাড়াই নৌকা চলে ।

(গ) দোলনা।

১১) (ক) তুই রুকং রুকং ।

(খ) জলের ধারে বঁড়শি বাওয়া ।

(গ) জুমে কাওন ধানের দোদুল্যমান গাছ।

১২) (ক) তাখুক নইরগ, লামা সেগলাই ।

(খ) দুই ভাই পথ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে ।

(গ) মানুষের দুই পা ।

১৩) (ক) তান খেলে থুইয়া ,

তান খেলাই থুইনাই ।

(খ) কাটলে মরে না,

না কাটলে মরে ।

(গ) সদ্যোজাত শিশুর নাভি ।

১৪) (ক) তুই বিচিং বিচিং, আবিসা মুথু ।

(খ) জলের ভেতরে শিশুকে ঘুম পাড়ায়।

(গ) মাছ ধরার ফাঁদ ।

১৫) (ক) তংখাইন পুইসা উংগ ।

(খ) ছুলেই পয়সায় পরিণত হয়।

(গ) কেড়া ।

১৬) (ক) তাখুকনই ফান সলাই ।

(খ) দুইভাই কুস্তি লড়ে ।

(গ) দোচালা ঘরের চাল ।

১৭) (ক) তাখুক চিনিরগ দগাখাওতাই বুলাই ।

(খ) দুয়ার বন্ধ করে সাতভাই নিজের মধ্যেই মারামারি করে ।

(গ) খই ভাজা।

১৮) (ক) তুই রুকং রুকং হামচাং চাকছা ।

(খ) নদীর তীরে আগুন জলে ।

(গ) জোনাকি পোকা ।

১৯) (ক) দন দস্ত লগর-অ বাগড়-অ, জন-অ দস্ত খর্প ।

(খ) খুলে নাড়ালে শব্দ হয়, বন্ধ করলে শক্ত হয়ে এটে যায়।

(গ) তালা ।

২০) (ক) নক বুরুং বুরুং ফকিসা মসা ।

(খ) প্রতি ঘরে ফকির নাচে ।

(গ) ঘরের চালে দোদুল্যমান ঝুল ।

২১) (ক) নগনি বেরে নক বুসা ।

(খ) ঘরের ভেতরেই ছোট ঘর ।

(গ) মশারী ।

২২) (ক) নখা গুরুম, ওয়াতই ওয়াইয়া ।

(খ) মেঘ ডাকে, অথচ বৃষ্টি হয় না।

(গ) হুকো ।

২৩) (ক) নাইচা নুকছাও , তাংছা ইয়াসুক ইয়া ।

(খ) দেখা যায়, কিন্তু ধরা ছোঁয়া যায় না।

(গ) আকাশ।

২৪) (ক) নখা সাকাও কুথই বির-অ ।

(খ) আকাশে মরা পাখী উড়ে ।

(গ) উড্ডয়মান ঘুড়ি ।

২৫) (ক) পুমালে হিম-ইয়া ,
দাড়িচে হিমু ।

(ক) ছাগল হাঁটে না, দড়ি হাঁটে ।

(গ) কুমড়ো ও কুমড়োর লতা ।

২৬)　(ক)　বুমা কা বর রগ,

বুসা ত বর রগ ।

(খ)　মা যতই কাঁদে ,

সন্তান ততই বলে ।

২৭)　(ক)　বুফাং ফাংখা ,

বুথাই থাইসা ,

বুচলই লেখাই পাইয়া ।

(খ)　গাছ তিনটি ,

খোলস একটি

বীচি অগণিত ।

(গ)　উনুন, ডেকচি ও ভাত ।

২৮)　(ক)　বার কর্ম, বার নাই ,

আছুক পেথা, আচুকনাই ।

(খ)　হলুদ রং-এর ফুল ,

পদ্মাসনে বসে আছে , পিড়ি নাই ।

(গ)　কুমড়ো ফুল ও কুমড়ো ।

২৯)　(ক)　বুরইমা মাসামছাওঅ ।

তাই ছয় কুড়ি ছয় জন মছাওঅ ।

(খ)　এক মহিলা মাচায় ,

নাচে ছয় কুড়ি ছয় জন ।

(গ)　কুলোয় তুলে ধান ঝাড়া।

৩০)　(ক)　বুখাই আই মিলিক, বুলাই লাই মিলিক

চাখাইলে খুয়িক মুয়িক ।

(খ)　ফলগুলো সুন্দর, পাতাগুলো চিকন ,

খেলে মুখ আঁকা বাঁকা হয় ।

(গ)　লঙ্কা ।

৩১)　(ক)　বুফাং হাংসা বুলাই লাইসা ।

(খ)　গাছও একটা

পাতাও একটা ।

(গ) হাত পাখা ।

৩২) (ক) বাগ খুংসা খুস খুলবাইয়া ।

(খ) একটি বাগানে ফুল তুলে শেষ করা যায় না ।

(গ) নক্ষত্র খচিত আকাশ ।

৩৩) (ক) মাইতাং ভাংসা নক কুফলং

(খ) একছড়া ধানে ঘর ভরে যায় ।

(গ) জ্বালানো বাতি ।

৩৪) (ক) মাইয়ুংয়াপাই তুই বাথাগিয়া

(খ) হাতীর পায়ের ছাপমারা
যায়গায় জল জমে না ।

(গ) কচুপাতা ।

৩৫) (ক) মাইয়ং কুফুর সাগ তুইসগিয়া খগই লতাসা পুংগিয়া।

(খ) যে জলে সাদা হাতি ডুবে যায় সে জলে একঘটি জলও ভরে না।

(গ) ঘন কুয়াশা ।

৩৬) (ক) রাজানি গাই ফাকিসা বাখে
হাকেন তুঐ অংগ।

(খ) রাজার গাই একবার মাত্র
প্রসব করে মারা যায়।

(গ) কলা গাছ ।

৩৭) (ক) রাজানি লাথা তাংগই মাইয়া ।

(খ) রাজার লাঠি ধরা কষ্টকর ।

(গ) সাপ ।

৩৮) (ক) রাজানি কিচিপ তাংগই মাইয়া ।

(খ) রাজার পাখা ধরা যায় না।

(গ) ভীমরুলের বাসা।

৩৯) (ক) রাজানি পাকড়ী সরচিনি সরই সবাই লাংলিয়া ।

(খ) রাজার পাগড়ি ভাজ করতে করতে শেষ করা যায় না।

(গ) দীর্ঘ পথ।

৪০) (ক) দা কুরই নকতাং

(খ) দা ছাড়াই ঘর বানায়।

(গ) মাকড়সার জাল

৪১) (ক) বুমা অংখা খমখম
বুমা অংখা বাথেরেং থোরং ।

(খ) মা বসে আছে, ছেলে নাচছে ।

(গ) ধান ভাঙ্গার হামামদিস্তা ।

৪২) (ক) মুসই রাংচাক খার রুরুক ,
তখা কছম বারু রুক ।

(খ) সোনার হরিণ যতই পালায়
পেছনে কাল কাক ততই বসে।

(গ) জুমের টিলায় আগুনের লাল ,
শিখা এবং পরে রাশি রাশি কাল ছাই ।

৪৩) (ক) একশ জন্য, পুদরি লাপসা ।

(খ) একশ জনের পরণে মাত্র একখানা নেংটি।

৪৪) (ক) কেং কুরুই ওয়া বাল ।

(খ) হাড় বা মেরুদন্ডহীন ব্যক্তি বাঁশ বহন করে ।

(গ) নদীপথে বাঁশ পরিবহন।

৪৫) (ক) খকইয়া তুই মতাই ।

(খ) দেবকাজে জল তুলতে হয় না।

(গ) ডাবের জল।

৪৬) (ক) খুম হর কিও গিয়া, সাল কিও গো ।

(খ) যে ফুল রাতে ফুটেনা, দিনে ফুটে ।

(গ) ছাতি ।

৪৭) (ক) খাকলু কুফুর ওয়াক চাইয়া ।

(খ) যে সাদা কুমড়ো খাওয়া যায় না ।

(গ) এলুমিনিয়ামের তৈরী ঘটি ।

৪৮) (ক) থিতাই রুখে বাইও , সেবই রুখে বাইয়া ।

(খ) আছাড় দিলে ভাঙ্গে, টিপলে ভাঙ্গে না।

(গ) ডিম ।

৪৯) (ক) গ্রোব বাচাঅ, গ্রোব আচুগ, গোমতী কবরমা।

(খ) একবার বসে, একবার উঠে গোমতী পাগলী।

(গ) ঢেঁকী।

৫০) (ক) চিকন চিকন পাতা, দুর্গাছরি গোতা।
রাজা চাইয়া, পাশা চাইয়া, মতাইবগনি বা-তা।

(খ) চিকন চিকন পাতা ছোট ছোট বীজ,
রাজারা খান না, প্রজারাও খায় না,
দেবতারাই পছন্দ করেন।

(গ) সিদ্ধি বা ভাং গাছ।

৫১) (ক) চিলিলুপ্ম, দুংসা কচা, খিতিং কলসা।

(খ) হঠাৎ ওঠে, হঠাৎ নামে।

(গ) কাপড় সেলাই করার সুতো।

৫২) (ক) ছারই রুখাই কানিসা,
থুমই রুখাই মচমসা।

(খ) ছড়িয়ে দিলে এক কানি জায়গা জুড়ে,
গুছিয়ে নিলো একমুঠোতে আঁটে।

(গ) ছিটা জাল বা কনই জাল।

৫৩) (ক) তুই বিছিং বিছিং কলক ব কিতিং।

(খ) জলের ভেতরে লম্বা ও গোলাকার উভয়ই আছে।

(গ) শামুক, পেড়ী, ঝিনুক ইত্যাদি।

৫৪) (ক) থাং রিং রিং, ফাইলে তুতুং।

(খ) যায় জোরে, ফেরে ধীরে।

(গ) মলত্যাগের বেগ খুব জোরে চাপলে যা হয়।

৫৫) (ক) নক বুরুং বুরং পুঞ্জয়া দুতই।

(খ) প্রতি ঘরে ছাগলের মুত।

(গ) কেরোসিন।

৫৬) (ক) নক বুরুং বুরুং চেচুরি বথপ।

(খ) প্রতি ঘরে বাবুরই বাসা।

(গ) মাকড়সার জাল।

৫৭) (ক) নখানি খুল নুহরি, তংব রমহরি মাইয়া,
কবং সুপতগিয়া।

(খ) আকাশে উড়ন্ত তুলো দেখা, কিন্তু ধরাও যায় না,
বালিশে ভরাও চলে না।

(গ) সাদা মেঘ ।

৫৮) (ক) বরক মাসা ওংকলক বহক ।

(খ) একজন লোকের পিঠের দিকে পেট ।

(গ) পায়ের মাংসল পেশী (থোর) ।

৫৯) (ক) বলং খসিকসা, মুসইছক কুপুলং ।

(খ) অগভীর বন, অথচ অসংখ্য কালেশ্বর হরিণ ।

(গ) মাথার উকুন ।

৬০) (ক) বাবুনি জেবঅ বাক্স থাইসা, কাঠ রাস ,
কড়াই মাসা, বরক খরক নই ।

(খ) বাবার জেবে একটি পেটরী, তাতে শ'খানেক কাঠ,
একটি ঘোড়া ও দু'জন ব্যক্তি ।

(গ) ঘোড়ামার্কা দেশলাই ।

৬১) (ক) বুমা বারু রুক, মতাই চারু রুক ।

(খ) মা সন্তান প্রসব করতেই দেবতা খেয়ে ফেলে ।

(গ) হাঁস বা মোরগীর ডিম ।

৬২) (ক) বুমা অরঅ তং, বসা ওরঅ থাং ।

(খ) মা এখানে থাকে, সন্তান বহুদূরে যায়।

(গ) তীর ধনুক ।

৬৩) (ক) বুমা খম্ খম্ বসা বাথেরেং তেরেং ।

(খ) মা বসে আছেন, শিশু নাচচে।

(গ) হামাম দিস্তা ।

৬৪) (ক) বকরক জনতা, থিকরক লাথা।

(খ) মাথায় জটা, গুহ্যদ্বারে লাঠি।

(গ) আনারস ।

৬৫) (ক) বুরই মাসা নখলা রফাইকে কলি কাইলাক ।

(খ) কোন মহিলাকে উঠোনে আনলে নাচতে থাকে ?

(গ) বাঁশের পোকা ।

৬৬) (ক) মানুইম মংছা বেকেরেং কুরই ।

(খ) হাড়বিহীন জন্তু ।

(গ) জোঁক ।

৬৭) (ক) দা কুরই তকতাং ।

(খ) দা ছাড়াই ঘর তৈরী করা ।

(গ) মাকড়সার জাল পাতানো ।

৬৮) (ক) রাজানি খেন্তা । রিজাই লামনি লামই রাঙ্গিয়া ।

(খ) রাজার বিছানা রোদে দিলেও শুকায় না ।

(গ) জিহ্বা ।

৬৯) (ক) রাজানি পুকুরি ফন কালাই মাইয়া ।

(খ) রাজার পুকুরে আবর্জনা থাকতে পারে না ।

(গ) চোখ ।

৭০) (ক) সতনখাই বাড়াঅ ।

(খ) টানলে কমে ।

(গ) বিড়ি বা সিগারেট ।

৭১) (ক) সমুদ্র ওয়াকসা ।

(খ) সমুদ্রে একখানা বাঁশ ।

(গ) নৌকার

৭২) (ক) সারই রুখা কাইল্যা জিরা ,
থাইকা কামরাঙ্গা

(খ) ছিটিয়ে কালজিরা, হয়েছে কামরাঙ্গা ।

(গ) তিল ।

৭৩) (ক) সাকা কসম, বিচিংন কুফর ।

(খ) দেহের বহিরাংশ কালো, ভেতর সাদা ।

(গ) ভাতের পাতিল ।

৭৪) (ক) সাকাঅ রুকফাই, বিচিং রাংচাক ।

(খ) বাইরে রূপো, ভেতরে সোনা ।

(গ) ডিম ।

৭৫) (ক) সেবই রুখে বাইও , খিতাই রুখে বাইয়া ।

(খ) টিপলে ভাঙ্গে, আছাড় মারলে ভাঙ্গে না।

(গ) ভাত ।

৭৬) (ক) ইয়াক কুরই, কাংখুই কুরই ।
দেশ বেড়াই চানাই ।

(খ) হাত নেই, পা নেই, অথচ দেশময় চড়ে বেড়ায় ।

(গ) চিঠি ।

আদিবাসী ত্রিপুরার লোককথা

প্রতি জাতির মধ্যেই কথা সাহিত্যের দুইটি ধারা— একটি মৌখিক এবং আরেকটি লিখিত, লিখিত ধারাটির উদ্ভব হওয়ার আগে কেবলমাত্র মৌখিক ধারাটির অস্তিত্ব ছিল , ক্রমে সমাজে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ধারাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার ফলে মৌখিক ধারাটির প্রাণশক্তি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে ঠিকই কিন্তু একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়নি। বস্তুতপক্ষে প্রতিটি দেশের লিখিত কথা সাহিত্যের অন্তঃস্থলে জাতির মৌখিক সাহিত্য ধারার গৌণ প্রভাব রয়েছে।

ত্রিপুরার আদিবাসী কথা সাহিত্যে লিখিত ধারার চেয়ে মৌখিক ধারাটির প্রাধান্যই আমাদের বেশী চোখে পড়ে। বস্তুতপক্ষে ত্রিপুরার লোকসাহিত্যে প্রধান অঙ্গই হল এই লোককথা। মৌখিক কথা সাহিত্যের মধ্যে ত্রিপুরার আদিবাসী জনসমাজে বর্তমানে যা প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে উপকথা, রূপকথা ইত্যাদি প্রধান। সম্প্রতি আদিবাসী কথা সাহিত্যের লিখিত ধারাটির বিকাশের ফলে এইসব লোককথার মুদ্রিত রূপ প্রকাশিত হলেও মৌখিক ধারাটির প্রাধান্য এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে। এইসব লোককথা পল্লী অঞ্চলে কিংবা পাহাড়ী জনপদে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে নিরক্ষর সমাজের কথা সাহিত্যের রসপিপাসা চরিতার্থ করে আসছে। এইসব লোককথার শুরু যে শিশু মনের কৌতুহল দূর করে তা নয়, পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদেরও উপভোগের বিষয়বস্তু। কারণ অন্যান্য দেশের রূপকথার মত ত্রিপুরার নিজস্ব রূপকথার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম এবং উপকথার লক্ষ্য জীবন ও সমাজ দর্শন। এইসব রূপকথা বা উপকথার উপরিস্তরে লঘু কল্পনা বা হাস্যরসের আবরণ আছে ঠিকেই, কিন্তু এই আবরণকে ভেদ করে এইসব লোককথার আর যে একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে হয় সেখানে শিশুর দৃষ্টি কিংবা অনুভূতি গিয়ে পৌঁছতে পারে না। তা কেবলমাত্র পরিণত বয়স্কদেরই দৃষ্টিগোচর হতে পারে।

অন্যান্য দেশ বা জাতির লোককথাতে যেসব বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ ও উদ্দেশ্য চোখে পড়ে, ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথাতে সেইসব বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য দেশ বা জাতির লোককথার মত ত্রিপুরার লোককথার একটি প্রধান বিশেষত্ব হল এই যে, এর এমন একটি প্রাণশক্তি আছে যা সহজেই বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে। অন্যান্য দেশের লোককথার বিষয়বস্তুর মধ্যে যেমন সর্বজনীনতা রয়েছে ঠিক তেমনি ত্রিপুরার লোককথার মধ্যেও এমন এক সর্বজনীন আবেদন রয়েছে, যা অতি সহজেই সকল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হতে পারে।

অন্যান্য দেশের লোককথার মত ত্রিপুরার লোককথার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সব ধরণের বাহুল্য এবং জটিলতার পরিহার। কোন জটিল কাহিনী কিংবা জটিল বর্ণনা এইসব লোককথাকে

ভারাক্রান্ত করে না। নির্মল নদীর স্রোতের মত একটি স্বচ্ছ ধারা স্বচ্ছন্দ গতিতে বয়ে চলেছে এইসব আদিবাসীর রূপকথা বা উপকথার মধ্য দিয়ে। এইসব লোককথার মধ্যে কোন বিশেষ নীতি বা ধর্মীয় আদর্শ বা তত্ত্ব প্রচারের প্রবণতা দেখা যায় না। তবে নীতিমূলক কথা যে নেই তা নয়, কিন্তু তা কোন বিশেষ ধর্মীয় বা সামাজিক নীতি হয়, এই নীতি ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ মানবিক নীতি ও চরিত্রমাত্র।

ত্রিপুরার পাহাড়ে জঙ্গলে পল্লী অঞ্চলে, নিরক্ষর খেটে খাওয়া মানুষের মুখে মুখে স্মরণাতীত কাল ধরে যে লোক সাহিত্যের ভান্ডার গড়ে উঠছে তার অন্যতম বিষয়বস্তুই হল এই লোককথা। ত্রিপুরার নিজস্ব পারিপার্শ্বিক বনজঙ্গল, নদনদী, জুমিয়া আদিবাসী সমাজের জীবন থেকে নেয়া এইসব লোককথার মধ্যে এমন একটি সার্বজনীন আবেদন রয়েছে যা সহজেই দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হতে পারে। যেহেতু লোক চরিত্রের মৌলিক বিষয়ই এইসব লোককথার প্রধান অবলম্বন তাই যেকোন সমাজে, যেকোন দেশে, এইসব লোককথার প্রচার যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন সমাজের সংস্কৃতি ও জীবনধারা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ত্রিপুরার আদিবাসী লোক সাহিত্যের ভান্ডারও সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

লোককথার শ্রেণীবিভাগ

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুসরণে ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথা বা লোকগাঁথাগুলিকে নিচের ১২টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) অলৌকিক জন্মকথা (২) ঐন্দ্রজালিক বিষয় (৩) ভূত-প্রেতের কথা (৪) দৈব কথা (৫) নিষ্ঠুরতার কথা (৬) নির্বুদ্ধিতার কথা (৭) চতুরতার কথা (৮) লোভীর কথা (৯) ছোট বউয়ের কথা (১০) ভাই-ভগিনীর কথা (১১) বন্ধুত্বের কথা (১২) বিবিধ কথা।

ছাতিম গাছ

(ত্রিপুরী লোককথা)

শ্রেণী ঃ ভাই ও ভগিনীর কথা

চিরহরিৎ বন আর বৃক্ষ ঘেরা পার্বত্য ত্রিপুরার গভীর অরণ্যে একটি হতভাগ্য জুমিয়া পরিবার বাস করত।

একদিন এক হতভাগ্য পরিবারের দু'জন কর্মী নিজেদের ক্ষেতে গেল কাজ করতে। কর্মী দু'জন হল, ভাই-বোন। উঠতি বয়সের যুবক-যুবতী। দিনের শেষে গোধুলী বেলায় অনাবৃত দেহে নদীতে স্থান করছিল দু'জনে। এই সুযোগে ভাইয়ের মনে জেগে উঠল আদিম প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য সে গোঁ ধরল। পরদিন যুবক ঠাকুমাকে ডেকে গোপনে বলল, সে তার বোনকে বিয়ে করতে চায়।

কিন্তু এটা তো দেশাচার বিরুদ্ধ। তাকে নানাভাবে নিরস্ত করতে চেষ্টা করা হল। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অচল, অটল। এমন অসামাজিক ইচ্ছাটি যথাসম্ভব গোপন রাখা ছিল। মাত্র কয়েকজন জানত। ভবিষ্যতে যুবকের মত পরিবর্তন হতে পারে — এ কথা ভেবে তারা আপাততঃ রাজা হল এবং বলল, আগামী আশ্বিন কার্তিক মাসে বিয়ের আয়োজন করা হবে। এখন যেন সে মন দিয়ে কাজ করে, খায়-দায়, চলাফেরা করে। এতে সন্তুষ্ট যুবক স্বাভাবিক আচরণ করতে থাকল।

কয়েক মাস পরেই জুমের ধান এল। বৃদ্ধা ঠাকুমা দাওয়ায় বসে ধান শুকাতে দিল। নাতি তখন জুম ক্ষেতে। নাতনী ঘরে গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় একটি হৃষ্টপুষ্ট মোরগ বারবার ধান খেয়ে ফেলছিল। বিরক্ত হয়ে বৃদ্ধা বলল, শয়তান মোরগ আর কত জ্বালাতন করবি। আমার নাতির সঙ্গে নাতনীর যেদিন বিয়ে হবে সেদিন তোকে কাটা হবে ।

পিছনে, অনতিদূরে ছিল নাতনী। ঠাকুমার মুখে একথা শুনে তার পায়ের রক্ত মাথায় উঠল।

যুবতী ভাবল .... ধরণী দ্বিধা হও । এ অপমানের চেয়ে মরণ ভাল। এই ভেবে যুবতী ছুটতে - ছুটতে অদূরবর্তী এক ছাতিম গাছে গিয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সেখানে বহু লোক সমবেত হল। সকলেই তাকে নেমে আসার জন্য অনুরোধ করল। আর যুবককে ধিক্কার দিতে লাগল। বোন বলল, এমন অসৎ ভাইকে বলি দিলে তবেই সে নেমে আসবে। অবশেষে

তাই করা হল। নিহত ভাই রক্তচোষা কাঁকলাসে রূপান্তরিত হল বোনকে ধরার জন্য গাছে চড়তে লাগল। বোনের কাতর আবেদনে দয়ালু গাছ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল। বোন গাছের সাহায্যে স্বর্গে উঠে গেল। আর যাবার সময় গাছের মাথা ভেঙ্গে দিল। তাই ছাতিম গাছের মাথা আজও ভাঙ্গা। ভাই তার পিছু ধাওয়া করতে পারল না। অতৃপ্ত কাঁকলাস আজও তাই মানুষ দেখলে রাগে লাল হয়ে যায়। এদিকে স্বর্গবাসিনী বোন মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায়। তাই বিদ্যুৎ চমক আর কিছুই না, যুবতীরই কাপড় বদলানোর দৃশ্য। আর ঠিক তখনই কামোন্মাদ যুবক তীর ছুঁড়ে মারে। আর মেঘ গর্জন হল আসলে সেই শরাহতা যুবতীর করুণ আর্তনাদ এবং বৃষ্টি হল তার অশ্রু ।

অভিপ্রায় ঃ নিষিদ্ধ প্রেম ।

দ্বিগ্বিজয়ী বীর

(ত্রিপুরী লোককথা)

শ্রেণী ঃ বন্ধুত্বের কথা

এক দেশে বীর পুরুষ বাস করত। শক্তিতে ও সাহসে তাঁর সমকক্ষ সেদেশে আর কেউ ছিল না। তার নাম বিচুকা। বিচুকার বীরত্বের কাহিনী সবসময় সারা দেশের লোকের মুখে মুখে আলোচনা হত। বিচুকা একদিন ঘোষণা করলে যে সে দিগ্বিজয়ে বের হবে। দেশের যে যেখানে আছে সে, তার শক্তির পরীক্ষা করতে পারে। বিচুকার সাথে লড়াই করে এমন শক্তি খুব কম লোকেরই আছে। তবুও এখানে সেখানে দু'একজন উঠতি যুবক প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিচুকা একদিন দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। পথে যেতে যেতে এক শক্তিধর যুবকের সাথে সাক্ষাৎ হল তার। সে অস্বাভাবিক ওজন বইতে পারে। তার কাঁধে ছিল একটি মজবুত বাঁক যার দু'প্রান্তে দু'টো গ্রামকে ঝুলিয়ে সে বহন করছিল বিচুকা দেখে তো অবাক। বিচুকা বলল, কি ভাই, কি করছ ? যুবক বলল শুনেছি এ দেশের শ্রেষ্ঠ বীর বিচুকা দিগ্বিজয়ে আসবে। তার সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য একটু কসরৎ করছি। তখন বিচুকা বলল, আমিই সেই ব্যক্তি। তাহলে এক হাত হয়ে যাক। শর্ত হল পরাজিত ব্যক্তিকে বিজয়ীর ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে। এ শর্তে উভয়েই রাজী হল। শুরু হল মল্লযুদ্ধ। কেউ কারও থেকে কম নয়। অবশেষে বিচুকার জয় হল।

শর্তানুযায়ী বিজিত ব্যক্তি বিজয়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা হল এমন এক যুবকের সঙ্গে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিঁপড়ে বা পোকামাকড় দিয়ে বিরাট কিছু নির্মাণ করতে পারে। যুবকের এ গুণকে প্রশংসা করল বিচুকা। যুবক বলল, এ দেশের পরিব্রাজক বীর বিচুকাকে দেখে নেবার উদ্দেশ্যে আমি হাত পাকাচ্ছি। বিচুকা বলল, আমিই সেই বিচুকা। যুবকের বিশ্বাস হল না। বিচুকা বলল, হাত থাকতে মুখে তর্ক করে কি লাভ। বাহু বলই বলে দেবে। তবে একটি কথা, যে পরাজিত হবে, সে বিজয়ীর চাকর হবে। রাজী হল উভয়ে। তুমুল মল্লযুদ্ধ শুরু হল। শেষপর্যন্ত বিচুকার জয় হল।

তিন যুবক অজানা উদ্দেশ্যে আরও এগুতে থাকল। এবার আরেক বীরের সঙ্গে দেখা হল। এ বীরের হাতের সামান্য স্পর্শে প্রকান্ড গাছ উপড়ে গিয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তার শক্তির তারিফ করল বিচুকা। বীর বলল, আমি বিচুকা নামে এক বীরের কথা শুনেছি সে কেমন বীর দেখে নেব। এজন্য একটু শরীর চর্চা করছি। বিচুকা নিজের পরিচয় দিল এবং তাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করল। এবারও শর্ত সেই একই — পরাজিত বিজয়ীর চাকর হবে। যুদ্ধে বিচুকা প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করল । পরাজিত যুবক বিচুকার বশ্যতা স্বীকার

করল।

চার যুবক মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত পিছনে ফেলে কেবলই হাঁটছিল। শেষে এমন এক যুবকের সঙ্গে দেখা যার তৃষ্ণায় সমুদ্র শুকায়। এবারেও বিচুকা নিজ পরিচয় দিয়ে শক্তি পরীক্ষার জন্য তাকে আহ্বান করল । পূর্বাপর শর্ত ঠিক রেখে দুই বীর সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হল। বলা বাহুল্য, এবারও বিচুকার জয় হল ।

ক্রমে বিজয়ী ও বিজিতের ব্যবধান ঘুচে গেল। ওরা এখন বন্ধু। পাঁচ বন্ধু মনের আনন্দে গান গেয়ে, গল্প করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোথাও তাদের হারিয়ে যাবার নেই মানা। একদিন পথহারা পাঁচ পথচারী শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে এক নদীর তীরে বসে বিশ্রাম করছিল। সে নদীতে অসংখ্য মাছ দেখে তারা লোভ সামলাতে পারল না। অনেক মাছ ধরল। কিন্তু রান্না করে কি দিয়ে হাড়ি কড়াই কিছুই নেই, নেই আগুন, উনান কাঠ।

যে নদীতে তারা মাছ ধরছিল সে নদীরই ছিল এক উঁচু পাহাড়। পাহাড়ে অনেক গাছপালা, পশুপাখির বাস। কিন্তু কাছে পিঠে কোথাও কোন মানুষের ঘরবাড়ি ছিল না। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক তাকানোর পর তারা পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোট কুটির দেখতে গেল। সেখানে থেকে আগুন ও হাঁড়ি সংগ্রহ করে আনার জন্য পঞ্চম বন্ধুকে পাঠানো হল। সে পর্বতে আরোহন করে কুটিরে উপস্থিত হল। সে গিয়ে দেখে ঘরে এক বৃদ্ধা মহিলা মাটির হাঁড়ি বাসন তৈরী করছে। আগুন ও হাঁড়ি চাইলে, মহিলা তাকে কাছে ডাকল। সে কাছে যেতেই যাদুবলে তাকে একটি হাঁড়িতে বন্দী করে চাপা দিয়ে ফেলল। এ মহিলা আসলে মানবী নয়, পরী। পথভ্রান্ত বহু পথিককে এভাবে সে আটকে রেখেছে। সে যখন তখন নিজের রূপ পাল্টাতে পারে। কখনও রূপসী যুবতী সেজে সে মায়াজালে সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবকদের আবদ্ধ করে।

পঞ্চম বন্ধুর আসতে দেরী হচ্ছিল, তাই চতুর্থ বন্ধুকে পাঠানো হল। চতুর্থ বন্ধুও বন্দী হল। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তৃতীয় ও দ্বিতীয় বন্ধু গিয়েও একই দশা প্রাপ্ত হল। প্রথম বন্ধু বিচুকার মনে সন্দেহ হল। ভাবল, নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। ওই মহিলা বিচুকাকেও একই সুরে হাতছানি দিল। তারপর দু'জনে কাছাকাছি হতেই বিচুকা প্রচন্ড জোরে পরীকে আঘাত করল। তখন ধরাশায়িনী পরী ক্ষমা ভিক্ষা করল এবং চার বন্ধুকে মুক্ত করে দিতে রাজি হল। বন থেকে এক ধরণের পাতা এনে বন্দীদের শরীরের লাগিয়ে দিল সে। তৎক্ষণাৎ তাদের দেহ মন আগের মত হয়ে গেল। মুক্ত বন্ধুরা হাঁড়ি ও আগুন নিয়ে নদীর তীরে এসে মনের সুখে রান্না করে ক্ষুধা নিবারণ করল।

পাঁচ বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে এবার এক বিশাল হ্রদের ধারে এসে পৌঁছল। সে হ্রদের মধ্যিখানে সাতটা শয়তান বাস করত। তাদের অত্যাচারে আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জনমানবশূন্য হয়ে গেছে। পাঁচ বন্ধু ভাবল, আমাদের মত পঞ্চ বীর থাকতে দেশবাসী অত্যাচারিত হবে, তা কি করে হয়। ঠিক হল শয়তানদের বধ করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পঞ্চম বন্ধু প্রথম এগিয়ে

গেল। হ্রদের মাঝখানে পৌঁছতেই শয়তানরা পঞ্চম বন্ধুকে মেরে ফেলল। এভাবে চতুর্থ, তৃতীয় ও দ্বিতীয় বন্ধু ক্রমান্বয়ে গেল এবং নিহত হল। প্রথম বন্ধুর হাতে থাকত তার নিত্যসঙ্গী হিসাবে একটি লোহার দন্ড। এছাড়া পরীর কাছ থেকে সে একটি মৃতসঞ্জীবনী পাতা পেয়েছিল। এ দু'টি বস্তু সঙ্গে নিয়ে প্রথম বন্ধু সাঁতার দিল। তারপর হ্রদের মাঝখানে পৌঁছতেই শয়তানদের দমাদম পিটতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে চলল মারপিট। হ্রদে সমুদ্র মন্থনের মত ব্যাপার ঘটে গেল। শেষপর্যন্ত সাত শয়তান নিহত হল। আর বিচুকা মৃতসঞ্জীবনী পাতার সাহায্যে চার বন্ধুকে বাঁচিয়ে তুলল।

পাঁচ বন্ধু দমে যাবার পাত্র নয়। ভরা যৌবনের উদ্দম উচ্ছ্বাসে তারা দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চলতে থাকল। চলতে চলতে পথিমধ্যে এক অতি প্রাচীন গাছ দেখতে পেল। সে গাছ ছিল ভূত প্রেতদের আস্তানা। তাদের অত্যাচারে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। এ অত্যাচারের প্রতিকার করতে বদ্ধপরিকর হয়ে পাঁচ বন্ধু গাছটিকে কেটে, ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। ভূতরা পালাল।

দিনের পর দিন হাঁটতে হাঁটতে পাঁচ বন্ধু এবার লোকালয়ে এসে হাজির। রাত হয়েছে। তারা এক পাড়াতে আশ্রয় নিল। সে পাড়ার এক গৃহস্থ খুব কান্নাকাটি করছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এক বিরাট বন্য ভালুক রোজ একটি করে মানুষ খায়। সেদিন ঐ পরিবারের পালা। সে পরিবারের এক পরমাসুন্দরী যুবতী সেদিন ভালুকের আহার হিসেবে নির্বাচিত। আতঙ্কগ্রস্ত পরিবারের সান্তনা দিয়ে পাঁচ বন্ধু ওত পেতে বসে রইল। যথাসময়ে ভালুক এসে আহার চাইল। সঙ্গে সঙ্গে বিচুকা প্রতিবাদ করল। ভালুক ও বিচুকার মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। শেষে লৌহদন্ডের আঘাতে ভালুক নিহত হল। তখন সে পাড়ার লোকজন মহা আনন্দে নাচতে লাগল এবং পাঁচ বন্ধুকে সমাদরে বহু সুস্বাদু বস্তু খেতে দিল।

এ খবর আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। পাশের গ্রামে এমনিভাবে অত্যাচার করত একটি বাঘ। গ্রামবাসীদের অনুরোধে পাঁচ বন্ধু একদিন সেই কুখ্যাত বাঘকে হত্যা করল।

নিকটবর্তী আরেকটি পাড়ার লোকেরাও এভাবে দিনের পর দিন পালাক্রমে একটি করে মানুষ একটি হাতীকে দিয়ে আসছিল। এ বিপদ থেকে রক্ষা করার কোন উপায় এ যাবৎ তারা পায়নি। পাঁচ বন্ধুর প্রবল পরাক্রম ও পরোপকারের কথা শুনে তারা ছুটে এল। অসহায় গ্রামবাসীদের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে পাঁচ বন্ধু মিলে অত্যাচারী মাতঙ্গকে বধ করল।

বিপদমুক্ত এলাকাবাসীর কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের প্রকাশ হিসাবে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করল। মাছ, মাংস, মদ খাওয়া হল প্রচুর। নাচ গান হল। এলাকার পাঁচটি বাছাই করা সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে পাঁচ বন্ধুর বিয়ে দেওয়া হল। দিগ্বিজয়ী বিচুকার পরামর্শে পাঁচ বন্ধু সস্ত্রীক সানন্দে যে যার বাড়ি ফিরে সুখে ঘর সংসার করতে লাগল।

অভিপ্রায় ঃ বীরত্ব, সহানুভূতি

কূটনৈতিক যুদ্ধ

(মগ লোককথা)

শ্রেণী ঃ চতুরতার কথা

অতি প্রাচীনকালে একটি ছোট মঘ রাজ্য ছিল। মঘরাজার নাম ছিল উইদিহ্ রায়। রাজার চারজন মন্ত্রী। তার মধ্যে কনিষ্ঠ মন্ত্রী ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী বুদ্ধিমান। কনিষ্ঠ মন্ত্রীর নাম হল মহন্ত সুখিমি।

ছোট রাজ্যের পাশে বেশ বড় এক রাজ্য ছিল। সে দেশের নৃপতির নাম হল মহারাজ চুলানিব্রাইমদাই। সেই মহারাজ পাশের ছোট-ছোট রাজ্য থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কর আদায় করত। যথাসময়ে কর না দিলে নানাভাবে অত্যাচার করত। এতে অসন্তুষ্ট হলেও ছোট রাজ্যগুলো সমবেতভাবে কিছু প্রতিকার করতে ব্যর্থ হত।

মহারাজ উইদিই রায় একদিন রাজসভায় এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। বিভিন্ন মন্ত্রী বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করল। কনিষ্ঠ মন্ত্রী বলল, মহারাজ, কর দেওয়া বন্ধ করা হোক। এতে বয়ঃজ্যেষ্ঠ মন্ত্রীরা আপত্তি করল। তারা এ ঝুঁকি নিতে নারাজ। কনিষ্ঠ মন্ত্রী বলল, এর জন্য যেকোন বিপদ আসুক আমি সামলাব।

কর না পেয়ে মহারাজ চুলানিব্রাইমদাই মঘরাজ্য আক্রমণ করতে উদ্যোগ আয়োজন করলেন। মঘরাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সকলেই কনিষ্ঠ মন্ত্রীকে আসন্ন বিপদের জন্য দায়ী করল। কনিষ্ঠ মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মহারাজ চুলানিব্রাইমদাই-এর রাজ দরবারে দূত পাঠানো হল। দূত বলল, আমাদের রাজা কেন কর দেওয়া বন্ধ করল তা আলোচনার জন্য দুই দেশের মন্ত্রীর সাক্ষাৎ ও তর্ক দরকার। সেই তর্কযুদ্ধে তথা ধর্মযুদ্ধে পরাস্ত হলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। কোন এক বিরাট ময়দানে রণক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। রণক্ষেত্রের দুই প্রান্তে উভয়পক্ষের সৈন্য থাকবে। রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দুই মন্ত্রী তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তর্কযুদ্ধ অমীমাংসিত থাকলে দুই পক্ষের সৈন্যরা ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

মঘদূতের প্রস্তাবে মহারাজ চুলানিব্রাইমদাই রাজী হল। নির্দিষ্ট দিনে রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষ মুখোমুখি। মঘরাজের পক্ষে গেলেন বিচক্ষণ কনিষ্ঠ মন্ত্রী মহন্ত সুখিমি। মহারাজের পক্ষে গেলেন মন্ত্রী কিওয়াইপোনা। সেদিন সে রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের রূপ ধারণ করল। বিস্তীর্ণ ময়দানের প্রান্তে এ দৃশ্য দেখার জন্য বহু লোক সমাগম হল।

ধীর পদক্ষেপে দুই মন্ত্রী ক্রমেই মাঠের মধ্যস্থলে অভিমুখে এগুতে লাগল। অহঙ্কারী কিওয়াইপোনা রাজকীয় কায়দায় রাসভারি তালে এগুতে থাকল। অপরপক্ষে মহন্ত সুখিমি খুব সাধারণ ও দীনভাবে অগ্রসর হল। উভয়ে যখন একেবারে সামনা সামনি এল তখন মহন্ত সুখিমি প্রতিপক্ষকে সাদর সম্ভাষণ ও অভিবাদন জানাল। সুখিমির বিনয়ের অন্তরালের কূটকৌশল কিওয়াইপোনা বুঝতে পারল না। সুখিমি বলল, মাননীয় মহামন্ত্রী, আপনার জন্য মনি-মুক্তাখচিত মহামূল্যবান একটি হার উপহার হিসাবে এনেছি। আপনি দয়া করে তা গ্রহণ করুন । একথা শুনে কিওয়াইপোনো আনন্দে গদগদ হয়ে গলা বাড়িয়ে ছিল। এমন সময় সুখিমির হাত থেকে হার ফসকে মাটিতে পড়ে গেল। আসলে হারটিকে ইচ্ছা করেই ফেলে দিল সুখিমি। সৌজন্যবশতঃ কিওয়াইপোনা নিজেই উপুড় হয়ে হারটি তুলতে গেলেন। আর সে মুহূর্তেই সুখিমি কিওয়াইপোনাকে দিল জোরে এক ঘুসি। অপ্রস্তুত কিওয়াইপোনা মাটিতে চিৎপটাং হয়ে গড়াগড়ি খেল।

এ দৃশ্য দেখে মঘরাজ্যের শিবিরে বিজয় উল্লাস পড়ে গেল। অপরপক্ষে মহারাজ্যের শিবিরের সৈন্যসামন্ত ম্লানমুখে রণক্ষেত্র ত্যাগ করল। বিদ্যুৎ গতিতে কি ঘটে গেল কেউ টের পেল না। সমবেত বিশাল জনতা বুঝল, ছোট মন্ত্রীর নিকট মহামন্ত্রীর পরাজয় হয়েছে।

অভিপ্রায় ঃ প্রতারণা, পন্ডিত ও মূর্খ

গুণবতী কন্যা

(ত্রিপুরী লোককথা)

শ্রেণী ঃ লোভীর কথা

এক গ্রামে এক বিপত্নীক বাস করত। পার্শ্ববর্তী গ্রামে বাস করত এক বিধবা শুভদিনে শুভক্ষণে উভয়ের বিবাহ হল। উভয়েরই আগের সংসারে একটি করে মে. আছে। চারজনের নতুন সংসার, নতুন জীবন। স্বামী-স্ত্রী মেয়েদের খাইয়ে বাড়িতে রেখে যায়, ওরা দু'বোন খেলাধূলা করে।

কিন্তু এ শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হল না। বিপত্নীকের কন্যা বিধবার কন্যার চাইতে দেখতে সুন্দরী, স্বভাবে নম্র। বিধবা তাকে ঈর্ষা করত। বিপত্নীক ছিল ব্যাক্তিত্বহীন, স্ত্রৈণ। সৎমা তাকে কম খেতে দেয়, কম পরতে দেয়, অথচ বেশী কাজ করায়। কঠিন ও কঠোর কাজ ওকে দিয়ে করায়। একদিন বিধবা বিপত্নীকের কন্যাকে সামান্য পরিমাণ তুলো বিক্রি করতে একা বাজারে পাঠাল। সেই তুলো বিক্রয় করে পিঁয়াজ, রসুন, শুটকী, লবণ, সরিষার তেল, কেরোসিন তেল ও চিতার রাব কিনে আনতে হবে। এত কম তুলো বিক্রি করে এত বেশী জিনিস কিনে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মেয়েটি ভাবল — এ কাজে তাকে কে সাহায্য করবে ? যদি কোন পুরুষ এগিয়ে আসে তবে তাকে সে স্বামীত্বে বরণ করবে। মনে মনে মা ত্রিপুরা সুন্দরীকে ডাকতে লাগল সে। এমন সময় এক সুদর্শন যুবক এসে হাজির। পথ চলতে চলতে তার সাথে যুবকটির আলাপ পরিচয় হল এবং তার পারিবারিক ইতিহাস জেনে নিল।

যুবকের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে গুণবতী তার মনের অভিপ্রায় আগন্তুককে জানাল। উভয়ের মন দেওয়া নেওয়া হল। দু'জনেই একসাথে বাড়ি ফিরল। কন্যার বাড়ীর কাছে আসতেই যুবক বলল, আমাদের এখনও সামাজিক অনুষ্ঠান হয়নি। কাজেই তোমার মা-বাবা আমার আগমন অপছন্দ করতে পারে। আমি তোমার ঝুড়ির এককোণে অতি ছোট দেহ ধারণ করে লুকিয়ে থাকব।

ঝুড়ি-ভর্তি সওদা দেখে মা-বাবা অবাক। এত সামান্য তুলোর বিনিময়ে এতসব জিনিষপত্র কিভাবে আনল মেয়ে। বাবা আগ্রহে খাড়া থেকে সওদা নামাতে গিয়ে দেখে এক কোণে একটি সাপ চুপটি মেরে বসে আছে। বাবার চোখে যা সাপ বলে মনে হয়, মেয়ের দৃষ্টিতে তা সাপ নয়, যুবক। বাবা-মা মেয়েকে খুব বকল। রাত্রে রান্না করে সকলে খেল, যুবককেও খেতে দিল।

রাত্রে অতিথিকে আলাদা আলাদা বিছানায় শুতে দিলেও পরে যুবক-যুবতী এক বিছানায় চলে এল। গভীর রাতে যুবক বলল তোমার মা-বাবা তোমাকে কতটুকু ভালবাসে তা পরীক্ষা করা যাক। তুমি চিৎকার করে বল যে সাপ তোমার পা, হাঁটু, কোমর, নাভি, পেট, বুক পর্যন্ত ক্রমেই গিলছে।

কন্যার আর্তনাদ শুনে বাবা বাতি জ্বালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সৎমা বাতি নিভিয়ে দিল। ঈর্ষাপরায়ণতা সৎমা নিজেও এল না, বাবাকেও যেতে দিল না। কারণ সে চায়, মেয়েকে সাপে গ্রাস করুক। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে ।

পরদিন দেখা গেল মেয়ে যথারীতি জীবিত আছে, শরীরের কোথাও দংশনের চিহ্ন নেই। বরং তার হাতে, কানে, গলায়, চুলে, সুন্দর সুন্দর অলংকার শোভা পাচ্ছে। অতিথিও তখন তার সুদর্শন রূপ ধারণ করেছে। এদিকে সৎমা ঈর্ষার জ্বালায় ভুগছিল। গুণবতীকে একের পর এক কঠিন কাজ দিয়ে যাচ্ছে। কখনও বড় জুমক্ষেত নিড়ানী দিতে বলল কখনও অনেকগুলো ধান কুটতে বা বেড়া বাঁধতে বলে। কন্যা হাসিমুখে নিমেষে কাজ শেষ করে ফেলে। সঙ্গে অবশ্যই সেই যুবক থাকে। কিছুদিন পরেই অনাড়ম্বর পরিবেশে গুণবতীর সঙ্গে যুবকের বিয়ে দেওয়া হল।

এবার সৎমা ভাবল, আমার মেয়ের জন্যে যদি এমন একটি জামাই পেতাম। রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তা হল। পরদিন মা ও মেয়ে ঝুড়ি ও টাক্কল নিয়ে বনে গেল। অনেক খুঁজে তারা পেল এক ঘুমন্ত পানক সাপ। ছলে-বলে-কৌশলে ফণাধরকে ঝুড়িতে ভরে বাড়ি আনল। মা-মেয়ের বিশ্বাস সাময়িক সাপরূপী গুণবতীর স্বামীর মতো, এও সাপরূপী সৎপাত্র। সাপকে খুব যত্ন করে খাওয়াল এবং রাত্রে মেয়ে ও সাপকে একসাথে ঘুমাতে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই সাপ মেয়েকে গিলতে আরম্ভ করল। যন্ত্রণায় মেয়ে আর্তনাদ করে মা-বাবাকে ডাকতে থাকল।

মা-বাবা বলে উঠল — না, মা চিন্তা করোনা, জামাই তোমাকে আদর করছে। তুমিও তাকে আদর কর।

মেয়েকে গিলে সাপ ঘর থেকে পালাল এবং একটু দূরে দিয়ে কলাগাছের ঝাড়ে আশ্রয় নিল। ভোরে সৎমা দেখল, ঘরে মেয়ে-জামাই কেউ নেই। খুঁজতে খুঁজতে কলাগাছের ঝাড়ে গিয়ে দেখল, সাপের মুখে মেয়ের চুল। এই খবর শুনে পাড়ার সমবেত লোকজন সাপকে মারতে উদ্যত হল।

গুণবতীর স্বামী সাপকে মারতে বারণ করল। তারপর সাপের পেট চিরে মেয়েকে বের করে দিল। ততক্ষণে সে মরে গেছে। গুণবতীর স্বামী সাপের পেট সেলাই করে ছেড়ে দিল আর মহাদেবের নামে জলপড়া দিয়ে মেয়েকে বাঁচিয়ে তুলল।

অভিপ্রায় ঃ সাপ ও কুমারী কন্যার বিবাহ, সৎ-মাতার নিষ্ঠুরতা , দুষ্কর্মের শাস্তি ।

বানর সর্দার ও সুন্দরী কিশোরী

(ত্রিপুরী লোককথা)

শ্রেণী ঃ নিষ্ঠুরতার কথা

অনেকদিন আগের কথা। চারিদিকে পাহাড় - পর্বত, বন-জঙ্গল পরিবেষ্টিত একটি ছোট ছোট পাহাড়ী পাড়া। এই পাড়ার সাতটি যুবতী মেয়ে একদিন একসাথে জুমক্ষেতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে বানররা জুমের চিন্দ্রা, মাঁমা, শশা, ভুট্টা, কুমড়া, বেগুন ইত্যাদি মনের আনন্দে খেয়ে ফেলছে। সাতটি মেয়ের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠা মেয়েটি কুকুর নিয়ে সর্বাগ্রে তাড়াল বানরদের।

এতে রেগে গেল বানরদের সর্দার। সে সুউচ্চ গাছে বসে প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা করল। জুমিয়ারা সাধারণতঃ দিনের শেষে নদীতে স্নান করে বাড়ী যায়। মেয়েরাও এর ব্যতিক্রম নয়। নির্জন নদীতে স্নান করার সময় কাপড় ডাঙ্গায় রেখে তারা জলকেলি করছিল। এই সুযোগে বানর সর্দার চুপিসারে সব কাপড় নিয়ে পালাল এবং গাছের ডালে বসে তামাসা দেখতে থাকল। মেয়েরা স্নানান্তে কাপড় না পেয়ে পড়ল মহাবিপদে।

তারা চারিদিকে তন্ন তন্ন করে কাপড় খুঁজল। কোথাও কাপড় পেল না। এদিক ওদিক অনেকক্ষণ খোঁজার পর গাছের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তারা দেখে পত্ পত্ করে কাপড় উড়ছে। আর পাশেই একদল বানর বসে মজা করছে। তারা অনেক অনুনয়-বিনয় করে বানরদের রাজী করাল — এই শর্তে তারা রাজী হল যে প্রত্যেকে জুমের তরি-তরকারী দেবে।

প্রথমে সর্ব জ্যেষ্ঠ মেয়েটি গাছের গোড়ায় দিয়ে কিছু তরি-তরকারী দিল এবং নিজের কাপড়টি ফেরৎ পেল। এভাবে পর পর ছয়টি মেয়ে একে একে নিজের কাপড় ফিরে পেল। কিন্তু বিপত্তি ঘটল সপ্তম বা সর্বকনিষ্ঠা মেয়ের ক্ষেত্রে। হাত বাড়াতেই বানর সর্দার তাকে টেনে গাছের ডালে তুলে নিল। তার আকুল আর্তনাদে অন্য মেয়েরা ছুটে এল, কিন্তু কোন কাজ হল না। ফলে মেয়েরা তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে পাড়ার সকলকে জানাল, যুবকরা ছুটে এল লাঠি নিয়ে। কিন্তু বানররা ততক্ষণে দৃষ্টির বাইরে, গভীর অরণ্যে নিয়ে গেছে হতভাগিনীকে।

তারপর বানর-সর্দার সুন্দরী, কিশোরীকে বিয়ে করল। মানবীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বানর বনের ও জুমের নানা সুস্বাদু ফল, শাকসব্জী, তরকারী এনে দেয়। কালক্রমে তাদের একটি সন্তান হল। তার নাম রাখা হল ততে। কিন্তু তবুও কিশোরীর মন মানে না। সে তাই পালাবার উপায় চিন্তা করতে লাগল।

একদিন কিশোরী বলল, আমি আবার সন্তান-সম্ভবা হয়েছি। আমার একটি বিশেষ ফল খেতে ইচ্ছা করছে। আমড়া নামে অম্ল-মধুর ফলটি যেখান থেকে পারো এনে দাও। কিশোরীর মন রক্ষার্থে বানর ঐ ফল আনতে গেল। কিশোরী জানত, এ ফল সহজপ্রাপ্য নয়। তাই বানর রওনা হতেই সে পুত্রকে কোলে করে পালাল।

দিনান্তে ঘরে ফিরে স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে বানরের মন খুব বিষণ্ন হল। সীতাহারা রামের মত, বানর ডুগডুগি বাজাতে-বাজাতে করুণ সুরে গান ধরে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পথে যাকে পায় তাকেই সে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কি আমার স্ত্রী -পুত্রকে এ পথে যেতে দেখেছ ? বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের উত্তর দেয়। অবশেষে একজন লোক বলল, হ্যাঁ, দেখেছি এ পথ দিয়ে যেতে। লোকটি লোকমুখে শুনেছিল একটি মেয়েকে বানররা ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ঘটনা। কিন্তু এই যে সেই বানর তা সে জানত না। এখন পরিচয় পেয়ে সে মেয়ের বাবার বাড়ির পথঘাট চিনিয়ে দিল বানরকে।

বানর তার শ্বশুরবাড়ী পৌঁছল। পুত্র ত বাবাকে দেখেই আনন্দে অধীর হয়ে বাবার কোলে গিয়ে বসল। বানরের শ্বশুর নবাগত জামাই-এর সম্মানার্থে পান ভোজের আয়োজন করল। অধিক রাত্রে মদ খেয়ে জামাই উঁচু মাচার উপর অচৈতন্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এ সুযোগে গভীর রাত্রে তার স্ত্রী স্বামীকে মাচার ফাঁক দিয়ে একটুখানি ঠেলে দিলে বানর নীচে পড়ে গেল। মাচার নীচে ছিল শূয়রের কর্দমাক্ত খোয়াড়। বানরকে পেয়ে শূয়োরগুলো তার পেট চিরে নাড়িভুড়ি খেয়ে নিল।

অভিপ্রায় ঃ বানর ও মানবীর অসম বিবাহ।

রাজকন্যা সুরূপা ও রাজকুমারেরা

(ত্রিপুরী লোককথা)

শ্রেণী ঃ বিবিধ কথা

কোন এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার এক অপরূপা কন্যা ছিল। তাছাড়া আর কোন পুত্রকন্যা ছিল না। রাজ্য ও রাণী একমাত্র কন্যাকে প্রাণাধিক প্রিয় মনে করতেন। কালক্রমে রূপে-গুণে-যৌবনে রাজকন্যার ষোল-কাল পূর্ণ হল। এবার তাকে পাত্রস্থ করতে হয়। রাজার যেহেতু আর কোন সন্তানাদি নেই তাই ঘরজামাই আনার সিদ্ধান্ত হল। রাজার ইচ্ছা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মণিকাঞ্চন খচিত পোষাক পরিহিত অনেক রাজপুত্র আসতে লাগল। শুভদিনে শুভক্ষণে রাজদরবারে রাজকন্যার সঙ্গে রাজকুমারদের পরিচয়পর্ব সম্পন্ন হল। পরিচয় প্রসঙ্গ সেরে রাজকন্যা অন্দর মহলে চলে গেল আর রাজপুত্রেরা গেল অতিথিশালায়।

এমন ক্ষেত্রে সাধারণতঃ স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হয়। রাজা কিন্তু তা করল না। রাজপুত্রদের রূপের চাইতে সাহসের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হল। বলা হল উঁচু পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে যে ব্যক্তি নীচে গভীর জলপ্রপাতে পড়ে সাঁতরে অপর পাড়ে যেতে পারবে তার হাতেই কন্যাকে সমর্পন করা হবে।

রাজকুমাররা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই শর্তেই রাজী হল। নির্দিষ্ট দিনে শত শত লোক সেই পাহাড়ের নীচে সমবেত হল। সমবেত দর্শকমন্ডলীর মধ্যে রাজা, রাণী, মন্ত্রী ও রাজকন্যা উপস্থিত ছিল। রাজকুমারীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজকুমাররা একে একে সকলেই পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিল। কিন্তু কেউ বাঁচল না। এ দুর্ঘটনার খবর চারিদিকে জানাজানি হল। সারা রাজ্যে শোকের ছায়া নামল। ফলে রাজকন্যার বিয়ে আপাততঃ স্থগিত থাকল।

অনেকদিন পরে দূরদেশে হতে রাজপুত বংশীয় এক সুদর্শন যুবক এল। যুবকের চোখে-মুখে কষ্ট সহিষ্ণুতা ও আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ সুস্পষ্ট। এ রাজপুত্রকে সকলের পছন্দ হল। পূর্বের দুর্ঘটনার কথা তাকে জানানো হল। রাজপুত্র বলল যে, সে সব জেনেশুনেই এসেছে এবং সে পরীক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেও তাকে বিরত করা গেল না। এমনকি বিনা পরীক্ষায়ও সে বিয়ে করতে নারাজ। ফলে শ্রান্ত ক্লান্ত রাজপুত্রের থাকা-খাবার সুবন্দোবস্ত করা হল।

চিন্তিত রাজা রাত্রে বড়ই কষ্টে ঘুমাল। দৈবচক্রে সে রাত্রেই রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হল। সৌম্যমূর্তি

এক বৃদ্ধা মহিলা রাজাকে বললেন, চিন্তা করো না। এ যুবকই তোমার কন্যার উপযুক্ত বর। তাকে ঝাঁপ দিতে দাও। তবে তার বুকে পিঠে বালিশ বেঁধে দিও এবং হাতে একটি মজবুত ছাতা দিও।

পরদিন ভোরে স্বপ্নের কথা সকলকে জানানো হল। রাজপুত্রকে বলা হল। কিন্তু রাজপুত্র এভাবে ঝাঁপ দিতে নারাজ হল। অন্যেরা যেভাবে ঝাঁপ দিয়েছিল, সেও সেভাবেই ঝাঁপ দেবে। এতে মরলে মরবে, বাঁচলে বাঁচবে। অবশেষে রাজা, রাণী ও রাজকন্যার একান্ত অনুরোধে স্বপ্নাদেশানুসারে ঝাঁপ দিয়ে সফল হল।

রাজ্যে আবার আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুভদিনে শুভক্ষণে ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল। রাজা জামাতা ও কন্যার হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দিল। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত সীতাপাহাড়ের শৃঙ্গ এখনও জামাই সরণী পাহাড় নামে পরিচিত।

অভিপ্রায় ঃ পরীক্ষা, পুরস্কার ও শাস্তি

রাজকন্যার বর নির্বাচন

(মগ লোককথা)

শ্রেণী ঃ চতুরতার কথা

এক দেশে এক রাজার ছিল এক সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী কন্যা। নানা দেশ থেকে রাজকন্যার বিবাহের ভাল ভাল প্রস্তাব আসতে লাগল। কিন্তু কোনটাই রাজার পছন্দ হয় না। শেষপর্যন্ত ঠিক হল ধনী - গরীব, রাজা-প্রজা, উজির- নাজির নির্বিশেষে যেকোন পরিবার থেকে আগত যে যুবক বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে তার হাতেই রাজকন্যাকে সমর্পণ করা হবে। পরীক্ষাটি হল পৌষ মাসে কন কনে শীতের রাতে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যদয় পর্যন্ত রাজদিঘীতে আকন্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

এই খবর রাজ্যে রাজ্যে প্রচার করা হল। সুন্দরী রাজকন্যার পানী গ্রহণের লোভে বহু রাজপুত্র, মন্ত্রী পুত্র, শ্রেষ্ঠী পুত্র ও কোটাল পুত্র এল। ঠিক হল পৌষ সংক্রান্তির শুভ দিনে রাজবাড়ীর সামনের বিশাল দীঘিতে পরীক্ষা হবে। দীঘির চারদিকে প্রজাদের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা নেই। বিপুল উৎসাহে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাবি বরগণ হিমশীতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দর্শকবৃন্দ তুমুল হর্ষধ্বনি করল, মহিলারা উলুধ্বনি দিল। কিন্তু হায় আলালের ঘরের দুলালরা বেশীক্ষণ থাকতে পারল না কেউ আধঘন্টা, কেউ এক ঘন্টা, কেউ দুই ঘন্টা পরে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এল।

এ লজ্জাকর খবর মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সে রাজ্যের এক সুদূর প্রান্তে বাস করত এক গরীব কৃষক পরিবার। স্বামী স্ত্রী ও নাবালক পুত্র রেখে গৃহস্বামী অকালে মারা যায়। অতি কষ্টে মা ও ছেলে দিন কাটায়। কালক্রমে ছেলে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পন করেছে। এ ছেলে যেমন কষ্ট সহিষ্ণু তেমনি স্বাস্থ্যবান ও পরিশ্রমী। রাজকন্যাকে বিয়ে করা তারপক্ষে দুরাশা মাত্র কিন্তু যেহেতু শক্তি পরীক্ষা সকলের জন্য মুক্ত তাই সে মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে রাজধানী অভিমুখে রওনা হল। স্নেহশীলা মা প্রথমে একমাত্র পুত্রের জন্য কাঁদতে লাগল। শেষে ধৈর্যহারা মা ছেলের অনুসরণ করে রাজবাড়ী পর্যন্ত এল। গ্রাম্য কৃষক পুত্রের চেহারা দেখে রাজবাড়ীর দ্বাররক্ষীরা তাকে রাজবাড়ীতে ঢুকতে দিল না। অতি অনুনয় বিনয় করে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সকলেই তাকে উপহাস করল। অবশেষে তার কাতর আবেদনে সকলে প্রসন্ন হয়ে পরীক্ষা নিতে রাজসভা রাজী হল।

অনাড়ম্বর পরিবেশে পরীক্ষা শুরু হল। মাঘের শীতে বাঘেরও কন্ঠ হয়। কিন্তু মেহনতী কৃষক পুত্র সারারাত একগলা জলে কাটিয়ে দিল। আর তার বৃদ্ধা মা দীঘির পাড়ে ধূনি জ্বালিয়ে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকতে লাগল। পরদিন ভোরে সুস্থ দেহে সে জল থেকে উঠে এল। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হল।

কিন্তু রাজসভা এবার নানা তালবাহান শুরু করল। বলল — তার মা দীঘির পাড়ে যে ধূনি জ্বেলে রেখেছে তার গরমে কৃষকপুত্র জলে ছিল। আসলে গরীব কৃষক পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিতে তারা নারাজ। তাই মা ছেলেকে ধমকে তাড়িয়ে দিল। রাজসভার অন্যায় অবিচারে ব্যথিতা মা কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরল।

কিন্তু এ ছেলে এত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সে মনের দুঃখে ঘুরতে ঘুরতে পাশের মগরাজ্যে হাজির হল। মগ রাজসভায় গিয়ে সে তার দুঃখের কথা জানাল। রাজার বলিষ্ঠ মন্ত্রী মহান্ত সুখিমি ছিলেন বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু এ অন্যায়ের প্রতিকার করার চেষ্টা করবে এই আশ্বাস দিয়ে ছেলেকে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পর সুখিমি সেই রাজসভায় দূত পাঠালেন। দূত গিয়ে বলল মহারাজ, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আপনার রাজ্যে একবার বেড়াতে আসতে আগ্রহী। মহারাজ যদি অনুমতি দেন।

সুখিমির মত খ্যাতিমান মন্ত্রীর স্বেচ্ছায় আগমন তো আনন্দের বিষয় রাজা তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিল। রাজ - আজ্ঞা পেয়ে দূত আবার বলল, মহারাজ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন তিনি কিন্তু স্বপাক খাবেন। মহারাজ তাতে সানন্দে সায় দিয়ে দূতকে বিদায় দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে মন্ত্রী সুখিমি ও তার লোকজন রাজবাড়ীতে এলে তাঁকে যথোচিত সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল। মাননীয় অতিথির খাবারের জন্যে অনেক আয়োজন হল এবং সুখিমির ইচ্ছানুসারে রাজদিঘীর পাড়ে রান্না ব্যবস্থা করা হল। সুখিমির নির্দেশে দিঘির দুই পাড়ে দু'টি উনুন তৈরী করা হল। এক উনুনে আগুন ছাড়াই শুধু ডেকচি আর কড়াইয়ে ভাত-তরকারী ছড়িয়ে দেওয়া হল। অন্য পাড়ের উনুনে শুধু আগুন জ্বেলে দেওয়া হল। ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা যায় রান্না আর কিছুতেই হয় না। অথচ সুখিমির নির্দেশ অমান্য করার সাহস কারো নেই।

এদিকে রাজবাড়ীতে রাজা ও মন্ত্রীদের রান্না হয়েছে, কিন্তু অতিথিকে অভুক্ত রেখে দেওয়ায় শালীনতাবোধে বাধে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত রাজা ও মন্ত্রীবর্গ অবশেষে সুখিমির কাছে এসে এ অদ্ভুত আচরণের কথা জানতে চাইল।

সুখিমি বললেন, দীঘির পাড়ে ধূনি জ্বেলে যদি জলমগ্ন কোন ব্যক্তির শরীর গরম রাখা সম্ভব হয়, তবে একপাড়ে আগুন জ্বেলে অপর পাড়ে রান্না করা যাবে না কেন? সুখিমির কথায় রাজা নিজেদের অন্যায় স্বীকার করল এবং কৃষক পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিতে সম্মত হল। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে রাজকন্যার সহিত কৃষক পুত্রের বিয়ে হল।

অভিপ্রায় ঃ ধর্ম, পুরস্কার ও শাস্তি, সুযোগ ও ভাগ্য সহানুভূতি, পরীক্ষা।

সুন্দরী রাজকন্যার বিয়ে

(মগ লোককথা)

শ্রেণী ঃ বন্ধুত্বের কথা

এক দেশে এক রাজার ছিল একটি মাত্র কন্যা। সে কন্যার যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। এবার বিয়ে দেবার সময় এল। রাজা চিন্তিত। এমন পরমা সুন্দরীর উপযুক্ত বর কোথায় পাওয়া যায়।

দেশে দেশে রাজকন্যার রূপ গুণের কথা প্রচার করা হল। এই নারী-রত্ন লাভের আশায় কত দেশ থেকে কত রাজপুত্র এল। রাজপুত্ররা নিজ নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিল। কিন্তু রাজার কাউকে পছন্দ হল না। রাজা এবার ঢোল পিটিয়ে নগরে নগরে প্রচার করলেন যে, যে কেউ একটি অত্যাশ্চর্য জিনিস এনে রাজাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে, তার হাতেই কন্যাকে পাত্রস্থ করা হবে।

এ খবর শুনে বন্ধু উৎসাহী হল। চারজনই ধনীর ছেলে। ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে চার বন্ধু রাজবাড়ী অভিমুখে রওনা হল। অনেক দূর আসার পর তারা এক চৌরাস্তার মোড়ে এসে ক্লান্ত হয়ে বটগাছের নীচে বিশ্রাম করল। এরপর অত্যাশ্চর্য বস্তুর সন্ধানে চার বন্ধু চারদিকে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক হল যে, যে যাই পাক, আবার এই বটগাছের নীচে একত্র হবে এবং একসাথে রাজবাড়ী যাবে।

অনেকখানি পথ হাঁটার পর প্রথম বন্ধু বাজারে এসে উপস্থিত হল। দেখা গেল এক জায়গায় বহু লোক সমবেত হয়েছে। একজন দোকানী এমন একটি বহুমূল্য দর্পণ এনেছে যে দর্পণে যেকোন দেশের বা স্থানের সমকালীন ঘটনা জানতে চাইলে দেখা যায়। যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে দর্পণটি প্রথম বন্ধু কিনে নিল।

দ্বিতীয় বন্ধু কিছুদূর গিয়ে পেল এক বাজার। সেই বাজারে থেকে সে এমনই একটি যাদুশক্তিসম্পন্ন আসন কিনল যাতে চড়ে যাত্রী যেকোন গন্তব্যস্থলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছতে পারে।

তৃতীয় বন্ধুর পথেও একটি বাজার পড়ল। সেই বাজার থেকে সে এমনই একটি জিনিস কিনল যা দিয়ে যেকোন ভাঙ্গা জিনিস জোড়া লাগানো যায়।

চতুর্থ বন্ধুর ভাগ্যে যে অসাধারণ সঞ্জীবনী শক্তিসম্পন্ন বস্তু জুটল যার স্পর্শে যেকোন মৃত জীবন বেঁচে ওঠে।

আগের পথ ধরে চার বন্ধু বটতলায় ফিরে এল — কে কি পেল তা জানতে প্রত্যেকেই উৎসুক। যে যার বস্তু অন্যকে দেখাল। কিন্তু বস্তুর ক্ষমতা আছে কি না তাতো পরীক্ষা করা দরকার। প্রথম বন্ধু দর্পণ বের করে রাজকন্যার কথা স্মরণ করল। সঙ্গে সঙ্গে দর্পণে রাজবাড়ীর ছবি ভেসে উঠল। দেখা গেল রাজকন্যার শবদেহ , রাজবাড়ী শোকাচ্ছন্ন। তখন দ্বিতীয় বন্ধুর

আসনে উঠে চারজনে তাড়াতাড়ি রওনা হল রাজপ্রাসাদে। কিন্তু যাত্রী সংখ্যা বেশী হওয়ার আসনটি মাঝপথে গেল ভেঙ্গে। তৃতীয় বন্ধুর বস্তুটি দিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসন জোড়া লাগিয়ে আবার পথ চলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা রাজবাড়ীতে এসে হাজির হল।

কন্যার শোকে রাজা, রাণী, পাত্র-মিত্র, সৈন্য-সামন্ত সকলেই কাঁদছে। রাজবাড়ী শোকসাগরে নিমজ্জিত। এমন করুণ দৃশ্য দেখে চার বন্ধু শোক বিহ্বল হল। কিছুক্ষণ পর চার বন্ধু প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে বলল, আমরা রাজকন্যাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি, আমাদের একটু সুযোগ দেয়া হোক। মন্ত্রী বলল, রাজ্যের বৈদ্য-ওঝা সবাই ব্যর্থ হয়েছে তোমরা যদি পার উত্তম । মন্ত্রী রাজার সাথে আলোচনা করল। রাজা অনুমতি দিল। অনুমতি পেয়ে চতুর্থ বন্ধু তার সঞ্জিবনী শক্তি দিয়ে রাজকন্যাকে প্রাণদান করল। সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ীতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। চার বন্ধুকে আদর আপ্যায়ন ও সম্মান দেওয়া হল। রাজার অতিথিশালায় তাদের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হল।

কয়েকদিন পর সম্মানিত অতিথিদের রাজসভায় সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল। অভ্যর্থনার উত্তরে চার বন্ধু জানাল কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে তারা রাজবাড়ীতে এসেছে। তাদের কথা শুনে রাজা আরেক দোটানায় পড়ল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবার বর। কিন্তু এক কন্যার চার স্বামী হতে পারে না। মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল। সাব্যস্ত হল, চার বন্ধুর মধ্যে প্রত্যেকের দাবীই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। চারজনের সমবেত প্রয়াসে কন্যার পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তারা প্রাণদান করেছে সেহেতু তারা পিতৃতুল্য শ্রদ্ধেয়। অতঃপর যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়ে চার বন্ধুকে সসম্মানে বিদায় জানানো হল।

অভিপ্রায় ঃ ইন্দ্রজাল, মৃতের পুনর্জীবন লাভ।

ঠাট্টা তামাসার ফল

(ত্রিপুরী লোককথা)

শ্রেণী ঃ বিবিধ কথা

এক পাহাড়ী গ্রামে এক জুমিয়া বাস করত। সারাদিন জুমক্ষেতে কাজ করে পড়ন্ত বেলায় সে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে পড়ে এক ছোট নদী। সকলেই সে নদীতে স্নান করে বাড়ি ফেরে। বন-জঙ্গল কাটতে কাটতে তাক্কলে-এর ধার কমে গিয়েছিল। তাই জুমিয়া নদীর ধারে এক বড় পাথরে তাক্কলে ধার দিচ্ছিল। এমন সময় এক চিংড়ি মাছ জুমিয়ার পাছায় দিল কামড়। যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে জুমিয়া নদীর তীরবর্তী এক বাঁশে দিল কোপ। পা তার ভারে বাঁশটি নুইয়ে ছিল। আগা কেটে ফেলায় বাঁশটি চট করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। নিকটবর্তী গাছে ছিল এক কাঠবিড়াল। কাটা বাঁশের তীক্ষ্ণ আগা গিয়ে কাঠবিড়ালের গায়ে গুঁতো দিল। কাঠবিড়ালী যন্ত্রণায় ইতস্তত ছুটতে ছুটতে গাছের এক বড় ফলে কামড় দিল। ফল গেল পড়ে। নীচে ছিল এক হরিণ। ফল পড়ল হরিণের উপর। আতঙ্কিত হরিণ দিল দৌড়। হরিণের পায়ের খুরের আঘাতে পিঁপড়ের বাসা গেল ভেঙ্গে। রাগে পিঁপড়েরা বাদুড়কে কামড়ে দিল। ভীত বাদুড় হাতীর কানে ঢুকল। অসহ্য ব্যথায় হাতী মারল লাথি এক পাথরে। পাথর গড়াতে গড়াতে নীচে পাড়ার মধ্যে এসে পড়ল। সেখানে ছিল এক বিধবার কুঁড়েঘর। পাথরের চাপে ঐ ঘর গেল ভেঙ্গে। ভয়ে সন্ত্রস্ত বিধবা নদীর উজানে গিয়ে পায়খানা করে ফেলল। তাতে জল দূষিত হল। পাড়ার লোকের জলকষ্ট হল।

পাড়ার লোকজন বিধবার বিরুদ্ধে গাঁও - বুড়ার কাছে গিয়ে নালিশ দায়ের করল। চৌধুরীর কাছারী ঘরে সন্ধ্যেবেলা পঞ্চায়েতের বৈঠক বসল। অবিমৃশ্যকারিতার অপরাধে বিধবার বিচার হবে। খান্দল বিধবাকে ডেকে নিয়ে এল।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হল। বিধবা বলল, নদীর উজানে আমি পায়খানা করেছি সত্য কথা, কিন্তু এজন্য আমি দায়ী নই। পাথর পড়ে আমার ঘর ভেঙ্গে পড়ায় বিপদে হতভম্ব হয়ে আমি একাজ করে ফেলেছিল। পাথরকেই এর জন্যে শাস্তি দেওয়া হোক।

হাতী বন্দী হয়ে এল চৌধুরীর সামনে। হাতী বলল, বাদুড় কেন ঢুকল আমার কানে ? হাতী নির্দোষ সাব্যস্ত হল। বাদুড়ের খোঁজে খান্দল গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাদুড়কে ধরে আনল। বাদুড় বলল, মহারাজ, আমি এসবের আদ্যোপান্ত জানি না। পিঁপড়ের কামড়ে ব্যথা পেয়ে আমি হাতীর কানে ঢুকে পড়েছিলাম। বাদুড়ের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বাদুড়কে ছেড়ে

দেওয়া হল।

এবার পিঁপড়েকে ধরে আনা হল। পিঁপড়ে বলল, হরিণ আমাদের বাসা ভেঙ্গেছে, ডিম বাচ্চা নষ্ট করেছে। তাই আমরা বাদুড়কে কামড়েছি। পিঁপড়ে নিরপরাধ প্রমাণিত হল।

হরিণকে ধরে আনা হল। হরিণ বলল, আমার পিঠের ওপর হঠাৎ ফলের আঘাতে ভীত হয়ে আমি ছুটতে গিয়ে পিঁপড়ের ক্ষতি করেছি। ফল না পড়লে আমি একাজ করতাম না।

ফলকে খুঁজে আনা হল। ফল বলল, কাঠবিড়ালী না কামড়ালে আমি হঠাৎ পড়তাম না। কাজেই আমার কোন দোষ নেই।

কাঠবেড়ালীকে ধরে আনা হল সে বলল, বাঁশ কেন আমাকে গুঁতো দিয়েছে ? আগে বাঁশের বিচার হোক।

বাঁশকে হাজির করা হল। বাঁশ বলল, জুমিয়া কেন আমার মাথা কাটল ? আমি তো বেশ ছিলাম।

ধৃত জুমিয়া বলল, আমি আপন মনে টাক্কলে ধার দিচ্ছিলাম। এমন সময় এক চিংড়ি মাছ আমাকে কামড়ে দিয়েছে। তাই আমি বাঁশে কোপ দিয়েছিলাম।

খান্দল এবার চিংড়িকে ধরতে গেল। ধৃত চিংড়ি বলল, তামাসার ছলে আমি জুমিয়াকে কামড়ে ছিলাম। কিন্তু এই ছোট ঘটনার জের যে এতদূর গড়াবে তা আমি ভাবতে পারিনি।

বিচারে চিংড়ি মাছ দোষী সাব্যস্ত হল। ঠিক হল অপরাধী বিধবার পায়খানা ধুয়ে মুছে দেবে।

অভিপ্রায় ঃ হাস্যরস ।

ব্যাঙের শহর দর্শন

(মগ লোককথা)

শ্রেণী ঃ বিবিধ কথা

এক গ্রামে এক সচ্ছল গৃহস্থ বাস করত। গৃহস্থের ঘরের কোণে এক কুনো ব্যাঙ থাকত। সে বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখে দেশ-বিদেশে, শহরে-বন্দরে বেড়াতে যায়। বাড়ি ফিরে ঠাকুরমা-ঠাকুরদা, মা-বাবার কাছে দেশ-বিদেশের নানা গল্প করে। শহরের বড় বড় রাস্তা, গাড়ী-ঘোড়া, বাড়ী ও কলকারখানার গল্প বলার সময় ব্যাঙ কান পেতে শোনে।

ব্যাঙের ইচ্ছা হল এমন আজব শহর স্বচক্ষে দেখা। সেবার বাড়ীর বুড়ো-বুড়ীরা তীর্থভ্রমণে যাবে। জ্যোতিষী পঞ্জিকা দেখে যাত্রার শুভ দিন ঠিক করল। ব্যাঙও শুভদিনে শুভক্ষণে পায়ে হেঁটে শহর দর্শনে রওনা হল। সেখানে পৌঁছে তো ব্যাঙ অবাক। কয়েকদিন শহরে থেকে আবার গ্রামের বাড়িতে ফিরল।

সে গাঁয়ের এক টুনটুনির সাথে ব্যাঙের খাতির ছিল। ব্যাঙ ফিরে এসে টুনটুনির কাছে দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগল। ব্যাঙ বলতে লাগল, শুনেছি দেশে বিরাট পরিবর্তন আসছে। কলিতে পৃথিবী পাপে ভরে গেছে। তাই পৃথিবী উলট পালট হবে। মহাপ্রলয় হবে। এমতাবস্থায় যে যেখানে পারে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া ভাল।

ব্যাঙের কথার চঞ্চল টুনটুনি তক্ষুণি ছুট দিল। তিড়িং তিড়িং করে উড়ে ছোট টুনটুনী ঢুকে পড়ল এক হাড়গিলা পাখীর মুখে। অস্বস্তিতে হাড়গিলা বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল।

হাড়গিলা যে গাছে বসে ছিল, তার পাশেই আরেকটি গাছে একটি বানর বসে বসে জুমক্ষেত থেকে চিন্দ্রা ফল খাচ্ছিল। হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনে বানর গেল ভড়কে। ফলে বানরের হাত থেকে চিন্দ্রাফল পড়ে গেল।

বানর যে গাছে বসেছিল, তার ঠিক নীচে এক গর্ভবতী হরিণী বিশ্রাম করছিল। চিন্দ্রাফল পড়ল হরিণীর পিঠের উপর। যন্ত্রণায় হরিণী ছুটতে থাকলে তার খুরের নীচে চাপা পড়ল এক অজগর সাপ। ঘুমন্ত অজগর ব্যথায় জেগে উঠে চলতে লাগল। পথে পড়ল এক বনমুরগী। মুরগী তখন ডিমে তা দিচ্ছিল। অজগর তার ডিমগুলো খেয়ে নিল। শোকাতুর মুরগী দু'পায়ে মাটি আঁচড়াতে থাকলে লতা-পাতার নীচে থাকা বিষাক্ত লাল পিঁপড়ের ডিম নষ্ট হল। পিঁপড়েরা কিলকিল করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং ঘুমন্ত এক শূকরীকে কামড়ে দিল। অসংখ্য

পিঁপড়ের কামড়ে অতিষ্ঠ শূকরী কেবলই ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে পথে পড়ল এক জুম ক্ষেত। যন্ত্রণার চোটে ক্ষেতের সব ফসল সে তছনছ করে ফেলল।

জুম ক্ষেতের মালিক সমাজপতির কাছে শূকরের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করল। সমাজপতি গাঁও পঞ্চায়েত বৈঠক ডেকে শূকরকে ধরে আনার আদেশ জারি করলেন।

ধৃত শূকরকে জিজ্ঞেস করা হল, কেন সে এ কুকর্ম করল ? শূকর বলল, এজন্য সে দোষী নয়। পিঁপড়ের কামড়ের জ্বালায় সে এ কাজ করেছে। সুতরাং দোষী পিঁপড়ে।

এবার পিঁপড়েকে ধরে আনা হল। পিঁপড়েরা বলল, তারা নির্দোষ, দোষী বনমুরগী পিঁপড়েরা ছাড়া পেল। বনমুরগীকে বন্দী করে আনা হল। বনমুরগী বলল, সে নিরপরাধ অজগর সাপের কারণে সে একাজ করেছে। ধরা হল অজগরকে। অজগর বলল, এজন্য তো হরিণী দায়ী। অজগর মুক্তি পেল। হরিণীকে ধরা হল। হরিণী বলল, মহারাজ বানরের তাড়ায় আমি এ কাজ করেছি। সুতরাং বানরেরই শাস্তি পাওয়া উচিত। আনা হল বানরকে। বানর বলল, হাড়গিলার আর্তনাদেই তো আমার হাত থেকে ফল ফসকে গেল। তখন হাড়গিলাকে ধরতে লোকজন গেল। ধৃত হাড়গিলা বলল, টুনটুনি হঠাৎ আমার মুখে ঢুকে পড়ায় আমি কেশে ফেলেছি। এজন্য আমার শাস্তি কি করে হয়। ধরে আনা হল টুনটুনিকে। টুনটুনি বলল, কুনো ব্যাঙের মুখে মহাপ্রলয়ের দুঃসংবাদ শুনে আমি ভয়ে আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ হাড়গিলার মুখে ঢুকে গিয়েছিলাম। কুনো ব্যাঙের মুখে ঐ কথা না শুনলে তো আমি পালাতাম না।

সমাজপতি বুঝলেন, যত নষ্টের গোড়া হল ঐ কুনো ব্যাঙের গুজব ছড়ানো। ধরে আনা হল কুনো ব্যাঙকে। কুনো ব্যাঙ তার অপরাধ স্বীকার করল। শাস্তির বিধান হল - অপরাধীর শরীরে লবণ ও লঙ্কা মাখিয়ে কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখা হোক জ্বালাপোড়ায় ব্যাঙ কাঁঠাল গাছে গা ঘসল। কাঁঠাল গাছের আঠা বেরিয়ে ব্যাঙের শরীর চাকা চাকা হল। তাই আজও কুনো ব্যাঙের শরীর এমন। এ ঘটনার আগে কুনো ব্যাঙের শরীর মসৃণ ছিল।

অভিপ্রায় ঃ হাস্যরস, পশুপক্ষীর মানব ভাষায় কথোপকথন।

বীর জ্যোতিষী

(মগ লোককথা)

শ্রেণী ঃ বিবিধ কথা

এক দেশে এক মগ রাজা ছিল। রাজা ছিল ধার্মিক ও দাতা। রাজদরবারে ভিক্ষু, সাধু, পুরোহিত, জ্যোতিষী ও বিদ্বান লোকের খুব আনাগোনা হত। মঘ রাজা তাদের যথাযোগ্য সম্মান করত। রাজার ও রাজ্যের ভাগ্য গণনা এবং বর্ষফল ইত্যাদি কাজে একদিন এক জ্যোতিষী রাজসভায় এল। জ্যোতিষী নিয়ম নিষ্ঠামতো নিখুঁতভাবে গণনা কাজ সম্পন্ন করলে রাজা তাকে চর্ব - চুষ্য - লেহ্য - পেয় খেতে দিয়ে বিদায়কালে একটি ঘোড়া ও চাবুক উপহার দিল।

সন্তুষ্ট চিত্তে ঘোড়ায় চড়ে জ্যোতিষী বাড়ি অভিমুখে রওনা হল। কিন্তু রাজবাড়ির খাবার আকণ্ঠ খেয়ে জ্যোতিষী পেট গলা খারাপ হয়। বনপথে ঘোড়া থামিয়ে সে পায়খানা করতে গেল। জ্যোতিষী এত ভীষণ শব্দ করে মলত্যাগ করল যে ভয়ে ঘোড়া ছুটে পালাল। সে ঘোড়ার হদিশ আর পাওয়া গেল না। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। জ্যোতিষী মাঝপথে এসে আটকা পড়ল। আশেপাশে কোথাও লোকালয় নেই। চারিদিকে ঘন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, নদ-নদী, হিংস্র জীব-জন্তুর বাস।

কোনরকম আতঙ্কিত না হয়ে জ্যোতিষী একটি ঝোপের আড়ালে চাবুক হাতে আশ্রয় নিল। গভীর রাতে এক বাঘ এসে হাজির। রাতের অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা গেল না। বেত্রাঘাত করে বলল - চল, রাজবাড়ী চল। এমন অদ্ভূত অভিজ্ঞতা বাঘের জীবনে ঘটেনি। সে তীব্রবেশে এলোপাথারি ছুটল। জ্যোতিষী তখন বুঝল, এ তো ঘোড়া নয়। জ্যোতিষী তৎক্ষণাৎ বাঘের পিঠ থেকে এক লাফে নেমে পড়ে, বাঘের পিঠে আরেক ঘা চাবুক কষিয়ে দিল।

আতঙ্কগ্রস্ত বাঘ কেবলই ছুটছে। অনেক দূর ছুটে গিয়ে সে যখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছে, তখন অন্য এক বাঘের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল।দ্বিতীয় বাঘ প্রথম বাঘের ক্লান্তি ও উদ্বেগের কারণ জানতে চাইল। সব বলা হল । স্বজাতির অপমানে রেগে গিয়ে দ্বিতীয় বাঘ প্রতিশোধ নিতে উদ্যোগী হল। প্রথম বাঘ পথ প্রদর্শন করাল চুপিসারে। দাম্ভিক দ্বিতীয় বাঘ যেই ঝোপের কাছে গেল অমনি জ্যোতিষী প্রচন্ড জোরে বাঘকে বেত্রাঘাত করল। আচমকা আক্রমণে আতঙ্কিত দ্বিতীয় বাঘ বায়ুবেগে পালাল এবং প্রথম বাঘের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল।

অপ্রত্যাশিত অপমানে ক্ষুব্ধ দুই বাঘ এগিয়ে চলেছে। তাদের চোখে-মুখে পূর্ব ঘটনার

ছাপ সুস্পষ্ট। পথে তাদের বানরের সাথে দেখা। কথাবার্তা হল। প্রসঙ্গতঃ ঐ ঘটনার কথা উঠল। বানর সমবেদনা প্রকাশ করে ওদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে বাঘদের সহযোগিতা চাইল। তিন বন্ধু ঘটনাস্থল অভিমুখে ফের রওনা হল।

ইত্যবসরে জ্যোতিষী এক বড় গাছের কোটরে বিশ্রাম করছিল। তাই তিন বন্ধু কোথাও জ্যোতিষীকে খুঁজে পেল না। বানর গাছে উঠে চারিদিকে দেখতে গেল। এমন সময় কোটরের আড়াল থেকে বানরের লেজ ধরে জ্যোতিষী এমন চক্কর দিল যে ভন্ ভন্ করে পাক্ খেতে খেতে বহুদূরে বানর নিক্ষিপ্ত হল।

সন্ত্রস্ত বাঘ ও বানর-এর মুখে আর কথা নেই। তখন তাদের রাজাকে এবং বানর তার রাজাকে এ ঘটনা জানাল। বাঘ রাজ বাঘসভা ডাকল। বানররাজ বানর সভা আহ্বান করল। পরে দু'টি অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হল - এ রাজ্যে থাকা আর নিরাপদ নয়। দেশত্যাগের আগে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা যাক। কাজকর্মের বন্টন হল। বাঘেরা হরিণ ও শূয়োরের মাংস জোগাবে। বানররা শাকসব্জি, ফল-মূল, পাতা, লাকড়ি ইত্যাদি আনবে। যে যার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করল। বেলা দুপুর হয়েছে। রান্না শেষ। খাবার সময় হয়ে এল।

দূরবর্তী লোকালয় থেকে কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটতে এসে জ্যোতিষীর সাথে দেখা ও পরিচয় হল। এমন সময় গহন অরণ্যে মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে এল। খুঁজতে খুঁজতে সেই বনভোজনের দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল এবং জ্যোতিষীকে জানাল। সদলবলে জ্যোতিষী গিয়ে পশুদের আড্ডাখানায় হানা দিল। বিকট স্বরে চিৎকার করে বলল, ধর বাঘরাজাকে ধর্। আর যায় কোথায়, পড়ি কি মরি করে সব ছুটল দেশান্তরে। কিছু দূরে ছিল বিরাট কর্ণফুলী নদী। নদীর তীরে অসংখ্য নৌকা, ভেলা, বোড় ইত্যাদি বাঁধা ছিল। অধিকাংশ বাঘ ও বানর তাতে উঠল। কিন্তু একটি অন্তসত্ত্বা বাঘিনী ও বানরী উঠতে পারল না। উভয়ে পাহাড়ে কন্দরে লুকিয়ে থেকে প্রাণে বাঁচল ও পরবর্তীকালে বংশ বিস্তার করল। জ্যোতিষী নদীর তীর অবধি তাদের পশ্চাৎধাবন করল। ফলে বাঘ ও বানরের অনেকেই নদীতে ডুবে মরল বাকি যারা তারা এই দ্বীপে আশ্রয় নিল। সবান্ধবে বনভোজ করে বীর জ্যোতিষী বাড়ী ফিরল। ঘটনার পর বহুদিন দেশে বাঘ ও বানরের উপদ্রব কম ছিল।

অভিপ্রায় ঃ হাস্যরস।

পাঁচ বন্ধুর গল্প

(রিয়াং লোককথা)

শ্রেণী ঃ বন্ধুদের কথা

এক গ্রামে এক গরীব জুমচাষী বাস করত। স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্র রেখে গৃহস্বামী অকালে মারা গেল। ছেলের নাম শুলংজাব্রীহা। সাধারণত পাড়ার চৌধুরীর নির্দেশ প্রতিবেশীরা বিপদাপন্ন পরিবারকে সাহায্য করে। কিন্তু এ পাড়ার চৌধুরী এসব ব্যাপারে নির্বিকার ও নির্দয় ছিল। তাই বিধবা তার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে ভিন্ন গ্রামে চলে গেল।

কালের গতিতে শুলংজাব্রীহা শৈশব থেকে কৈশোর ও কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পন করল। যৌবনে পদার্পন করে সে সব কাজেই ওস্তাদ এবং সমবয়সীদের চাইতে অনেক বেশী বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বলশালী হয়ে উঠল। যে পুত্রের মুখ চেয়ে বিধবা বহু কষ্ট সহ্য করেছে, সে পুত্রের যশ শুনে মায়ের মন ভরে গেল। কিন্তু বেশীদিন মহিলা সে সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারল না। অকস্মাৎ একদিন তার মৃত্যু হয়।

শোকাহত শুলংজাব্রীহা মায়ের শেষকৃত্য সেরে মনের দুঃখে বেরিয়ে পড়ল। পথে যেতে যেতে দেখা হল জাতিকলহা নামে এক দীর্ঘদেহী যুবকের সঙ্গে। এই যুবকের পা দু'টি ছিল অস্বাভাবিক লম্বা। সে শুলংজাব্রীহার নাম শুনেছ। সুতরাং দু'জনে বন্ধুত্ব হতে দেরী হল না।

আবার তারা চলতে শুরু করল। অনেকদূর যাওয়ার পর এমন এক অদ্ভুত দর্শন যুবকের সঙ্গে পরিচয় হল যার কানগুলো বেশ বড়। পরিচয় শীঘ্রই বন্ধুত্বে পরিণত হল। নতুন বন্ধু খভুবালিংহা দলে যোগ দিল। তখন তিন বন্ধুতে মনের আনন্দে গান গেয়ে হাঁটতে থাকল।

পরবর্তী জনপদে আসার পর তাদের সঙ্গে দেখা হল জাতিহকচুংহার। এ ব্যক্তির বিশেষত্ব হল, সে পায়ে পা ঘষলেই আগুন জ্বলে ওঠে। সেও ওদের সাথী হল। চার বন্ধু এগিয়ে চলল। এরপর দীর্ঘহাতযুক্ত এক যুবকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ ও সখ্যতা হল। তার নাম জাপাক্লুহা। সে এক জায়গায় বসেই দূরবর্তী জায়গা থেকে কোন কিছু সংগ্রহ করতে পারে।

একের পর এক লোকালয় ছাড়িয়ে পাঁচ বন্ধু ক্রমে গভীর বনে প্রবেশ করে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসতে ওরা আশ্রয়ের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। দৈবচক্রে দূরে একটি কুঁড়েঘর দেখা গেল। সেখানে গিয়ে তারা দেখে কি এক বুড়ী একা বসে আছে। ওরা বুঝতে পারল না যে, এ বুড়ী আসলে রাক্ষসী। বুড়ী ওদের দেখে মনে

মনে খুব খুশী। জোয়ান মানুষের তাজা রক্ত খাওয়া যাবে। পাঁচ বন্ধু বন থেকে শাকসব্জী, কাঠ-কুটো সংগ্রহ করে আনল। বুড়ী ওদের রান্না করে খাওয়াল।

অবসাদগ্রস্থ দেহে বন্ধুরা গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। সুযোগ বুঝে রাক্ষসী গভীর রাতে চার জনকে মেরে রক্ত পান করল। বিছানার শেষপ্রান্তে ছিল শুলংজাব্রীহা। সে নিজের সঙ্গে সবসময় একটি কাটারি রাখত। এই কাটারির অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে তখনি ঐ কাটারির ভেতর বন্ধুদের আত্মা বন্দী করে ফেলল। তারপর মহাদেবের দোহাই দিয়ে বন্ধুদের বাঁচিয়ে তুলল। প্রচন্ড রাগে তারা রাক্ষসীর ঘর ভেঙ্গে দিল এবং রাক্ষসীকে বেদম প্রহার দিয়ে তাড়িয়ে দিল। রাক্ষসী এক নদীর পারে রাজঘাটে গিয়ে বসবাস করতে থাকল।

পরদিন সকালে পাঁচ বন্ধু আবার হাঁটতে থাকল। পথে পড়ল প্রকান্ড এক বটগাছ। অচেনা কারও বাড়ীর চাইতে বটগাছই নিরাপদ। আপনার চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে বন ভাল। পাঁচ বন্ধু সে রাত্রি সেই বটগাছেই কাটিয়ে দিল।

সারা রাত ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেয়ে ভোরে চার বন্ধু শাকসব্জী, কাঠ-কুটো পাতা সংগ্রহ করতে গেল। এদিকে শূলজাব্রীহা রান্নার আয়োজন করছিল। এমনসময় সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক বুড়ো, সঙ্গে তার এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা। পারস্পরিক আলাপ-পরিচয় হতে হতে শূলংজাব্রীহা ও ওই কন্যার মধ্যে মনের মিল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বন্ধুরা ফিরে এলে, গান্ধর্ব্যমতে অনাড়ম্বরভাবে শূলংজাব্রীহার সঙ্গে ওই কন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

অতুলনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচ বন্ধু ঘরবাড়ী তৈরী করে সে বনেই নতুন বসতি স্থাপন করল। পাঁচ বন্ধু শাকসব্জী, ফল-মূল নিয়ে আসে আর নতুন বউ রান্না করে। এভাবে তারা সুখেই আছে। কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটতে এসে এ বাড়ীতে বিশ্রাম করে, জল পান করে। শূলংজাব্রীহার স্ত্রীর ব্যবহারে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তারা বাড়ীতে গিয়ে তার প্রশংসা করে।

লোকের মুখে ছড়াতে ছড়াতে এই মনমোহিনীর সংবাদ সে দেশের রাজার কানে পৌঁছল। কামাতুর রাজা মনে মনে ভাবল ছলে-বলে কৌশলে এ মহিলাকে পেতে হবে। রাজা ঘোষণা করল যে একাজ করে দিতে পারবে তাকে যথোচিত পুরস্কৃত করা হবে। কেউ রাজী হল না। শেষপর্যন্ত সেই রাক্ষসী রাজী হল।

রাক্ষসী পাহাড়ী যুবতীর রূপ ধারণ করে, বনের ফল-মূল সংগ্রহের অজুহাতে পাঁচ বন্ধুর বাড়ীতে যাতায়াত শুরু করল। পরিচয় ক্রমেই সখ্যতায় পরিণত হয়। রাক্ষসী রাজবাড়ী থেকে ধান-চাল এনে দেয়, আর শুলংজাব্রীহার স্ত্রী তাকে শাকসব্জী দিয়ে দেয়। একদিন রাক্ষসী বিষ মেশানো পিঠে এনে দিল। শুলংজাব্রীহা তার যাদুগুণসম্পন্ন কাটারি দিয়ে পিঠে স্পর্শ করে তারপর খেল। এতে বিষ নষ্ট হল।

শুলংজাব্রীহার কাটারির যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে তার বন্ধুরা জানত। স্ত্রীকে সেকথা সে জানায়নি, কিন্তু শেষপর্যন্ত স্ত্রীর বার বার অনুরোধে অতিষ্ঠ হয়ে এ গোপন কথা স্ত্রীকে বলে দিল। আর রাক্ষসী কৌশলে কথায় কথায় তা স্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নিল। রাক্ষসী আরও জানতে পারল ঐ কাটরি আগুনে পুড়তে পারলে শুলংজাব্রীহার মৃত্যু নিশ্চিত। রাক্ষসী লক্ষ্য রাখল কখন চার বন্ধু বেরিয়ে যায়।

এক শীতের সকালে চার বন্ধু বেরিয়ে যাওয়ার পর শুলংজাব্রীহা আর তার স্ত্রী বাড়ীতে আগুন পোহাচ্ছিল। এমন সময় রাক্ষসী এসে তাদের পাশে আগুনের ধারে বসল। একথা সেকথা বলতে বলতে এক ফাঁকে চট করে ঐ কাটারিটা আগুনে ফেলে দিল। আর তখনই শুলংজাব্রীহা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। রাজার গুপ্তচররা ঝোঁপে - ঝোঁপে লুকিয়ে ছিল। তখন রাক্ষসী আর গুপ্তচররা মিলে মহিলাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।

সারাদিন জুমে কাজ করে বিকেলে বেলা বাড়ি ফেরার পথে তারা দূর থেকে দেখতে পেল বটগাছের প্রধান ডালটি শুকিয়ে গেছে। এটা বিপদ - সংকেত। ফেরার পথে তারা নদীতে স্নান করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দেখল, অঘটন ঘটে গেছে। শুলংজাব্রীহার লাশ পড়ে আছে, বৌদির পাত্তা নেই। এক বন্ধু সমুদ্র থেকে একটি পাথর আনল। এক বন্ধু তলোয়ার আনল আর এক বন্ধু ঐ কাটারি খুঁজে বের করে পাথরে ঘষতে থাকল। আস্তে আস্তে শুলংজাব্রীহার জ্ঞান ফিরে এল। তার মুখে বন্ধুরা সব শুনল।

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা, ঘনিয়ে বসে এসে।

কথা দিয়ে কথা কিনে, প্রাণে মারে শেষে।

রাজা শর্তানুযায়ী রাক্ষসীকে রোজ একটি লোক আর বাড়ি বাড়ি খাবার খেতে দেয়। অপমানিতা রাক্ষসী এতদিনে প্রতিশোধ নিতে পেরে খুব খুশী। রাজবাড়ী থেকে রোজ ভাল ভাল খাবার পাঠানো হয়, আর প্রজারা পালাক্রমে বাধ্য হয়ে একজন করে রাক্ষসীকে খাবারের জন্যে যায়। কিন্তু এই অত্যাচার কত দিন সহ্য করা যায়? অসহায় ও অসংগঠিত প্রজাদের সঙ্গে যোগ দিল পাঁচ বন্ধু। তারা প্রথমে রাক্ষসীকে বধ করল। তারপর সমস্ত প্রজা মিলে রাজবাড়ি আক্রমণ হানল। যুদ্ধে রাজসৈন্য পরাস্ত হল। রাজা নিহত হল। বিজয় উৎসব পালিত হল। প্রজাদের অনুরোধে শুলংজাব্রীহা দেশের শাসনভার গ্রহণ করে বন্ধুদের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করল।

অভিপ্রায় ঃ ইন্দ্রজাল, প্রতিহিংসাপরায়নতা, দুষ্কর্মের শাস্তি, পাশবিক নিষ্ঠুরতা, পুরস্কার ও শাস্তি।

ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত

ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির প্রধান অঙ্গই হোল লোকসঙ্গীত। নানাদিক থেকে পূর্ব ভারতের ছোট্ট এই প্রত্যন্ত রাজ্যটি অনগ্রসর হলেও তাঁর লোকসঙ্গীতের ভান্ডারটি মনিরত্নে পরিপূর্ণ। ত্রিপুরার নিজস্ব লোকসঙ্গীত বলতে এ রাজ্যের আদিবাসী ও উপজাতিদের সঙ্গীতকে বোঝানো হয়। এদের বাস বনের ধারে, টিলার চূড়ায়, কিংবা সবুজ ধানক্ষেতের পাশে। এরা লেখাপড়া না জানা খেটে খাওয়া মানুষ। এদের পরিচয়, এরা জুমিয়া, সমাজতত্ত্বের ভাষায় আদি সমাজবাদী মানুষের অবশেষ। বেশভূষায়, আচার আচরণে, এরা সহজ সরল, জীবন এদের অনাড়ম্বর। এই গ্রাম পাহাড়ের সঙ্গীতই ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত। এদের জীবনচর্চা, হাসি কান্না, দুঃখ-বেদনা, উৎসব ও ধর্মচর্চাকে কেন্দ্র করেই এদের সঙ্গীত প্রবাহমান, এদের সঙ্গীত এদের জীবনধারার মত সহজ সরল অকৃত্রিম। নদীর ধারার মত সাবলীন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত, ত্রিপুরার লোকসঙ্গীতের সাথেও তথাকথিত সভ্যতা, শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ কোন সংযোগ নেই। বস্তুতপক্ষে ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত ত্রিপুরার লোক জীবনেরই স্বাভাবিক প্রকাশ। তাই প্রতিটি দেশের বা অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট বিভিন্নতা থাকলেও সব দেশের লোকসঙ্গীতের মৌল উৎস ও চরিত্র এক।

ত্রিপুরার লোকসঙ্গীতের উৎস জানতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে সেই প্রাচীনকালে, যখন ত্রিপুরা ছিল অবগুন্ঠনে ঢাকা যখন আদিবাসী মানুষ ছিল আপন সীমানায় আবদ্ধ। এই সময় আদিবাসীদের জীবন ছিল জুমকেন্দ্রিক - উন্নতমানের কৃষি পদ্ধতি ছিল অনধিগত। টিলায় চাষ, টিলায় বাস। জুমকেন্দ্রিক জীবন ও জীবিকা তাদের দিয়েছিল যাবাবরের জীবন। এবছর এ টিলায় তো ও বছর আরেক টিলায় জুম চাষ। এই জুম চাষকে কেন্দ্র করেই ত্রিপুরার আদিমতম লোকসঙ্গীতের উদ্ভব। জুম চাষে আদিবাসী নারী - পুরুষ, যুবক-যুবতী, সমবেতভাবে অংশগ্রহণ করত। ফলে এই জুমক্ষেতেই জীবনের আবেগ, প্রেম ভালবাসা, দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত হৃদয়ের আদান-প্রদান, চলত নৃত্যগীত দিনের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য। তাই ত্রিপুরার অধিকাংশ লোকসঙ্গীত রচিত হয়েছে এই জুম চাষকে কেন্দ্র করে। সেইজন্য এইসব লোকসঙ্গীত হৃদয়ের সহজ সারল্যে প্রাণবন্ত।

ত্রিপুরার লোকসঙ্গীতের আরেকটি উৎস আছে যা অধিকাংশ আদিবাসীদেব ধর্মচর্চার সঙ্গে যুক্ত। পূজা পার্বণ, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এইসব লোকগীতির উদ্ভব।

ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদের মত ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা এখনও লিখিত ভাষা রূপে বিকাশের অপেক্ষায়। লিখিত ভাষার অভাবে মৌখিক ভাষাই হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি চর্চার প্রধানতম মাধ্যম। যুগ যুগ ধরে এক পুরুষ থেকে আরেক

পুরুষ, এক মুখ থেকে আরেক মুখে উপজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টিময় সংস্কৃতির উপাদানগুলি বাহিত হয়ে এসেছে। এই শ্রেণী কৃষ্ট সংস্কৃতির প্রধানতম বাহন সেই সংশ্লিষ্ট সমাজের সঙ্গীত স্বাভাবিক কারণেই সমৃদ্ধ।

ত্রিপুরার বৃহত্তম আদিবাসী সম্প্রদায় অর্থাৎ ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত ঐ একই কারণে সমৃদ্ধ একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বহিঃসংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত প্রাচীন ত্রিপুরী লোকসঙ্গীত নিজেকে নিজেই প্রভাবিত করে সঙ্গীত জগতের এক ঐশ্বর্য ভান্ডার গড়ে তুলেছে।

বর্তমান সংকলনে ত্রিপুরা বিভিন্ন প্রান্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহীত মোট ১০০ টি ত্রিপুরী লোকসঙ্গীত। সন্নিবেশিত করা হয়েছে, প্রতিটি সঙ্গীতের বিষয়বস্তু ছাড়াও ভাবার্থ বুঝাবার সাহায্যার্থে বাংলা ভাবানুবাদ দেওয়া হয়েছে।

বিষয় অনুযায়ী ত্রিপুরা লোকসঙ্গীতকে নিচের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১) প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত

২) নিসর্গ বিষয়ক সঙ্গীত

৩) জুম ভিত্তিক সঙ্গীত

৪) উপদেশমূলক সঙ্গীত

৫) বিরহ সঙ্গীত

৬) বিবিধ সঙ্গীত

প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীত

হাবাই দুরুপা জরমি ফুরু

আদি সাক বাকসা নীংবাই

হাচিং মাইরীবাম হুগই থীংফুরু

আদি সাক বাকসা নীংবাই ।

সরক পীকীইন মাইতীক সানামই

মালা বখংন মাইতীকসীনামই

আগি চেরাই অ-চীং থীংলাই ফাইখা

মানি খলংগ তংতে তংতেরই

তাবুক সিক্লা সকখা

নীংবো সিক্লা অংবো সিক্লা

তাংগীই চানানি নাংখা।

(ভাবার্থ ঃ সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে যখন মাটি ও দুর্বা ঘাষের প্রথম জন্ম - তখন থেকেই তোমার সাথে আমার অন্তরঙ্গতা। ছোটবেলায় সরার টুকরো ও নারিকেলের খোলকে হাড়ি কড়াই করে আমরা রান্নাবান্নার খেলা খেলছি। মায়ের কোলে থেকে এখন আমরা বড় হয়ে যৌবনে পা দিয়েছি - এখন তোমাতে আমাতে মিলিত জীবন সংগ্রাম শুরু করার সময় এসেছে।)

জৈষ্ঠ মাসনি মুয়া হাকীতীই

মায় খুল লুবমো খীতীই।

অ - যাদুঃ বাবুলে রাই সীইম রাইতীই

তক্‌মা কসমনি তকতীই

অ-যাদু নখালে কসমানি ওয়াতীই

মায় বাবুবাই মা তংখা হিনকাই

বই খন্ত পুরি তীতীই ।

অ - যাদুঃ মায় বাবু বাই তংমা য়্যাকারই

প্রাণ যাদুবাই মা তংখা হিনকাই

আগিনি দিনঅ তাঁইবাই আ তংতাঁই

অ-যাদু ঃ তাবুকলে যানবাই তংতাঁই।

(ভাবার্থঃ মা বাবার সাথে পরিবার পরিজনদের সাথে বাস করলে বৈকুণ্ঠপুরীতে বসবাসের সুখ পাওয়া যায়। আবার মা বাবার স্নেহ সান্নিধ্যে থাকার পর যদি দয়িতার সাথে থাকতে পারি তবে সেটা হয় যেন জলের সাথে মাছের মতো অবিচ্ছেদ্য।

ওয়াতই ওয়ামানি ওয়াখারে - খেরে

চিনি গাতিলাম সিংপেরে পেরে

বাহায় কাই গাতি থাংন'

বাবুজান লগি রিদি।

হাতাঁং কামিনি দুংগুর গাতিলাম

দালান রেকেতাই হলং য়্যাকাঁলাম

কাসলে ওইদে থাংন।

বাবুজান লগিরিদি ।

মায়ুং কাঁথাংরগ ফাইঅ খাঁনাঅ।

মাঁসা গাবু ঘা ফাইঅ খাঁনাঅ

সাইচুং থানানি খাসাঁরাঁক সাঁরাঁক

বাবু জান লগি রিদি।

(ভাবার্থ ঃ বর্ষাকাল। বৃষি ক্ষণে ক্ষণেই ঝরছে। ঘাটে যাবার পথ পিচ্ছিল হয়ে আছে। কি করে যে ঘাটে যাই। বাবু জান তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে। টিলা বাড়ীর জলঘাট অনেক নীচুতে ছোট্ট জলপ্রপাতে। পাথরের খাঁজে খাঁজে বিরাট ফাটলের কিনারা দিয়ে সংকীর্ণ পথ। যেকোন মুহূর্তে পা পিছলে দুর্ঘটনা হতে পারে। তদুপরি পথে বুনে হাতী ও বড় বাঘের উপদ্রব। হে বাবুজান, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ?)

কথা ঃ খুমনি দে খুমতাঁরাং কানয়া কানয়াই বা

দুদরাই মালা মা-কান ?

কানম’ কান জরীপ খিবি কীলাংগীই

রাজানি পুরি কারই কীলাংগীই

তীমালে গদিসি নাংমানি বাগীই

রাম সংবা - বলংগ বাসা মা খাই ?

তীমালে অসতি নাংমানি বাগীই

মীসীই রাংচাক নো ককনা থাংতিনি

আসীক বিরিমান মান বা ?

তীমালে গদিষি নাংমানি বাগীই

সীতা বা খকজাক লাংবা ?

ইকলে যম কাইথর বাক্যরিমাবাই

থীইয়া অমরনি বরন মানীইব’

রাবন বা থাইজা লাংবা ?

(ভাবার্থ ঃ ফুলের মালা না পরে কেন রুদ্রাক্ষের মালা পরতে হল ? রাজবেশ পরিত্যাগ করে রাজপ্রাসাদ ফেলে গিয়ে - কি ঝঞ্ঝাটের জন্য রামচন্দ্রদের বনবাস করতে হল ? কি এত সাধ জাগল - সোনার হরিণ কে মারতে গিয়ে এত বিপদে পড়তে হল ? কি দৈব দুর্বিপাকের জন্য সীতা অপহরিত হল ? যমের অভিশাপের জন্য অমর বরপ্রাপ্ত রাবণকে ও মৃত্যুবরণ করতে হল ?)

মিয়া সারিগ’ নকবার ফাইকীনা

নখলা ফারজাক নুগ’।

তিনি আইচুগ’ প্রাণ যাদু সং ফাইখীনা নাদো

দগা খুম বেরজাক নুগ।

হামমানি বারা রগনো অ-রাংচাক্ সং

থকফুলয়াই মিলিক নাইরগ্

খুম কানয়ীই মতম নাইরগ ।

অশানি মীতাই খাকচাসে নাইথক।

রাংচাক সংঘুরি ই নাইথক

আচুক তংখাইবো বাকসো বেড়াতংতৗই

বাচাতর খাইবা সিলাই সংচাতৗই

অ-রাংচাক সং ....

হামমানি বারা রগন' ।

মকল নো নাইদে খাফুরয়া তংনো

মকল মুকওয়ানজৗই রকন' ।

য়্যাসি ন নইদে খাফুরয়া তংনো ....

য়্যাসি - সবাইথাইরগন।

(ভাবার্থ ঃ গতরাতে বোধহয় দমকা বাতাস এসেছে। উঠান পরিষ্কার হয়ে আছে। আজ ভোর রাত্রে বোধহয় প্রিয়তম এসেছে - সেইজন্যই দরজার ফুল গোঁজা রয়েছে। হে প্রিয়তম তুমি সত্যিই সুন্দর। তেল না দিয়েও তোমার শরীর মসৃণ। ফুল না পরেও তোমার দেহ সৌরভ সুভাসিত। দুর্গাপূজোর মূর্তির সৌন্দর্য - ওটা একটা দিক কিন্তু প্রিয়তম সবদিকেই সুন্দর। বসা অবস্থায় দেহ ভঙ্গিমা যা চারকোন যুক্ত বাক্সের মতো আর দাঁড়ানো অবস্থার যেন বন্দুকের অবয়ব। তোমার চোখের সৌন্দর্য অতুলনীয়, তোমার চোখের সৌন্দর্য অতুলনীয় তেমনি হাতের আঙ্গুলগুলো দৃষ্টি নন্দন ।)

কথা ঃ

হাপিং মুইমাইসিং খৗরৗইচাফুরু

হাপিং মুইমাইসিং শিলন' খাতাং

নাগর সামপিলি সাগবাই কাক্য়াতৗই

মায় বাই বাবু সাগবাই কাকয়াবা

কেন চৗং খাতাংয়াতা।

নাগর খাতাংমা কৗরৗই ওংয়ানা

মাসিং জরা বাই সাচৗলাং জরা

নাগর খাতাংমা তংনা ।

কুচুগ তলিংনি খরাং খৗনাঅই

মান খাতাংয়া ফান খাতাংয়া

উদিসি খাতাং মানি।

(ভাবার্থ ঃ পুরোনো জুমে অড়হর গাছে ফুল দেখা দিলে শিলপাখীকে মনে পড়ে। এই সময়ে প্রিয় কার কথা স্মরণ করো। দেহের সাথে ছায়ার মতো - মা বাবার সাথে বাস করার সময় কাউকেও স্মরণ করতে হয় না। কিন্তু গ্রীষ্মের শেষে ও শীতের শুরু এই মধ্যবর্তী সময়ে নিশ্চয়ই প্রিয়তম কারও স্মরণ করো। যখন আকাশের উঁচু অনেক উঁচুতে চিল ডাকে তখন মা বাবাকে স্মরণ না হলেও নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে স্মরণ করো ।)

কথা ঃ

সারিক সাল থাংকা লুরিয়া খাকদি
ননসে মা হিন তীলাই।
দিবর ওংখাদো মুই খীলাই দিবা
ননসে মাহিন তীলাই ।
সারিক সাল থাংখা নীং সীকাংহিমদি
ননসে মা হিন তীলাই ।
আলিয়া কোনা নখা সম ফাইখা
সাজীক সিকালা বুমা মানজায়া
বিয়াং মাইকীরা কাইনাব সিয়া
বিয়াং মইকতর কাইনাব রীংয়া
খুমপাং বীচলীই লাংগাঅ দাতাই
থাংতীতাই পিনসা লাংখা
ছাজুক সিকালা হাতাল থাংগ'
তকুলা তেনতাই সগ'।

(ভাবার্থ ঃ সন্ধ্যা হয়েছে - লুবিয়া (বরবটি) পার --- এই কথাটি যদি তোমায় বলতে পারতাম। দুপুর হয়েছে --- রান্না-বান্না কর ---- এই কথা যদি তোমায় বলতে পারতাম সন্ধ্যা হয়েছে ---- চলো ঘরে ফিরে যাই ----- এই কথাটি যদি তোমাকে বলতে পারতাম আলিয়া কোনা কালো করে মেঘ আসছে। যুবতী মেয়ে জুমে কোথায় কি ধান বুনলে ভালো হয় কিছু জানে না। ফুলের বীজ লাংগায় ভরে নিয়ে জুমে ছড়িয়েছে ---- যুবতী মেয়ে নতুন জুমে যাচ্ছে। তকুলা পাখী ডেকে তাকে অভ্যর্থনা করছে।)

দংগর বখরগ খুমপুই বারমানী

তামসীক মতম জানি।

সাইচুং সাগ কাইসা খলুইনা খাইব .....

তাম সীক কিরি জানী ।

দংগর বখরগ খুমপুই মতমানো

সাব বাই খলুই চানো।

কামিনি বায়াপ সাকচালালাইরগ নো

লগি দে সানাই নাইন।

দংগর কুপুলুং মতম সাই তংখা

সাব বাই খলনা অংখা ।

(ভাবার্থ ঃ দংগর এর (জলপ্রপাতের) দারে খুমপুই (দোলন চাঁপা) ফুল ফুটেছে। সেই ফুলের সুঘ্রাণে ম-ম করছে। একাকী সেই ফুল তুলতে ভয় করছে। কার সাথে কাকে সঙ্গে নিয়ে সেই ফুল তুলব। পাড়ার সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের কি অনুরোধ করব - ফুল তুলতে সঙ্গী হওয়ার জন্যে ? সমস্ত দংগর ফুলের গন্ধে আমোদিত হয়ে রয়েছে। কার সাথে সে ফুল তুলতে যাই ......।)

কথা ঃ

আমি নগ্‌গানা সাব হুক হুকপাই

ওয়াসক কীলাইঅ রাইরাহী

আনি লগিন'সাব কক সুংফাই

মুকতাই কীলাইঅ রাইরাই।

মায়নি পিয়াসা সারি থাংলাব'

মায়া তা সারি লাংদি ।

গাতি থানসা তুকুলাইফু - রু

সীমাই তাংমানি - সীমায় নীংবর খিবি ।

নিনি মুং রিয়ই বালিক তাক্‌মানি

নীংবা কানাইদে কানয়া ।

নন ওয়ানসুগুই আংলে মাইচায়া

নন ওয়ানসুগুই অংসে তৗই নীংয়া

কসম সমপিলিক জীকন'

খুম কানয়াই মতম জীকন' ।

(ভাবার্থ ঃ আমার বাড়ীর পার্শ্বে কে জুম কাটছে । বাঁশগুলি একে একে কাটা পরে সশব্দে পড়ছে আমার প্রিয় লক্ষ্মীকে বিয়ের কথা শুনাতে আসছে ... চোখ থেকে ঝরো ঝরো জল পড়ছে। তুমি কখনও আমার মায়া ত্যাগ করো না। এক ঘাটে স্নান করার সময় দু'জনে যে শপথ করেছিলাম তা কি তুমি ভুলে গেলে ? তোমার নাম করে নাকে নাকফুল গড়তে দিয়েছি - সেটা কি তুমি পরবে না, তোমার ভাবনায় আমি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছি - হে শ্যামলীমাবর্ণা প্রিয়া আমার হে ফুল বিনা সুঘ্রাণময়ী।)

হাপুং থাইসিনি বাখগাঁই নাইবো

কেনজুয়া মুড়া মানয়া ।

দেশ সুরবুবীই বেড়াই নাইব'

নীংতৗই নাইথক লে নুগয়া ।

কসম সমপিলিক জীকন'

আচুক থানিব রসনাই গীনাং

মীনীই থানিব রসনাই গীনাং

কসম সমপিলিকি জীকলে।

রকই তংগীইবো নাখীরাই গীনাং

কসম সাগমিলিক জীকলে ।

তরবু তরথায়া লগ্ বো লগ্ থায়া

কসম সমপিলিক জীকলে ॥

কলক নি দল' নাহার নাইখাইবো

কিসা সাগ বারা নুগো ।

বারানি দলঅ নাহার নাইখাইব

কিচা সাগকলক নুগগো ।

মতম বারিয়া জীগন'

বুইলে হামজাক্‌য়া খাকুলুবুবার

আনি থানিলে রাংচাকনি খুমবার

আনি থানিলে রাংচাকনি খুমবার

আশিনি কারই নববই সে থাংতুন

থাংতুন লক্ষ্মীনি বাগীই।

(ভাবার্থ ঃ সাত সাতটি টিলা পার হয়ে দেখেছি - কিন্তু কেচুর মুড়া পাওয়া গেলনা। দেশের চতুষ্কোণ ভ্রমণ করে দেখেছি কিন্তু তোমার মতো সুন্দরীর দেখা পাওয়া গেল না। তোমাকে বসা শোওয়া সব অবস্থাতেই সুন্দর দেখায়। তুমি নাতিদীর্ঘ লম্বা দলে তোমাকে একটু বেঁটে, বেঁটে মেয়েদের দলে তোমাকে একটু লম্বাটে মনে হয়। হে সোনামনি, অন্যের কাছে যাই হোক না কেন তুমি আমার কাছে প্রিয় - প্রিয়তম। তোমার জন্যে ৮০ কেন ৯০ খরচ করতেও আমি পিছু পা নই ।)

মীসা সামপারি য়্যাপাই তীইকাগয়া

তা থাংদি হুগ সাইচুং ।

তাবুকনি জরা রগো ।

হুক বীলাম লামা তুকমানি সময় ....

তা থাংদি হুগ সাইচুং ।

খরগ রি কীচাক সরই ফাইনাইরগ

য়্যাগ - চেম্বুকসা তীয়াই ফাইনাইরগ

খুতাই বুখ্রই ফাইপো ।

তা থাংদি সাইচুং

তাবুকনি জরা রগো ।

(ভাবার্থ ঃ বনের বাঘের সদ্য সদ্য পায়ের ছাপ রাস্তায় ভর্তি । তুমি একা এ সময়ে জুমে যেওনা প্রিয়। এইসময়ে জুমের রাস্তাঘাট জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তুমি একাকী জুমে যেওনা। একজন মাথায় লাল পাগড়ী পরিহিত আর একজন হাতে চাবুক যুক্ত ওরা জুমের খুতাই আঘাত করে করে এইসময়ে ঝরিয়ে দেয়। এই মুহূর্তে তুমি একা একা জুমে যেওনা প্রিয় আমার।)

কথা ঃ

হাতাল সমলীলীক কিতিং য়্যালীলীক
সীকাং লে হিম ফাইদি য়্যালীক।
নিনি মুংরিওই বাচাই কুসু-ন
রিগিনাই তাগরি মানি
কুয়াই চুগ বলব মীথাল
বাইলে কুসুন রিসা তাগরিম'
বীথাই সাই রুংখু সাইজাগ।
মোহন পুরিয়া রিগীনাই সাড়ি
গানা কৃষ্ণ পুরি।
কানয়া চুময়াই নো আসীক মীচাংগ
কান খলাই বুইনি বারা।

(ভাবার্থ ঃ সবুজ জুমের পরিবেশ মিলিয়ে হে প্রিয় শ্যামলী বর্ণা প্রিয়ে আমার আগে আগে হাটবে এসো। তোমার জন্য ছোট বৌদিকে দিয়ে কুয়াইচুগ নকসাযুক্ত পাছড়া বুনিয়েছি। তোমার জন্য ছোড়দিকে দিয়ে সাইরাখু নসকা যুক্ত রিয়া বুনিয়েছি। মোহনপুর থেকে কৃষ্ণপুরী পার যুক্ত শাড়ী এনেছি। এমনিতে ভাল পোশাক না নিয়েই তোমাকে সুন্দর দেখায় .... পোষাক পড়লে তুমি হবে সেরা সুন্দরী।)

এমাং নুগমাব্র' কথর কীলাইঅ
অ মীনাই তাকালাই তীমা ওংনো।
আগি আইদনি বীরাইচুক বুড়ানো
সামা খীনাঅ ......
সিন্দুক গ'রাংকাঅ হিনীই।
দগা নাইসনই তখা মরগো
তাকীলাই তীমা ওংনো।
বুড়া বুড়ি নো সামা খীনাঅ
নুখুং জম্ম বারি (অ) হিনই।
অ-মীনাই-তাকীলাই তীমা ওংনো।

(ভাবার্থ ঃ স্বপ্নে শিলা বৃষ্টি দেখেছি। হে প্রিয় এবার জানি কি হয়। বয়স্ক বুড়ো-বুড়ীদের কাছে শুনেছি ---- স্বপ্নে শিলা বৃষ্টি হলে নাকি সিন্দুকে টাকা বাড়ে ঘরের দরজার ভেতর তাকিয়ে কাক ডাকছে। হে প্রিয় জানি না এবার কি জানি হবে। বৃদ্ধ - বৃদ্ধাদের কাছে শুনেছি ... এই স্বপ্নে নাকি পরিবারে জনবল বাড়ে। হে প্রিয় জানিনা .... এবার কি হবে ।)

কথা ঃ

আইচুক বাচাদি বকসাদি ....

হাপিং থানানি ফাইদি ।

অ মনাই হাপিং ন - খাতাংয়াদে।

খুমচাক বীচালীই......রাবাইসক খীনা

ফাইদি হাপিং গ থানু।

হাপিং গ থাংগীই কিফিল ফাইফুরু

ছতর বংগ খাজুঅ বেরখাই

খুমচাক নো খুনজু কানখাই

সীকাং তলালাই মা হিমলাই খাইলে

তীমা জানি বা তংথক

অশানি মীতাই বীস্কাং নাইথক

মীনাই ওকলক নাইথক

অশানি মীতাই তাগমা য়্যাকথাগীই

মীনাই নো তাকজাক খীনা ।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয়, খুব ভোরে ওঠে। রান্না বসাও। চলো পুরানো জুমে যাই। পুরানো জুমের জন্য তোমার মায়া আসে না। হয়ত এখন খুমচাক ফুলের বীজ পেকে উঠেছে। জুম থেকে ফেরার সময় ছতরবাগ ফুল খোঁপায় গুজে আর খুমচাক কানে পরে যদি তুমি আসার সঙ্গে সঙ্গে হাটো ..... তবে কি জানি কেন এত আনন্দ হয়। দুর্গা-প্রতিমা শুধু সম্মুখেই সুন্দর ... হে প্রিয় তোমার পেছন দিকটাও সুন্দর। দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ হঠাৎ ফেলে রেখে যেন তোমায় গড়া হয়েছে। ..... হে প্রিয়ে)

কথা ঃ

অ চিকন হাদুক দকু কলক সাইচুং হিমপ্রনন নন ওয়াসুগই হিম।

হিমতুই হিমমায়তুই য়াপ্রি সেও অ-চিকন নন ওয়ানসুগই হিম ।

খাপাং খা বিছি নন ওয়ান্সগ বীখা কক্ শাঅ নুংবাই ।

মায়বা রিংগ মাই খুরকা বাবু, মাইখলাই আচুগ ফাইদি।

মায়বা রিংগ তুই সিরকা বাবু, মাইখলাই আচুগ ফাইদি।

মায় রিংমান খুঞ্জ অ কান্য়া, অচিকন নন ওয়ানসুগ মা বাগই ।

খাপাং খা বিছিং নন ওয়ানসুগ, অচিকন বীখা কক সাঅ নুংবাই ।

তুইবুক তুই দুরমা লোকারগ নুগ, অচিকন খাপাং খা দুরমা নুগয়া

খাপাং খা বিছিং নন ওয়ানসুগ বীখা কক সাঅ নুংবাই।

বাবু বা রিংগ দা হুলই তুই দি লগি হুগ হক্না ফাইদি ।

তুই কাংমা জরা তুই নুংলাইনানি লগি তুই দামা তুইদি।

বাবু রিংমাব খুঞ্জু অ কানয়া অ চিকন নন ওয়ানসুগ্মা বাগই।

খাপাং খা বিছিং নন ওয়ান সুগ অ চিকন বীখা কক্ সাজ নুংবাই।

সত্যমা চাদি সত্যমা তংদি থানাং চুং মালাই নানি।

মায় বর মানি খাজুঅ ছুরি নন তামুংগই সুরি।

খাপাং খা বিছিং নন ওয়ানুসুগ বীখা কক সাজঅ নুংবাই।

(ভাবার্থ ঃ হে সোনামনি ..... দীর্ঘ পথ চলার সময় তোমার কথা মনে পড়ে। চলতে চলতে পা ফেলতে ফেলতে তোমার কথাই স্মরণ করি। মনে মনে ভাবি আর মনে মনে তোমার সাথে কথা বলি। মা- খাবারের জন্য ভাত বেড়ে জল গড়ে দিয়ে আমায় ডাকছেন ... কিন্তু মনে মনে তোমার সঙ্গ অনুভব করছি, তাই মায়ের ডাক কানে আসে না নদীতে বাঁধ পড়লে জল স্ফীত হয় তা সহজেই দেখা যায় কিন্তু মনে যদি ভাবনা জমে সেই ভাবনা চোখে দেখার নয়। বাবা কাজে যাবার জন্য দা ধার দিয়ে ...... তৃষ্ণার জন্যে ধামাতে জল নিয়ে যেতে বলেছেন কিন্তু মনে মনে তোমার সাথে আলাপের জন্য বাবার ডাক শুনতে পাই না। সত্যিকারেই যদি তোমার সাথে আমার ভালবাসা হয়ে থাকে তবে জন্ম জন্মান্তরে হলেও তোমার সাথে দেখা হবেই .... মিলন হবেই .....।)

কথা ঃ কসম সাগমিলিক ওয়ানজুইনি বর্ণ

য়্যাগ' মতমমা' কাগয়া।

বিছানা থানসা বিড়ি য়্যাফারই কক সালাইনানী

খাপাং নীং ওয়ানসুক য়াদে।

মকল নো নাইদে খা ফুরয়া তংন’

মকল মুকরুমুই রকনো।

য়্যাসিন নাইদে খা ফুরয়া তংনো

য়্যাসি ....সবাই থাই জীকনো।

ফিকুংন নাইদে খা হাবয়া তংনো

ফিকুং বেবিকুং জুগন।

কসম সমপিলিক জীকনো

য়্যাকরাই থানছা হিমলাই তংনানি

চিনি ব বংখা তংগু।

কৗনীইখা বাকসা তাংলাই চানানি

চিনিখা বাক্‌সা তংগু।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয়ে ..... উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা .... বঙ্গনারীর চেহারা ....। তোমার হাতের সুগন্ধির শেষ নাই। এক বিছানায় শুয়ে একত্রে বিড়ি খাবার কথা কি তোমার মনে আসে না? তোমার চোখ অতীব সুন্দর, আঙ্গুলগুলো ও দৃষ্টিনন্দন। পিঠের দিকের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত, হে সোনামনি তোমার সাথে একসাথে হাটতে চলাফেরা করতে মন আকুল করে। একসাথে গৃহস্থের কাজ করার সংসার করার কথা আমায় পাগল করে তুলে।)

কথা ঃ হাপুং জুদানি মাই চাউই খীলাই

আন’ পগানু নুংলে ।

তীইবুক জদানি তীইনুংগীই খীলাই।

নীংলে পগ্‌মানু আন’।

হাজার খাতংগীই নাইরীকফাইসিংব ....

ঘাতি ওয়াখিলং জরা ।

মায়...... বুঝিয়া মাই খুরই রিব’

চায়া অগসাই হিনদি।

মায়-বুঝিয়া তাঁই সিরই রিব

নুংয়া অগসাঅ হিনদি

....

মা ফানি জবান নারীকদ্রপসে

আংবা থাংনানি নাংগ'

দারুণ মাইসংমা মাইখরক কুতুং

দারুণ তাইখকমা কুওয়া তাইরুম

দারুণ তাইখকম' নীংয়া।

(ভাবার্থ ঃ (জামাই প্রথায় যাত্রাকালীন গান) নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন পরিবেশে গিয়ে তুমি আমায় ভুলে যাবে। নতুন জায়গায় জল অন্ন তোমাকে ভুলিয়ে দেবে। যদি তুমি আমার প্রতি একান্তই অনুরাগী হও তাও জলের ঘাট পর্যন্ত বড়জোর আমার অনুসরণ করবে ...... এর বেশী তো নয়। যদি মা স্নেহ করে ভাত বেড়ে দেন ..... খাওয়ার জন্য জল মাত্র আমি যাচ্ছি। নিতান্ত সন্তান স্নেহে পাগল মা, সাদরে গরম ভাত বেড়েদিলেও খাব না। সস্নেহে কুয়োর ঠান্ডা ও পরিষ্কার জল পান করার জন্যে দিলেও পান করবো না।)

কথা ঃ

আষাঢ় মাসনি ওয়াতাঁই ওয়ামানি

ওয়াতাঁই ওয়াখর' খর ।

ওয়াতাঁই নি তাঁই বাই তাঁইসা তরমানি

তাঁইসা তর মর মর'

অ তাঁইছাঅ ...... ছিচিং চাকমানি

ছিচিং আবার হাবমানি

অ - ছিচিংগ আবার হাবমানি

আবার তমর মর'

নীং মাছা চাদি আং মাসা চানু

জন আ মাসা চানু

অ- বায়ারগ তাবুকনি সময় য়াদে

আষাঢ় মাসনি ....।

(ভাবার্থ ঃ আষাঢ় মাসে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বৃষ্টির জলে ছোট ছড়ার জল বেড়েছে। সেই জলে মাছ ধরার জন্য ছিচিং লাগানো বসানো হয়েছে .... সেই ছিচিং এ বড়সড় পুঁটি মাছ ধরা পড়েছে। তুমি আর আমি জনে একটা করে মাছ খাব। ওহে বন্ধুগণ এ সময় এই ঋতুতে .... এই আষাঢ় ..... বাদলঘন।)

কথা। সেলেকুং হাপুং হুগন তাচাদি
সেলের মা কবল ওয়ানু।
গারিংনি নুগুল সাতাং রাপজাকয়া
রাপ ফাইদি খানি বরক।
বুইনি থানি বা খাক্লুবুবার
আনি খানিবা খুমবার
খুনজু কানখাইবো খাজু কবলো
বরঅ তনিনাই ওংখা।

(ভাবার্থ ঃ সেলেকুং টিলা জুমের জন্য নির্বাচিত করোনা। আলস্য জুড়ে ধরবে। জুমের টং ঘরের কাজ কিছু বাকী। হে মনের মানুষ তুমি এসো .... টংঘরের নির্মাণের কাজ শেষ করো। অন্যের কাছে কুমড়ো ফুলের মতো কুশ্রী হতে পারো। কিন্তু আমার কাছে তুমি সুন্দর। এই সুন্দর ফুলকে কানে পরলে .... কানের লতি নুয়ে পড়ে। খোঁপায় গুঁজে দিলে খোঁপা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। কোথায় যে পরি ?)

কথা ঃ তকসা তিয়ারী পাণতাই কাকয়াখো
জান সংবো লাইফাই য়্যাখো।
গারীং লামাঅ গুনথু পিনজাগাই
য়্যাকয়াই নুগীরীক লিয়া।
গারিং লামাঅ মাইসাই পিনজাগাই
পাকুড়ী নুগরীক লিয়া।
গারিং লামাঅ মাইসাই পিনজাগাই
পাকুড়ী নুগরীক লিয়া।
বুফাংনি খাইচিং কুচুকতিলিঙ চিঙ

ইয়াংতাই তাখুকনাই লাইফাইনাই রগনো

নুগরীগাই খাচিং খাচিং

নুগয়া খাই নুগয়া ব্যবাইসা

নুকখলাই ...... খা কুবুগ ছাঅ .....।

(ভাবার্থ - ঘাসে এখনও শিশির বিন্দু ঝরে পড়ে নাই। সুতরাং বুঝা যায় প্রাণের মানুষ এখনো এ পথ পারি দেয় নাই। টংঘরের রাস্তা পার্শ্বে গুণথু - ফুল লাগানো থাকায় .... তাই তাদের গোড়ালী (পায়ের) দেখা গেল না। টং ঘরের পার্শ্বে কাওন বুনেছি ...... তাই তাদের মাথার পাগড়ী দেখা গেলোনা। যে দু'জন চলে গেলো তাদের কে দেখে মন কেমন করছে। যদি না দেখে থাকতাম তাহলে মনকে মানানো যায়। কিন্তু দয়িতের বা প্রেমিকার সম্মুখ উপস্থিতি যে মনকে বড় নাড়া দিয়ে যায়।)

করম বুধুল সংন'

হোগলে তাংনাব নীংবাই সা বাক্সা

তাংমা তাং বাকসা চীংলে।

নীংবাইলে চীং কীনীয় বায়াপ সাক বাক্সা

তংমা তংনাইথক চীংলে ।

ভাদর থাংখাইল আশ্বিন ফাইয়ানু

অশ্বিন সারিনা জরা ফাইয়ানু

অ করম বুধুল সংন'

চীং বাহাই নীংবাই কাগনাই

তাকীলাই বিছি বারাখা নাদো

তামসীক দাকতি থাংখা।

অ করম' বুধুল সংবাই

তাইসা লে মা তংমাতীলাই ....

নগ তংগীইবো সাইচুং তংথকয়া

কীনীই তংমা তীই ওংয়া ....

অ মরা বিশি বা তামসীক দাগতিথাংখা

সাইচুংলে তংগীই নীংলে বনিয়া ....

কীনয় সে বনিওয়ানু ।

কীনয় কীনয় সে চীং বনি নানি.......

অ করম বুধু সংবাই

খাবাই খা মিলিন ফাইদি ।

সাক বাকসা অংগীই খা কাইসা ওংখাই

চিনি কিরিনা কীরীই

অ-নাইথক ...... করম' সংবাই ।

মায় বাবুনি খান চীং নাঅই

তংসুক মানলাক নাদো ।

হরবো হপুং ইমাংগ নুগ'

করম বুধুল ...... সংনো ।

(ভাবার্থ ঃ হে সোনামনি। জুম ক্ষেতে কাজ করতে গেলেও তোমার সাথে একসঙ্গে কাজ করি। তোমার সাথে আমার বয়স সমান। তাই একসাথে থাকার মতো এতো আনন্দ। ভাদ্র মাস শেষ হলে আশ্বিন আসবে। এবার বছর যেন তাড়াতাড়ি শেষ হতে চলেছে। যদি বছর শেষ হতে আর একটু দেরী হত তবে তোমার সাথে আর একটু বেশী সময় থাকতে পারতাম। ঘরে একা একা থেকে মন ভালো লাগে না। তোমার সাথে একসাথে থাকলে কোন ভয় থাকে না। থাকার কথাও নয়। অন্তরে অন্তরে মিলন হলে তার চেয়ে সুখের আনন্দের আর কি আছে? মা-বাবার মতামতের দিকে চেয়ে যে থাকা যাচ্ছে না, রাত্রির তন্দ্রার ঘোরে (স্বপ্নে) তুমি যে সারারাত দেখা দাও। হে আমার প্রাণপ্রিয়।)

কথা ঃ নাইসিক মামাংসে তংনা মুচুংগ'

নাইথক বারিয়া রগন' ।

বীবতীই মীতাইরগ বীবতীই কাইথর রগ ......

ননলে সীই অই তাকখা ।

নাইসিক নাইথায়া দুলগীনাং রকলে

অ সাজগীই তাকজাক নাইরগ।

অ ওয়ানসুগীই সীইজাক নাইরক।

নন সে আশামাং আসীক দিনথাংকা

অ প্রাণ নি যাদু সংনো ।

সীকাং য়্যালীলীক তলীই হিমনানি

সীকাং হিমপাইদি য়্যালুক।

(ভাবার্থ ঃ তুমি এত সুন্দর শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকার ইচ্ছে হয়। দেবতা তোমাকে কিভাবে গড়েছেন। কিভাবে কল্পনা করে রূপায়ণ করেছেন --- তা ভেবে অবাক হই। তোমার রূপের সৌন্দর্যের অবয়ব ভগবান নিশ্চয়ই ধীরে সুস্থে ভেবে এঁকেছেন। শুধু তোমাকে আশা করে করেই আমার দিনের পর দিন কাটছে। হে প্রাণাধিক প্রিয়ে, এসো...... আমার সম্মুখে চলো আমি তোমার পেছনে পেছনে হাঁটি।)

কথা ঃ আইচুক বাচাবো তকগীলা খরাং

সারিগ সাল থাংবো - য়ংখাজি খরাং

বায়াপ সাগবাকসা হাবা নংখরই

খাপাং সীরাংমা জরা।

সালবা সাল থাংরীক থাংরীক

হাবা আই মানরীক মানরীক

সারিগ সাল থানগ থানগ ফুরুখাই

তীমা য়ংখাজি মা পুং।

খুমুক য়ংখাজি পুংমা খীনাঅই

খাপাং গুরুমবো চিনি।

হরপুং হরকলক ওয়ানসুক ওয়ানসুগই

মুকতীই য়রো চিনি।

(ভাবার্থ ঃ খুব ভোরে উঠলেও মোরগের ডাক শুনা যায়। বিকেলে সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে য়ংখাজি (এক ধরনের পোকা) ডাকে। বন্ধু-বান্ধব সমবয়সীদের সাথে একসঙ্গে জুমের কাজ করলে মানসিক উৎফুল্লতা বাড়ে। জুমের কাজে যৌথ শ্রমে যতই বিকেল হচ্ছে ..... কাজের দিকে ততই .... মনযোগী হচ্ছে। গহনবনে য়ংখাজির ডাক শুনে মন উতলা

হয়ে উঠে। সারা রাত শুয়ে শুয়ে ভাবি ..... শুধুই ভাবি .... আর চোখ দিয়ে নীরবে অশ্রু ঝড়ে।)

কথা ঃ

মতমলে সাম্পারি বুবার বারমানি
তীমানি আসীক মতম ......
তীমানি আসীক নাইথক .....
মতম সাম্পারী রগন।
মবো মতমবো নাব নাইথপো
অ-মতম সাম্পারী রগন।
অ-করম বুধুল সংবা
মতম সাম্পারি ওংগীই মানখীলাই
খাজুঅ বনি খামুন ।
কতগ সুগমালা ওংগীই মানখীলাই
কতগো বনি খামুন।
রাংচাক য়্যসিতাম ওংগই মানখীলাই
য়্যছিঅ বনি খামুন।
রুফাইনি বালা ওংগীই মানখীলাই
য়্যাগতীগো বনি খামুন
অ-করম' বুধুল সংবা।
নীংবাই তংগীইসে খাতাংমা পগয়া
নুগয়া চীং বাহাই তংন ?

(ভাবার্থ ঃ ফুল ফুটেছে। চম্পাফুলের এত গন্ধ এত সৌন্দর্য কেন ? যদি চম্পা ফুল হতে পারতাম তো খোঁপায় ..... শোভা পেতাম। যদি সোনার হার হতে পারতাম ..... তবে গলায় শোভা পেতাম। যদি রূপোর বালা হতে পারতাম ...... তবে বাহুলতার সৌন্দর্য বাড়াতাম। এমনিতেই একসাথে থাকতেই তোমার জন্য মন ছটফট করে তুমি দূরে গেলে বিরহ ..... কি করে সইব ?)

কথা ঃ অ নাকতি.... আগি চেরাইঅ চাং থাংলাইফুরু

কীনুই সাক বাকসা নীংবাই।

অ নাকুতি ..... নুংবাই হুক য়্যাগুল

মা তাংরীক লিয়া

আগি সাকবা গছা চাং তীংমাফান'

তরমানি সাওই মানয়া।

অ নাকুতি গাতি ওয়াথাব নি ওয়াকেবেং সুরতুই

মায় কক সুরমা বাংখা ।

অ নাকুতি আদি মায়ানো সারিয়া হিন খাই

রাইবা চাং রিহরানু।

অ নাকুতি সাজিয়া ছিনি বাইদ্যছে নাই অ

হাফুং রুং ---- চলে নানি।

নিনি বাইদ্যলে নায়ই তংগ

রাইবা চাং রিহর নানি।

(ভাবার্থ ঃ হে সোনামনি , আগে শিশুকালে আমরা যখন একসাথে খেলা করেছি। তখন আমরা পরস্পর সমবয়সী ছিলাম। তোমার সাথে বড় হয়ে একসাথে জুমের কাজ করার সুযোগ হয়নি। কখন তুমি আমি বড় হয়ে গেছি .... টের পেলাম না। হে সোনামনি, মা-বাবা বিভিন্ন জায়গায় সম্পর্ক পাঠাচ্ছেন । তুমি যদি এখনো ভালবাস তবে খবর পাঠাও। আমরা ঘটকালির জন্য লোক পাঠাবো। স্থলপথে নৌকা চালনার মতো অসম্ভবকে সম্ভব করতে শুধু তোমার দিকে চেয়ে আছি। তুমি রাজী থাকলে ঘটকালির লোক পাঠাব।

কথা ঃ তকসা রাংগীচাক বীমীখাং কীচাক

রাইবা কক কীরীং চাং রিহর নানি

অ-নাকুতি নীংসে ব দিন অ হামজাক্ ।

দংগ কুবুলনাই কলিনি বাংফাই

খুমুক বাংমিসিং কুবুলুই থাইনাই

বলংমীথ্রা থাই বাই

অ নাকুতি বীখা খুলগীই ককথাইসা সাদি ......

ব দিনঅ হরনাই রাইবা ।

(ভাবার্থ ঃ সোনার ছোট পাখী। তার গাল টুক টুকে লাল। আমরা ঘটকালীর জন্য লোক পাঠাতে প্রস্তুত তুমিই বলে দাও কবে কখন লোক যাবে । .... হে সোনামনি মনের কথা একবার খুলে বলো ...... কত তারিখ কোন দিনে ঘটকালির জন্য লোক পাঠাবো।)

কথা ঃ অ-নাকুতি আগি চেরাইঅ

নীংবাই চীং কীনীয় কক সালাইমানী

জাগা কক সাতক সাতক।

অ নাকুতি নীংবাই চীংকীনীই হিমমানী লামা

তংখু য়্যাপিরি মারি ।

নীংবাই হিমমানি মুইতু মানখীলাই

মকল' কীফাই তংখ।

অ-নাকুতি নীংবাই চীং কীনীয় কক সামা জাগা

জাগা কক সাতক সাতক।

অ-নাকুতি নীংবাই খোলাসা তংমানি জাগা

বৈখন্ত বানক জাগ থুন।

অ-নাকুতি-নীংবাই চীং কীনীই তুকুমাজাগা

কলিনি তিরথ অংথুনব

(ভাবার্থ ঃ হে সোনামনি শৈশবে তোমার সাথে এক জায়গায় কথা বলেছিলাম সেই জায়গা দেখে আগের কথা মনে পড়েছে। হে সোনামনি - আমরা দু'জনে যে পথে হেঁটেছি - এখানে সেখানে পায়ের চিহ্ন রয়েছে। সেই কথাগুলো মনে পড়লে এখনও স্পষ্ট চোখে ভাসে। তোমার সাথে নিভৃতে কথা বলার জায়গা যেন এখনও জীবন্ত যখনই আমি সেই জায়গাই যাই মনে হয় সেদিনের কথা, স্মৃতি ভীড় করে মনে তোমার সাথে খেলা করার জায়গা বৈকুন্ঠ পুরীতে পরিণত হোক। তোমার সাথে স্নানের স্থান কলিকালের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হোক।)

কথা ঃ অ-নাকুতি রাইসক রাইথেপনি বীখা চাগীনাই

বলং মাফয়া বীসা ।

খাজানি কোয়াই খোলক চারিনাই

চিনি মামলা কাইসা।

অ-নাকুতি মাইসীই বীতাংগ বাইচাগীনাই

ময়না তকসা মাসা।

হাবা থাইচুমু রুতুগ চারিনাই

বাসিয়া নাগর কাইসা ।

অ-নাকুতি থরাইলুং তীইসা বেরাই চাগীনাই

খাজানি কোয়াই খোলক চারিনাই

চিনি মামলা কাইসা।

(ভাবার্থ ঃ বেতের বুকের নরম অংশ একমাত্র বনের মাকলা খেতে পারে। বুকের রিয়াতে রক্ষিত সুপারী একমাত্র প্রিয়জনই খুলে খেতে পারে। পাকা কাওনের শীষে মানিয়া ছোট্ট পাখীই একমাত্র খুটে খেতে পারে। জুমে কাজ করার সময় পাকা চিনারা খুঁজে খাওয়াব একমাত্র আমার প্রিয় প্রেমিকেই ছোট ছড়ায় ঘুরে ঘুরে শিকারী ভোঁদর মাছ ধরে খায়। হে প্রিয় তোমাকেই একমাত্র বুকের সুপারী খুলে খাওয়াবো।)

কথাঃ অ-বাসিয়া নাগর রগনো

নীংবাই খলমানি কুচুক সামপারী

তংখো য়্যাসিনি - মারি ।

নীংবাই হিমমানি লামা লামপিরি

তংখ' য়্যাপাইনি মারি।

রীছাম খিকরগ কোয়াই তক্‌লাইঅই

নীংবাই চীং চালাইমানী

তংখু দাসানি মারি।

গাতিনি হলং য়্যাকীলাম..... কাগয়া

নাংবাই চাং কীনাই কুচুক সাম্পারী

চাং খল লাই মানী

তাইলে পগ লাং লিয়া ।

ওয়াইজাই বা হিন' মুইতু ন কচু

সিকাম তাই তাইমা তাইচু

যালাই বখরগ খুমপুই

চিনি ককবিতি চাংসালাইমানী

তংখু বীখাঅ মুইতু ।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয় তোমার সাথে উঁচু গাছ থেকে সাম্পারী ফুল পেরেছিলাম। সেই গাছে এখনো আঙ্গুলের ছাপ মুছে যায়নি। তোমার সাথে যে রাস্তায় চলেছিলাম সেই রাস্তায় আমাদের পায়ের ছাপ এখনও মুছে যায়নি। তোমার সাথে গাইল এর পিঠে সুপারী দা দিয়ে কেটে দু'জনে খেয়েছিলাম। এখনও সুপারী কাটার দাগ গাইলে রয়েছে। তোমার সাথে একসাথে ফুল পারা .... চলাফেরা করা ইত্যাদি কোন সময় ভুলব না।

কথা ঃ হারুং হাকীচাং তকবুই এরকীচাং

তকবুইবো এরফাইলিয়া লিয়া।

আগি নখীলা গুটি থীংফাইনাই

গুটি বো থীং পাই লিয়া।

বুকু তেনেসা কুটনা সীক্‌খা

গুটিবো থীংফাইলিয়া।

অ-বাসিয়া নাগর রগনো

সিলুং তখা বীরমানী নুগ'

আধা চামানি নুগয়া

বাইনি নখলা বেরাইমা নুগ্‌গ'

চিনি নখলা নুকয়া।

তাই গুরুম গুরুম - তাইখরক দেনা

বর’ নীং নাংখা চীংন খাকেনা

চিনি নখলা দুটি থীংনানি ......

সীবা খীলাইকা মানা ?

বাবু ওয়াতানমা ওয়াফকনো বালাই

দুঃখু সেলে ফাইদি ।

দুতি মুইখনচক কাননা মুচুংখাই

চামারি কাসা ফাইদি।

হরি বেরাংজ বীসা রিনাখাই

হর’ কোক দোলা ওয়াদী

যদি মায়ান’ সারিয়া হিনকাই

সারিগ তুকুনা ফাইদি।

(ভাবার্থ ঃ সুন্দর সুশীতল উপত্যকায় আগে তকবুই খেলা করত। এখন আর কেন আসেনা। আগে আমাদের উঠোনে গুটি খেলতে আসত এখন কেন আসছে না। কে তাকে কুমন্ত্র দিয়েছে .... গুটি খেলতে আসা বন্ধ করেছে। হে সো নামনি। সিলুং তবীখা পাখীকে শুধু উড়তে দেখি ...... খাদ্য গ্রহণ করতে দেখিনা। অন্যের উঠোনে বেড়াতে দেখা যায় .... কিন্তু আমাদের উঠোনে আসে না। কোথায় তোমার মনে আঘাত লেগেছে .... তুমি আর গুটি খেলতে আসছ না। বাবার কাটা বাঁশের বোর বহন করে বাবার শ্রম লাঘব করো। যদি মুইখনচক নকসা যুক্ত গামছা পড়তে চাও তবে ঘর জামাই হিসেবে চলে এসো। যদি তুমি আমারে মায়া ত্যাগ নাই করো তবে বিকেলে বেলায় ঘাটে স্নানে এসো।)

কথা ঃ ইমাং নুগমাবো বজরা খামচীই

রাংনি ফলাদে ছিদো

মাইনি ফলাদে ছিদো

মস হুলমানি পাতাবাই পোতা

ইমাং নুগ মানি যুদা।

বাবু সং তাংমা গারিং খাকরুই

আর কাতীতীই তীমানি ভাবিহরকা

মিয়া সারিগ গারিং তৌই খগৗই

কাকুই ফাইমানি ....

লাখুয়া সারগ নৗংখা

খৗনাই খালপুরু আইনা নাইগৗতৗই

নাইনা মুচুংখাই

নিনি মায় বাই আনি মায়ন'

আচৗক কক সালাইরিদি।

তাকৗলাই বিছি রগো

মায় থুমানি থংগার জরাঅ

তাগদুক খাজাগৗই

তাকখাই মানসৗকলিয়া ।

(ভাবার্থ ঃ স্বপ্নে বজরার খই দেখেছি। জানি না সেটা কি টাকা পয়সা বা ধান চালের বৃদ্ধির প্রতীক কিনা। বাবার তৈরী সুন্দর টংঘরে বসে কি এত ভাবছ। গতকাল টংঘরে জল ভরে রেখে এসেছিলাম। বোধহয় রাখালেরা খেয়ে নিয়েছে। আয়নায় নিজেকে দেখার মতো যদি দেখতে চাও তবে তোমার মা আর আমার মাকে একসাথে বসে কথা বলতে দাও। এবারে এই বৎসর মায়ের শয়ানস্থানে তাঁত বোনতে বসে কিছুই এগুতে পারছি না।)

কথা ঃ

পুং ঃ নুখুং খুঙচিলি সিমিলক' বুতুই

দাংদালঅ ফৈরাং কক তৗই

বাবু রাই সৗইমা রাইতৗই

মায়অ খুল লুমা খৗতৗই

সিসিমালতি মৗখাং গো ফুলই

খাংগা থৗইকক্ থৗই কক্তৗই

স্ত্রী ঃ মাইসিং ছিয়ারী বাংমানি বৗগৗই

নাইরৗগৗই নুগরুগলিয়া ......

পুং ঃ সাইচৗং কইনেনে নৗঙ তৗমা মা তঙ

তংফাই গ্রাদি আংবাই

কীনীই তংগীইসে তংমীচাং মীচাং

সাইচুং তংগীই দে মীচাং

স্ত্রীঃ হারুং আমিচাং বীলাই কুওয়াওয়াং

সাইচুং খলীই দে মীচাং

পুংঃ লামা গানানি ওয়ান্দাল কালাংসি

বদে কক কীলাই লাংসি

মহামায়ানি জ্বালানি ককনো সাইদে নাইনা সীলাই

(ভাবার্থ ঃ আমার প্রিয় গালে সিমি মালতি মেখে গাল সুন্দরতম হয়েছে। শীতের কুয়াশা বেশী হওয়ার জন্য তোমাকে আর দেখতে পাই নাই।

তুমি একাকী কেন রয়েছ। দু'জন না হলে কি চলে। শাকসব্জী তুলতে জুমের কাজ করতে সব কাজেই একা একা ভাল দেখায়না মনোযোগও আসে না। সেই জন্য সঙ্গীর প্রয়োজন)

কথা ঃ প্রাণ নি যাদু সুংবাই

কীনীয় সা বাকসা কীনীয় তংবাক সা

খাপাং খা বাকসা নীংবাই।

হুচুংলে গুরিওই তবথাই পুংমানি

যাদু নো লব ফাই খীনা ।

নিনি গারিংলে চেং গেরেং গেরেং

থামপুই মা পেরেং পেরেং

আনি গারিং লে চুক সর সর'

নকবার নাং সর' সর' ।

আনি গারিং গ ফাইদি ।

অ প্রাণ নি যাদু সংযুই

নিনি গারিংগ' ফাইনালে মান -

তথা মগদাম চানো ।

(ভাবার্থ ঃ ওগো প্রিয়ে ...... সাথে আমার সব জায়গায় সব ব্যাপারে এক। তোমার অন্তরের সাথে আমার অন্তরের মিলন। জুমের কিনারা ঘেষে তপথাই পাখী ডাকছে বোধ হয় প্রিয়তমের প্রশস্তি গাইছে।

তোমার টংঘর ছোট নড় বড়ে আর মাছি -মশার ভীড়। আমার টংঘর বেশ উঁচু ... ভালো হাওয়া বাতাস খেলে। হে প্রিয় তুমি আমার টংঘরে চলে এসো। হে আমার প্রাণপ্রিয়।

তোমার টংঘরে আসতে বাধা নেই। কিন্তু আমার জুমে যে ভুট্টা রয়েছে ঐগুলি কাকে খেয়ে ফেলবে ।)

কথা ঃ প্রাণ নি যাদু সংবাই

তংগীইলে তংথথক নীংবাই

নুগয়াখাই নুগয়া বাবাইসা

নুগখাই ভাবি মা বাংগ'।

কক সানা মুচুং হরো ।

অ ননলে হামজাগীই যাদু হিনমায়া

লব সাঅই ...... নুংযা মানি।

অ প্রাণনি যাদু সংনো ।

ননলে ওয়ান সুগই আংলে মাইচায়া

মাইচু য়্যাগ তৗইম' তৗইম ।

ননলে ওয়ান সুগীই আংলে তৗইনীংয়া

তৗই তিলক তৗইম' তৗইম .....।

অ যাদু কলিজা সংনো ....।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রাণাধিক প্রিয়। তোমার সাথে থাকতে পারলে সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। না দেখলে একরকম কেটে যায়। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য দেখা হলে বিরহ জ্বালা আরও বাড়ে। কথা বলার ইচ্ছে হয়। তোমাকে শুধু ভালোবেসেই প্রাণ যাদু বলছিনা ..... তোমাকে প্রশস্তি করেই ঐ সম্বোধন করছি। তোমায় স্মরণ করে আমি ভাত খাই না। ভাতের মোচা নিয়ে ঘুরাফেরা করছি। তোমাকে স্মরণ করে আমি জলপান করতে ভুলে গেছি। জলের পাত্র নিয়ে ঘুরছি। হে প্রিয় আমার ....।

কথা ঃ

আশিন মাসনি সাল জরা জরা

তলিং চিরিক মা জরা

কাতিক মাসনি হারোয়া চারা

মায় ককরিয়া জরা।

রাজা নক সৗকাং ধরম ঘড়ি

রহ্‌দি কক গড়ি গড়ি।

মায়-সয়াইবা মায়ছে সয়ন’।

মায় বা লারিমা য়্যাদা

(ভাবার্থ ঃ আশ্বিন মাসের যে সময়, সেই সময়ে বিয়ের কথাবার্তা চালাচালি করার সময়। কার্তিক মাসে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি করার সময়। পাকা কথা বিয়ের বিষয়ে তাড়াতাড়ি পাঠাও। মা যদি রাজী না হন, বাবা রাজী হবেন। কারণ বাবা ঈশ্বরের প্রতিভু। বাবা যদি রাজী না হন তবে মা রাজী হতে পারেন — কারণ মা প্রজাপতি প্রতিভু।)

নিসর্গ বিষয়ক সঙ্গীত

কথা ঃ মাসিং সাল কীরা ভাদের অক্রা

ভাদর নি সিমি লেখীই থাংখলাই

মাসিং তাই বীসীক তংছি ?

গারিং ত খাকি কীলায় মা সময় ......

হাপং সিংগ্লা ওংমানি সময়

খুপাং বগ্লা বার মানি সময়.......

সিপিং বুবার বাই খুমজাবুবারনো .

খলীই কাননানি সময় ....

পাড়া সিক্লা তংথকমা সময় ....

তাবুকনি সময় রকলে।

(ভাবার্থ ঃ ভাদ্রমাস প্রাক শীতকালীন সময়। ভাদ্র থেকে গুণে গেলে শীত আসতে আসতে আর বেশী দেরী কি ? এ সময়ে জুমের অব্যবহৃত টংঘরে ছত্রাক জমে — পুরাতন জুম নীরব নিছন্দ. কার্পাস তুলার গাছ ফুলের সমারোহ । এখন তিলফুল খুঁজাফুল পরিধান করে পাড়ার যুবক যুবতীদের আনন্দের সময়।)

কথা ঃ মাসিং ব থাংখা ...... সাচীলাং ফাইকা ।

মাসিং নি বাইদাঅ ...... চীং খিবই রিঅই ......

সাচীলাং বাইদাঅ রমদি।

তম্বু মাবা হু হু পুংফাইকা

তসুকমাবা তকমীতাই য়াদা

মাসিং কীচাংখা ...... মাসিংকলমখা

তসকু মাসে সিনাই ।

তকসা তলা পুংগই ফাইবাইখা

খাপাং সীরাংগীই ফাইকা ।

গাতি খামানি মুই বালী ফাংগ ......

তকসা জনি জং পুংগো ।

বিছিসে কিফিল ফাইখা .....।

(ভাবার্থ ঃ শীতের শেষ । গ্রীষ্ম আসছে। এখন শীতের আমেজ ফেলে দিয়ে....... গ্রীষ্মের আমেজ ধরতে হবে। গ্রীষ্মের সমাগম বার্তা জানিয়ে তসকুমা পাখী ডাকছে। শীত কি এল ..... না গেল ..... তসকুমার ...... ডাকেই বুঝা যায়। তকসা তপ্লার ডাক শুনার সাথে সাথে মানসিক সজীবতা দেখা দিচ্ছে। আমাদের স্নানের ঘাটের পার্শ্বে মুইবালি গাছে জনিজং পাখী ডাকছে। বছর ঘুরে এসেছে।)

কথাঃ মাঝি বিলাত বারছানি সিমি

ফাগুন তা থাংজা বাথুন।

বলংগ থাগীই তীমা খুম মতম ....

মাঝি বিলাত .... বুবার ।

খুমুং মতময়া বলংমতমবো

বলং সিক্লাচাঅ।

থংগর ফায়ই তংমা থক মতম

লাংগি থক মতম বাহাই ।

মাঝি বিলাত বাহাই ..... মানখাইন'।

খাপাং খা সৗরাং ফাইঅ।

(ভাবার্থ ঃ মাধবীলতা ফুল না ঝরতে ফাগুন তুমি যেও না। বনে গেলে কি ফুলের ঘ্রাণ ভেসে আসে .... মাধবীলতার নয় কি ? ফাগুনের বনে ফুলের গন্ধ ..... না বনের গন্ধ.... কি করে বুঝব ? এখন যে বন যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে ভরপুর। শয়ানস্থানে ও গন্ধ তেলের সুঘ্রাণ। মাধবীলতা আর গন্ধ তেলের সুঘ্রাণে মনময়ূর নেচে উঠছে।)

কথা ঃ বিছিং তীংকলক ..... নুখুং খানাব .....

সাই কাইসা তংনা নাংগু ।

মা ফা ..... তাংলামা তাংবিতি রগন' .....

বন ব' তাংনা নাংগ ।

মা ফানি বিতক নুখুং না রীকনা।

কীনাই খা বাকসা নাংগ।

নুখুং সংনানি ককনো ওয়ানসুকয়া

বিছি সে থাংনাই খাদো ।

আনি কীপ্পাল তীমা তংজানি

সাইচে মান লিয়াদো।

(ভাবার্থ ঃ সারা বছর ধরে গৃহস্থালী করতে গেল একজন পুরুষ (স্বামী) থাকা দরকার। মা বাবাদের ঐতিহ্যমন্ডিত সংসার ধর্মপালন ...... আমাদের করতেই হবে। সংসার ধর্মের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হলে দু'জনের মানসিক ঐক্য প্রয়োজন। সংসার গড়ার কথা ভেবে ভেবেই কি বৎসর কাটিয়ে দেবো ? আমার কপালে কী লেখা আছে কে জানে...... ? কিছুই বলতে পারলুম না।)

কথা ঃ

চৈতের পন্দর .... বৈশাখ দাগ রিখা

বিছি কিফিলই ফাইকা ।

ওয়াতীই হা কীলাই বীলাই রতমখা

বীখীরীয় কিয়গ বাইখা

ববুার ফুল ল লক বাহাই তীই লীলীক

খুম তকসা বুবার য়াদে।

ববুার নাইথকতীই বকং তংতীলাই

খুনজুঅ বনে খামুন ।

বকুলে মীতাইনি সীরাইমুং নাংগীই

বকং কীরীই খা নিনি।

নাসিক মামাংদে .... বাবীরায় চা-ন'

ইয়াগ তীই মাংদে বাহাই বা কাকন'

বাহাই কাননি খুমতকসা বুবার রকন ।

বুবার নাইথকতীই বকং তংতীলাই

শরীর সাগ কাইসা ওংগীই মানখামুন

খুমতকসা বুবার .... নীংবাই ।

(ভাবার্থ ঃ চৈত্র মাসের ১৫ তারিখ হতেই বৈশাখ মাসের ডাক এসেছে। নতুন বৃষ্টির জলে গাছের কচি পাতা গজিয়েছে। খুমতকসা ফুলের মুকুল সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। ফুলের রং ঈষৎ শুভ আর সুগন্ধ অতিশয় স্নিগ্ধ। সৌন্দর্যের সাথে সাথে যদি বৃন্ত থাকতো তবে কানে পরতাম। কোন দেবতার অভিশাপে হে খুমতকসা তোমার বৃন্ত খসে পড়েছে ? শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপেই কি তুমি মলিন হবে না হাতে নিতে নিতেই কি গন্ধ শেষ হবে ? তোমার বৃন্ত থাকলে তোমার দেহের সাথে আমার দেহ মিলিয়ে দিতে পারতাম। হে খুমতকসা ফুল .....।)

বিষয় — হেমন্ত প্রশস্তি

কথা ঃ অ-তাখুক রকনো - অবুকনি সময় রকলে

থাপাং ভাবিওই নাইলে।

গারিং তখাখি কীলাইমা সময়......

লামা বেংসীনাল সীংমানি সময় .....

তাবুকনি সময় রকলে ।

অ তাখুক রগ খাপাং ভাবিওই নাইলে।

কার্তিক মাসঅ-নখা গোরোমখাই

খাপাং সুনদুরো মানি ।

মাসিং ছিয়ারী লর সামা নুকখাই .....

বুমা নুখংনি বীসা সিক্লা ....

খাপাং খা গুরুম মানি ।

আ তাখুক রগ ...... কুচুক তালংসা চিরিগমাখীনাই

খাপাং খা ইমাং চাঅ

বরক সিনিয়া নুকা কাফাইখায়

থানতিন খিবীই খার'।

কুথাং করম' খুতায় কীলাঅই

খুতাই জরিমা সময়।

দংগর বখরক তীইসেং বেরাঅই

রানদিজীক মকমা সময়।

ওয়ানদাল বীলাইব ..... কিয়কতীই কিয়কতীই

'বীরীই রানদিব' মুকতুইবাই কুংতুই

তাবুকনি সময় রকলে।

মায় ..... মাইকীরান মায়ানি সময়

ওয়াইসা গরবো ওয়াইসাকিয়গো

সাতুনমা দুমুই' দুমুই'

বীরীই সিক্লা খাপাং

পুরুর্ময়ই ....

ওয়ানমা দুমুই' দুমুই'।

(ভাবানুবাদ ঃ হে বন্ধুগণ ...... এখন কি সময় একটু ভেবে দেখছ কি ? এই সময়ে টংঘরে ছত্রাক পড়ে ..... জুমের রাস্তায় .... মাকড়সার জাল বিস্তার হয়। এই কার্তিক মাসে মেঘের ডাক শুনে মানসিক উতলা হওয়ার সময়। প্রাক্ শীতকালীন কুয়াশার আভাস দেখা দেবার সাথে তাল মিলিয়ে বিধবা মায়ের সংসারের যুবকের প্রাণ গুমরিয়ে ওঠে। নীল আকাশে চিলের ডাক মানসিক চাঞ্চল্য বাড়ায়। অপরিচিত লোকের গৃহ আঙ্গিনায় ..... উপস্থিত দেখে তাঁত বোনা ফেলে যুবতী মেয়ে পালায়। দংগর ..... উৎসমুখে তীইসেংরেখে বিধবা রমনী গালে হাত দিয়ে চিন্তায় মগ্ন। কার্পাস গাছে কুয়োং করম ...... পোকা পড়ে ..... কার্পাস ফলে পাকা রং ধরে। মিতিংগা বাঁশের কচি পাতা বাতাসে দোল খায়..... আর বিধবা রমণীর মুখাবয়ব অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সূর্যের আলো ক্ষণে জেগে উঠে ..... ক্ষণে উধাও হয়ে যায় ..... যুবতী মেয়ের মনময়ূর এই সময়ে নেচে উঠে।

বিষয় ঃ ধাতু প্রশস্তি

কথা ঃ অ যাদু ফাগুন নি তাল চীইতর দাগ রিঅ

বসন্ত বয়ার ছিবো।

বসন্ত বয়ার .... নকবার মানতিরই

মাঝি বিলাত বার

মাঝি বিলাত' খুম বাহাই মাতীই

খাপাং বিখাত নাংগ ।

চৈতর হুগওয়াচেং সকচাই হরনানি

ফাগুন তাল কীরীই খাদে ।

চৈতর তাল হাপ ফাইখাদো ।

অ যাদু বিছি পাইথাগ থানতি সীংমানি

দাগতি রাসুনা খাইদি।

মাসুয়া তকনো সলনাই চেথুক

চৈতর বো হাবু, ওয়াতীই বো বীর বীরু .....

বদে ককবাজি সানাই

ওয়াতীই সে ফাইথক ফাইথক্

মায়.... তাং বিতি তাংগীই চানাইরগ

হাতাল সে নুকথক নুকথক।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয় ফাল্গুন মাসের শেষে চৈত্রের ডাক এসেছে। বসন্ত কালীন হাওয়া বইছে। বসন্তের হাওয়া পেয়ে মাধবীলতা ফুটে উঠেছে। মাধবীলতার সুঘ্রাণ পেয়ে মন উতলা হয়ে উঠেছে। ফাগুন তো শেষ হয়ে এলো ....। চৈত্র মাস এলেই জুম পুড়িয়ে দেবো। হে প্রিয় বছরের শেষদিকে তুমি নতুন তাঁত তুলেছ .... সেটি তাড়াতাড়ি বুনে শেষ করে ফেলো। মাদুয়াবাড়ী পাখীর সদৃশ .... চেথুক পাখীর ডাক শুনা যাচ্ছে। বৃষ্টি এগিয়ে আসছে। চেথুক পাখী তো আর অসত্য বলবে না। মা-বাবাদের ঐতিহ্য --- সংসারের কাজ কে অনুসরণকারীদের কাছে শুধু এখন একটিই ভাবনা ... নতুন জুমের নিশানা।)

জুম ভিত্তিক সঙ্গীত

কথা ঃ

মাঘনি পন্দর ফাগুন দাগরিঅ

তছকুমা ব পুংগ।

ফাল্গুন পন্দর - চৈতর দাগ রিঅ ।

মাঝি বিলাত বুবার সারিঅ।

বলং খুমমাকে বীখীরায় রিঅ।

গরিমা মীতাই ফাইঅ ।

চৈতর থাংখীলাই বৈশাখ ফাইয়ানো ।

বৈশাখ মাই কাইলাই নানা

সেনা কীচারবাই বুইস কীচারঅ

মাইবা চীং বারকনানি।

হারং হা কীচাং গুরিয়া কাইদি

ববো চীরাইনি চামুং ।

পূব চালিয়া হালাব হিনকাইবা

মামি ওয়াতলক কাইদি ।

মায়নি সাগনি মাইমুং মাইচীলীই

গারু সুকিয়া মাই বীছা নায়া

কাইদে হামনো হাময়া

তকমা খাকীলাপ হাপুং সিবুরুক

আংবা গারিংবাই বনো।

নীংবা বীরীইবা মাই কাইনা খাইদি

লামা গান্দাঅ শনুথু পিনদি

গুনথু পিনমানি জরা জরাঅ

সতর বঙ্গ পিনদি।

(ভাবার্থ ঃ মাঘের এক পক্ষ শেষ — ফাগুন এসে গেলো বলে। তছকুমা (বসন্তের পাখী) আবার ফাল্গুনের এক পক্ষ শেষেই চৈত্রের আভাস। মাধবীলতা ঝরে শেষ-খুমমাকে ফুল গাছে কুড়ি দেখা দেয়। এই সময়ে গড়িয়া দেবতা আসেন চৈত্র শেষ — বৈশাখ মাস — তখন জুমে ধান বোনার সময়। মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং ছেনা অর্থাৎ গড়িয়া পূজোর শেষদিনের মাঝামাঝি সময়ে জুমে ধান বোনা শুরু করব। নীচু জমিতে বিরণ পূর্বদিকের ঢালুজমিতে মামি ধান বোনা ভাল। মা-বাবাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গারুসুরিয়া ধানের বীজ বোনা ঠিক হবে কিনা কেননা এই ধানের চারা কম দেয় এবং ফলনও কম। মোরগের বুকের মতো টিলাতে আমি টংঘরের জায়গা ঠিক করবো। তুমি মহিলা ---- তাই ধান বুনতে থাকো জুমের রাস্তার পাশে পাশে গুনথু ও সতরবঙ্গ ফুলের বীজ বপন করো !)

কথা ঃ আগুন হুক নাইয়া হা কাহাম মানইয়া .....

আগুন হুকনাইনা নাংনাই ।

পৌষ হুক হকয়া ওয়াথিপাং থাঁইয়া ....

চৈতর হুক ছকয়া ওয়ারেংছা খাময়া

চৈতর হুক ছকনা নাংনাই ।

বৈশাখ মাই কাইয়া মাই বাহান খায়া

বৈশাখ মাই কাইনা নাংনাই ।।

(ভাবার্থ ঃ অগ্রহায়ন মাসে জুমের জায়গা খোঁজ না করলে ভাল জুম চাষের জায়গা পাওয়া যায় না। আবার পৌষ মাসে জুম না কাটলে পর জুমের কাটা কাঠ বাঁশ সম্পূর্ণ শুকোয় না। চৈত্র মাসে জুম পোড়া না দিলে আবর্জনা পরিষ্কারভাবে পোড়ে না .... তেমনি বৈশাখ মাসে ধান না বুনলে ধানের ফলন ভালো হয় না। সুতরাং সবকিছুই সময়মতো করা আবশ্যক।)

কথা ঃ মায়নি সাগনি মামি মাই কীরা

থুতরো কাইয়ই ব রাবাইয়া

থুবো থুমবাইয়া মাইতাং চপ্র বইখা।

বলং আকীতা হুচং গুরিঅ ....

রীগনানি .... সময় মানয়া ।

আংলে চীলাবা য়্যাগবেরাই বরক

লগি রিসুগীই মানয়া ।

কলিনি বুমা মুলা ওংনাফুন

সাল কাঠাচা খায়হী

দয়ানি বুমা মুলা ওংনাফুল

সাল খকব্রুই খায়ই ।

(ভাবার্থ ঃ মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মামি ধান ও বুতরো ধান এখন কেটে শেষ করা যাচ্ছে না। ধানের শিষগুলি ঝরে যাচ্ছে। টিয়াপাখী ধানের লোভে জুমের কিনারায় ঘুরছে। তাড়ানোর সময় পাচ্ছি না। জুমের পাকা চিনরফল দেখেও পারার সময় নেই। আমি পুরুষ মানুষ বিভিন্ন জায়গা যেতে হয় তাই তোমাকে কাজে সঙ্গ দিতে পারি না। কলির মা ও দয়ার মা দিন মুজুরী খাটতে রাজী আছে শুনেছি। ...... তাদের কে সঙ্গে নাও।)

কথা ঃ হারুং হা কীচাং বাদিয়া মাইতাং

কীনীই রাওইছে রা মীচাংমানি

ছাইচুং রাওইদে মীচাং

অ রাংচাক মাইতাংলে দোলিওই মুনুই তংবাইখা

আক্তা, তকছি চাওই পাইনাইখা

মাইতাং বাইখীলীই জরি ওংবাইখা

রাওই মা তিছা নাইখা।

কলসা রাংচাক মানমানি জরা

থুমুই নারীগয়া খাইলে

বাহাই খাই চাওই দিন কাটি নানি

খাপাং ন ওয়ান সুগুই নাইদি।

অ রাংচাক ঃ লোক হুয়াগা হিমাং হিমাং

গিস্তি কীমা নাইখা ।

মায়াম কেংগাইরি মাই তিছানাই

গৃস্থি তাংনা নাংনাই

(ভাবার্থ ঃ জুমে চাষ করা বাদিয়া ধান একা একা কেটে শোভা পায়না। জুমের ধান কাটার সঙ্গী থাকলে ভালো হয়। জুমের পাকা ধানের শিষ দোলে খেলে রয়েছে। টিয়া পাখী, তকসি পাখী পাকা ধান খেয়ে নিচ্ছে। সত্ত্বর ধান কাটা শেষ করে ফেলতে হবে। এই ধান কাটার মরশুমে ধান সংগ্রহ করে না রাখলে সারা বৎসর কি খাব। গৃহের কাজকর্ম না দেখে ঘোরাফেরা করতে করতে সংসার ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে। যদি গোলা ভরা ধান রাখতে হয় ..... তবে সংসারের কাজ অতি অবশ্যই করতে হবে ।)

কথা ঃ রাংচাক বা তাবুকনি সময় রগ'

বৈশাখ মাই কাইকা জ্যৈষ্ঠ হুগ তাংখা ।

মাই সকাং পাইখা পাকলা তাংখা

হারুং মগদাম বুবার বারবাইখা

বারি খাকুল বসকল রিখা

হুগনি থাইচুমু বসলক ওংখা

দখিন গালানি হাপলক সাকা

'বালা' চীং কা-লাই তিরই

লাংগা সীকীইতাম (থিনি) ঙচীংহরলাই তিরই

হাতাল কীতালনি মুইমুং কীতালন'

মায় বাই বাবু কীথাং তংখাইবা

তুনুই চালাইনা সময় ......

তাবুকনি সময় রগো।

(ভাবার্থ ঃ ওগো সোনামনি, এখনকার সময়ে....... বৈশাখে ধান বোনা আর জ্যৈষ্ঠ মাসে জুম নিড়ানি শেষ। টিলার ঢালু জুমে .... ভুট্টা গাছে ফুল দেখা দিয়েছে। গৃহস্থের আঙিনায় চালকুমড়ো আর জুমে চিনারা ফল বেশ হয়েছে। এই সময়ে জুমের দখিন টিলার টিবিতে .... 'বালা' পূজা করার সময়। আর বালা পূজা দিয়ে .... নতুন জুমের নতুন ফলমূলে শ্বশুর শাশুড়ি (জীবিত যদি থাকেন) উপহার হিসেবে পাঠানোর সময়। এই সময় সত্যিই আনন্দের)

কথা ঃ উত্তর দুয়ারা নাকুনাইরাবা

হাবা থানাইছে হাবা সিচিলা

নগঅ তংনাইব যব্বই পাইলাইয়া।

হাওন ভাদর নি জরা।

তকথু গুরজং বা মাইতাংন লব

তরকাংমা খাইবা মাইতাংন থুম্ম

হাবা মাইকতক চবাই পাইখাইলে

তকথন - য়্যাগুল নানু।

বলং তবছি - মাইতাংনি ছিমি

থুম আকীতা মাইকুমুন ছিমি

মাই য়্যারাম ফুরু বুরুবুই চাঅ

সিপিংন - নাইসিং ফিবু।

বলং ফুদুদু তকথু কীলাইঅ

তবছিনি সাইলে সিল নি সাইলে

তকথুন জ্বলি কুগ।

নগর বারিয়া যীকন'

মাইসিং ছিয়ারী কীলাইসাই ফাইকাই

হাবা সাক সেলে নাইখা।

তকফুওয়াল ছা-ব' থানতি চকসাঅ

মাসিং ছিয়ারী কীলাই সাই ফাইকাই

সাক সেলে অংখর মান।

লক্ষ্মী ভান্ডারী জীকন'

খুম কানয়াই মতং জীকন।

(ভাবার্থ ঃ প্রিয় আমার .... এখন শ্রাবণ ভাদ্র মাসের ধান কাটার মরশুম। যে জুমে কাজ করে তারও ফুরসৎ নাই। তেমনি যে ঘরে সংসার আগলায় - তারও সময় নাই। ঘুঘু পাখী, তরকাংম পাখীগুলো পাকা ধান খেয়ে নিচ্ছে। ঘুঘুগুলোই বেশী অত্যাচারী। ঐগুলো ধান বোনার সময়ও খুটে খায় , আবার পাকার সময়েও জ্বালাতন করে।

হে সোনামনি, সময় চলে যাচ্ছে। ভাদ্র মাস শেষ হয়ে আসলে শীতের আমেজ পড়বে। জুমে কাজ করতে আলস্য আসতে পারে। তাই চলো তাড়াতাড়ি ধান কাটার কাজ শেষ করে ফেলি।)

কথা ঃ মামি-ওয়াতলক বাবু হামজাক্‌মা মাইমুং
মাইচিকন খাইবা মাইকতয় - য়্যাদে
মায়' হামজাকমা মাইমুং ।
মায়' হামজাকমা মাইমুং কাই খাবা
মায় দাখিকা বাবুখাই তাংখা
গারিং খাকব্রুই খায়ই।
বাবু দাগিখা মায় খাই কাইখা
গারিং মীচাংনা বাগীই ।
ঝিংগা মামলা রকনো
বুবার বো কানখা - বীথাইব চাখা
ভাদর মাইকতর রাসাই পাইখাইলে
হুগ' ফাইজাকয়া লেরই তংখাইলে
কুয়াং করম' হুগ হাবচকনাই
খুতাই করম' বাইনাই।
মীসীই চাখীলা হুগ ছাবসেরুকনাই
সবাইখাই চাবাউ নাইতা।
গংগাবাই তীইছা তীই রানছি রানছি .....
অসা মুই ভোজন মেরাবাউ বাইবা
তীমা খাপাংগো রিসি ।
য়্যাগনি য়্যাসিতাম য়্যাসিন' কায়া
থাইবো আং নন' কাগয়া
নীংলে থাংগানু রাজানি সেবুক

আংবা থাংগানু রাজানি দাইজৗক

নিনি কতকনি থৗইকৗলাইথানি

আনি বো কৗলাইনানি।

তাবুকনি ...... জরা রগ'

ভাদর হা কৗরা মাসিংচাকৗরা

ছিয়ারি কৗলাইমানী।

মামি হালাব' - তপছি কৗলাইঅ

বুফুরু রা - সা বাইনাই।

মাইজান মারে ন' য়্যাগুল তুইবাইদি

হাবানি সামুং পাইদি।

ভাদর থাংকৗলাই আশ্বিন ফাইয়ানু .....

অশানি মৗতাই ফাইতে ফাইতে খাই

মমিতা মৗতাই রিনু।

(ভাবার্থ ঃ এখনকার সময় বড় ব্যস্ততার সময়। ভাদ্রের শেষ পক্ষ --- পাতলা কুয়াশা পড়ছে। জুমের পাকা ধানের ঐ মামী হালাবে .... তবছি ...... ধান খাচ্ছে। সখি ..... সহেলীদের সঙ্গে নিয়ে চলো ..... যাতে জুমের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়। ভাদ্র শেষ হলে আশ্বিন আসবে। অসা মৗতাই অর্থাৎ দুর্গা পূজা হবে। দুর্গা পূজা হতে না হতেই মামিতা পূজার সময় আসবে।)

কথা ঃ অ যাদু হাপলক গীতৗই গীতৗই কেরাং বখংতৗই

হাতাল বা মৗচাং মানি।

হাপুং কৗলীলীক নীংব য়্যালীলীক

হিমতানী মৗচাং মানি।

অ যাদু ...... বিশি পুইলানি ওয়তৗই ওয়ামানি

পাতাল পেখাগীই খুমব' বারসানাই

হান সিলই বার বারি খুমতগয়া

বিছি - পুইলাঅ বারঅ ।

বারি খুমতকয়া ও খুনজুঅ কানখাই

ওলকক মতম থারু ।

অযাদু কসময়ালীলীক হাতাল সমলীলীক

হাতাল বাই মীচাং মানি।

অ যাদু ইক নাহাদি ইক নাহাদি

তপ্রেং সানি বাইদ্য ।

তপ্রেং সালে খেওলা বাংবি

তখা কসমনো খেচুয়া খীলাই

রজং বাই মীচাং মানি।

অ যাদু ------ হাতাল কিয়গীই মাই কাইয়া সানি

গারিং নীং তাংদি হিনবা ।

দক্ষিণ চালিয়া পশ্চিম আলিয়া

হাতাল কিয়গীই গারিং তাংগীইবা

নারীক দে মানন....... মানয়া ।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয়, ঢিবির মতো কচ্ছপের খোলের মতো সুন্দর ও জুম দেখে চোখ জুড়ায়। জুমের টিলা নাতি উচ্ছ ...... তুমি ও নাতিদীর্ঘ ..... দুইয়েতে ভালভাবে মিলেছে। হে প্রিয় .... নতুন বছরের বৃষ্টি পেয়ে .... পাতাল থেকে ফুড়ে খুমতকয়া ফুল ফুটেছে। খুমতকয়া মটি থেকে চার ইঞ্চি উঁচুতে ফুটে। নতুন বছরের প্রথম ফুল। সেই ফুল তুলে খোঁপায় গোজলে পেছন দিকে ঘ্রাণে আমোদিত হয়। হে প্রিয় ঐ দেখ তংপ্রেংসা পাখীর কান্ড। কি করে কাকের সঙ্গে দুষ্টুমি খেলা খেলছে। পোড়া জুমের মধ্যে বাঁশের মুড়ার সাথে তংপ্রেংসার দেহ মিশে গেছে। (উভয়েই কালো) হে প্রিয় নতুন বোনা শেষ করার আগে আমায় টংঘর তৈরী করতে বলছ ..... তা আমি তৈরী করতে পারি। কিন্তু জুমের দক্ষিণ টিলায় টংঘরে তৈরী করলে টিকিয়ে রাখবে তো ? পশ্চিম কোণে ঝড় আসতে পারে। কালো মেঘে আকাশ ছেয়েছে।)

কথা ঃ অ যাদু ..... চৈতর ওয়াচেং সকচাই হরমানি

রজং পাকুড়ি সরই খামকাদো

খীনা ফুং আইখাই হাতাল নাইনানী

সেমান ..... পিনমা মুইমুং বীচালীয় ......

খাতি ওই তীইনা খাইদি ।

বিছি কীতালনি ওয়াতীই ওয়ামানি

হাতাল বো মতম মানি

বলং তমীসা কচিক মা খীনাই

খাপাং খা সীরাং মানি

অ যাদু হাতাল কীখামবো

আগি বগলা তংগীই ফাইমানি

তাংগীই সে খাতাং সিদো।

তংখু চেরাইনি বীখা অ যাদু

আনি নুখুংগো ছিকলা বুরা

নিনি নুখুংগো চামারি কাউই

তংখী চেরাইনি বীখী।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয় চৈত্র মাসে জুম পোড়া দেওয়া হয়েছে। খুব ভালোভাবে জুম পুড়েছে। আগামীকাল ভোরে নতুন জুম দেখতে যাব। গতবারে যে শাকসবজীর বীজগুলো ছড়িয়েছে। .... সেইগুলো সব যত্ন করে কালকে নিও? নতুন বছরে বৃষ্টি পড়েছে। সেই বৃষ্টির জলে ভিজে জুমের কি সুঘ্রাণ। বুনো মোরগের ডাক শুনে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। হে প্রিয় ..... নতুন বছরের নতুন জুমে এসে কিশোর কালের উন্মাদনার কথা মনে পড়েছে। হে প্রিয় .... আমি যেন তোমার সংসারে নতুন আসা চামারী (জামাই) অন্ততপক্ষে ..... মনে মনে সেই ভাব জেগে উঠেছে।)

কথা ঃ

বিছি কীতাল নি ওয়াতীই ওয়ামানি

হাতাল হা নরম খীনা ।

অ যাদু আগি মায় সং তাংগীই থাংতীই

চীংবো তাংনানি নাংনো

অ তিনি নি .... দিনতীই রগো

খাঁনাফুং আইঅ্হ হাবা থানানি

তৗমা মুইমুংন' নো কাইনো

অ যাদু .... মাইমুংলে মাইকৗরা মাইগ্রাসালে

মাইমুং অক্রা বনন' কাইনো

মাইগ্রাসানো কাইঅই পাইখাইলে

তৗমা মাইমুং ন কাইনো ।

অ যাদু আগি মায়সং কাইঅই চামানি

মায় বাবুনি তাংবিতি রগনো

চাংবা নারীগ না নাংনু ।

খাপাংগ' ওয়ানসুক নাইদি।

অ যাদু নাংবা চৗলাবা হুচুং বজাদি

আংবো বৗরীইবা কাসেলেং খানো

হুক নি হুক হুচুং বঅই পাইখৗলাই

কামি হুক লামা ব-দি ।

(ভাবার্থ - নতুন বছরে বৃষ্টি এসেছে। জুমের মাটি বোধ হয় নরম হল। হে প্রিয়, আগে মা বাবারা যেভাবে গৃহস্থের কাজকর্ম করে গেছেন আমাদেরও তাই অনুসরণ করতে হবে। কাল সকালে জুমে কাজ করতে যাব — কি ধান প্রথমে বোনা হবে। মাইগ্রাসা ধান জলদি জাতের — তাকেই আগে বুনবো। মাইগ্রাসা বোনা শেষ করে অন্য ধান বোনবো। হে প্রিয় , পূর্ব পুরুষদের জীবন জীবিকাকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। তুমি পুরুষ তুমি জুমের চতুঃসীমানা নির্দিষ্ট করো। আমী নারী ..... কাসেলেইং কোমড়ে শুড়ে শস্য - শাকসব্জীর বীজ বুনবো। জুমের চতুঃসীমানা দাগিয়ে শেষ করলে জুম থেকে বাড়ী যাবার রাস্তা চিহ্নিত করো।)

কথা ঃ অ - নাকুতি ,

মাজি বিলাত বার সারি নাইখা

বলং খুম মাকে বার রচং বাইখা

বছর ফিরগই ফাইখা ।

আইচুগ তকুলা তেনতাই ফাইলাঁহা

চিনি তাংবিলি ফাইখা।

আইচুগ বাচাদি - মাইতুখু বগদি -

হিমদি হাতাল হিমদি।

মায়নি সাগনি মুইমুং বীচুলুই

নীংবা পিননাইদে পিনয়া ?

চৈতর মাসনি হাতাল হা কীখাম

নুগই খা সীরাং যাদা ?

বাবু তংমানি তাং বারা রগন

তাংয়াই চীং খিবি নাই দা ?

তীইবুক আ গীনাম সারুই চানাব

কীনীই খা বাকসা নাংগ।

য়াকনি দামীরা তকচিং খরবাই

মাংনি খেরেপাং তাংগীই চা ..... নাব'।

কীনীই খা বাকসা নাংগ ।

সারিগাং দিরাং ওংমা য়্যাকারদি .....

আইচুক খুং গীরাং ওংমা খিবিদি

মায়নো পুষি নাইখে ..... বাবুন' পুষি নাইখে'।

(ভাবার্থ ঃ মজি বিলাত (মাধবীলতা) ফুল ফোটার শেষে খুমমাকে ফুলে গাছে কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। নতুন বছর ঘুরে এসেছে। ভোর রাতে তকুলা পাখীর ডাক শুনা যাচ্ছে - আবার চাষ আবাদের মরশুম এসেছে। ওগো প্রিয়ে - ভোরে উঠ - ওঠে ভাত পাক করে নাও। চলো নতুন জুমে যাই। মায়ের কাছ থেকে পাওয়া তরিতরকারীর বীজ কি তুমি বপন করবে না? চৈত্র মাসে পরিষ্কারভাবে পুড়ে যাওয়া জুম দেখে তোমার উৎসাহ জাগে না? বাবারা পিতৃপুরুষগণ যে কাজগুলি করে গেছেন সেই কাজগুলো কি আমরা না করে থাকবো ? ছোট ছোট নদীতে জল সিচে মাছ ধরতে হলে দু'জনেই (স্বামী-স্ত্রী) উৎসাহী হওয়া দরকার। ঘর গৃহস্থালীর কাজকর্ম করতে গেলেও উভয়ের সহমর্মিতা দরকার। তাই অনুরোধ - সকাল সকাল রাতে শোয়া এবং দেরীতে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস পরিত্যাগ করো ।)

কথা ঃ মাসিংগা খীলায় বুচুগ তীইয়া

মীখারা কিরি জাগীই ।

কুরুক হিকীলাই য়াফাংগ' তীইয়া

উরিন' কিরি জাগীই ।

না যাদু ঃ ....

মাইঅ মাইলক্ষী নাইনা থাংফুরু

মাসিংগা নখে লাঠা সীনামীই

লাঙ্গা হর কীলাই ...... ফাইঅ ।

নগ' সাকপাইখাই লাঙ্গা বেরাঅই

চেরাইন' বান্দি .... ফাইঅ ।

(ভাবার্থ ঃ জুমের মাসিংগার আগার দিক মিষ্ট হয়না। হয়তবা বানরের ভয়েই, বাগানের ইক্ষু গোড়ার দিক মিষ্ট হয়না, বোধ হয় ----- উলুর ভয়েই। হে প্রিয় তুমি ভেবে দেখছ কি? মা জুম থেকে ধান বা লক্ষ্মীকে নিয়ে ঘরে ফেরার সময় মাসিংগা কে লাঠি হিসাবে আনে বাড়ীতে পৌঁছে মাসিংগা বাচ্চাদের দেওয়া হয় ------ তাদের খোশামোদ করার জন্য।)

কথা ঃ অ নাকুতি আইচুক বাচাওই য়্যাগুল খিলমানি

বফুরু কীলাইনানী।

তাইসানি বাগীই বছর তংসানি

তংগীই চীং নারীক নানি।

আষাঢ় পাকলা তাংরীকয়া খেইব ....

মাইতাং অংখরনা মানয়া ।

ভাদর মাইকতক চারীইয়া খাইব ....

তকসা মাই সিনিলিয়া ।

মায় ..... বীরীইচুগ নগন' তংথুন

মায়াম তগ রীগীই তংথুন।

বাবু বুড়াছা নগন' তংথুন

সুকন' বাইনাওই তংথুন।

(ভাবার্থ ঃ হে সোনামনি ভোরে ভোরে উঠে তোমার জুমে বদলী কাজে গিয়েছিলাম। কখন তুমি তা পরিশোধ করবে। সময় থাকতে থাকতে জুমের কাজ শেষ করে নিতে হবে। আষাঢ় মাসে পাক্‌লা নিড়ানী না দিলে ধানের শীষ ভালোভাবে আসে না। ভাদ্রমাসে যদি জুমের ধান কাটা শেষ না করা যায় তবে ধানের ঘাটতি পড়তে পারে। মা-বৃদ্ধা হয়েছেন .... উনি জুমের কাজে না গিয়ে বাড়ীতেই থাকুন ..... হাল্কা গৃহস্থালীর কাজ দেখুক। তেমনি বৃদ্ধ বাবাও কাচ্চা বাচ্চাদের সামলিয়ে বাড়ীতেই থাকুক ।)

কথা ঃ

তকসা পুংমানি রাংগিনি গিনি

মায় বাবুনি বিধি।

তাংগীই চানানি যব্বই সাগু দুঃখ বাংগ।

হাপুং সিরীরীক তকমা খাকীলাপ রকবাই

য়্যাগনি দামরা তকচিং খরবাই

খরগলে পাকড়ী চাংগ পুদিরি

তাংগীই মা তংলাই নাইখা ।

মায় বাবুনি তাংমুংনিবিতি

তাংগুই চানানি যব্বই সাগদুঃখু বাংগু।

মায় তালিকা দাসানি খ-তাই

চীংলে তাংগীই ন চাথাই।

বুফাং সাকলম হাবা লের না খাই

সামুং তাংফুরু লেসে লেংয়ানা

লেলেনা ফুরু লেংগে ।

তকসা পুংমাব রাংগিনি গিনি

মায়ুং তালিকা দাসানি খ-তাই

অ খোলাসা মায়া রগনো।

(ভাবার্থ ঃ বুনো পাখীর ডাকের মধ্যে যেন ছন্দপতনের সুর। জুমচাষ করে জীবিকা নির্ভর করা পরিশ্রম সাধ্য কাজ। জুমের সারি সারি পাখীর বুক সুদৃশ্য টিলা জমি জুম চাষের পক্ষে উত্তম। জুম চাষ করতে করতে যখন গাছের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম নিই তখনই সারা রাজ্যের ক্লান্তি আসে। কিন্তু যখন কাজে মেতে থাকি তখন ক্লান্তি বোঝা যায়না। হাতীর কপালের মাহুতের ছোট্টদায়ের মৃদু আঘাতের মতো কর্মজীবন আমাদের অহরহ আঘাত দিচ্ছে।)

উপদেশমূলক সঙ্গীত

কথা ঃ সাবুরুম বুরুম ওয়াতৗই ওয়াখাই বা

তুকুয়াই তংলৗইনাদে ?

মায় বাই ওয়াজৗলাই খাইবা

মাই চায়াই তংলাং নাদে ?

বাবু বুড়াছা তলিং গুদাই তৗই

রিতৗরাক চুমমা হানখা

মাইয় বৗরৗইচুগ তামিং গোজিতৗই

থাপা সুকুমা হানখা ।

মায় বাই বাবু চলিয়া খাইবা

তৗইয়াই চীং তংলাই নাদে ?

অ রাংচাক সংনো - খাপাং খা দুঃখু

নীং তৗমা মা-রি ?

মায় বাবুনি বাক্য মাচানা

খাপাং খা দুঃখ বুন তা রিদি ।।

(ভাবার্থ ঃ প্রতিদিন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে বলে স্নান করবো না ? মা বাবার সাথে যদি ঝগড়া হয় তাই বলে কি না খেয়ে উপোস থাকবো ? বুড়ো বাবা বুড়ো চিলের মতো পাছড়া গায়ে ঝিমুচ্ছেন। মা বাবা অচল হয়ে গেলে তাঁদের কি পালন পোষণ না করে পারবো ? ওগো সোনা তুমি কেন তাঁদের মনে ব্যাথা দাও ? তাঁদের অভিশাপ খেতে হবে — তাঁদের মনে দুঃখ দিওনা।)

কথা ঃ মাসিং চাকৗরা ভাদর অকরা

ভাদর নি ছিমি লেখাই থাংখাইলে

মাছিং তাই বৗসীক তংছি ।

ভাদর মাসনি সাতুং হকিতৗই

কৌনৗইলে খা বাকসা চাং কৌনৗওংগৗই

সাগনি কলমতৗই হাঅ খিকলাই

তাংগৗইলে নারীক না নাংনু ।

নুখুং বাহাইকেই চানাই।

বিছি তৗং কলক চাঅই তাংনানি

খাপাং নৗং ওয়ানসুক নাইদি।

(ভাবার্থ ঃ ভাদ্র মাস হলো প্রাক শীতকালীন মরশুম। ভাদ্রমাসের পর শীত আসতে আর বেশী দেরী নেই। ভাদ্র মাসের রোদের তাপ যেন আগুনের কণা। এই কড়া রৌদ্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের উভয়কেই পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করে গৃহস্থীর কাজকর্ম শেষ করতে হবে। চাষ-বাসের কাজের সময় চাষ-বাস না করলে সারা বছর এতো দীর্ঘসময় কি করে খাব। হে প্রিয় তুমি একটু ভেবে দেখেছ কি ?)

কথা ঃ নখা রাংচাকনি তৗইবাই

সিরি যুগিনি হাবাই

বাবু সাগ নাংখাই আমা অগ তৗইঅ

অগো তৗইমাংনে আগো তৗইমাংন'

গানাক নৗই তালনৗই কাসুক ফাইকাইনো

অগ তংমানি খুরি কৌলাইখা

লাচিমা রগন লাচিয়া খাইঅই

আমা খাজা করম' আবুক খুগতুগই

আমা বা পুষি মানি।

কিসিঅ থুঅই কৌরানঅ মুথুই

চায়া তত্রা ছিলৗই চারিঅই

আমা বা পুষি মানি।

হাদুক দুগ কলক লুবিয়া তকবুক

নগনি কুতুলয়া বাবু

সালসা গংতৗই কৗলাঁহ লুমফুরু

বাবু বা থৗইজাক না কি - রিমানি ।

নাইদি বাবুনি মায়া -নাইদি আমানি মায়া ।

(অলক্ষী ভান্ডারী যৗকয়ৗই)..... বাবু বুড়াছা আগি অংখৗতৗই তাংগৗই মানলিয়া

বাবু চলিয়া ওংসাই ফাঁইলাঁহা

আমা চলিয়া ওংসাই ফাঁইলাঁহা।

আমা বাবু সং পুষিঅই তুবতৗই

চৗংব পুষিনা বারি।

আমা বারুন পুষি না খাইবা

আইচুক বাচাদি ভাতি বক সাদি ......

বাবুন ---- পুষি নানি

লাইরু হইকৗরাগ বাবু কই কৗরাগ

বাবু বুড়াছা কইঅই তংফুরু

চুওয়াক য়্যাক্‌খুরি মা্নজাখা খৗলাই

বাবু কইমানী হাম নৗ।

আমা বৗরৗইচৗক কইঅই তংফুরু

বন' সেপেংনা নাংন।

সারিক পাং বৗতৗক সংদি

বৗলাইকলকলি বৗতৗক মা নৗংথাই

আমা বা পেংজা ওয়ানু।

(ভাবার্থ ঃ আকাশের সোনার জলে আর প্রকৃতির পবিত্র মাটির মিশ্রণে মা-বাবার মিলনে আমাদের জন্ম। দশ মাস গর্ভ ধারণের পর মায়ের কোল আলো করে পৃথিবীতে আসা। স্নেহময়ী মা লাজ লজ্জা উপেক্ষা করে বুকের স্তন মুখে দিয়ে আমাদের পালন করেছেন। নিজেরা ভিজে জায়গায় শুয়ে আমাদের শুকনো বিছানায় ঘুম পাড়িয়েছেন। ভাল ভাল জিনিষ নিজে না খেয়ে আমাদের খাইয়েছেন। জুমের শাকসব্জী ফসলে পরিপূর্ণ তথাপি অসুস্থ আমাকে ছেড়ে

বাবা জুমে যায়নি। ভালুকের মতো প্রচন্ড জ্বর হলে মা বাবা অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েছেন আমাদের জন্যে। মা বাবা বৃদ্ধ হয়ে এসেছেন। আগের মতো কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে পারেন না। এই সময়ে আমাদের তাঁদের কে লালন পালন করতে হবে। মা বাবা অভিমান করে থাকলে সেই অভিমান ভাঙ্গার জন্য সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে 'ভাতি'তে মদ তৈরী করা আর সন্ধ্যা রাত্রিতে মামী ধানের চাউলের বীতীক (মদ) তৈরী করো। আরাক দিয়ে বাবার আর বীতীক দিয়ে মায়ের মান ভাঙ্গা যাবে।)

কথা ঃ অ যাদু সেমান তংতীই তাকীলাই তংখাই
সেলেসে হিনজা গানু।
তাংমুং পাংগারা চীং তাংলাই খীলাই
নুখুংসে কীলীক গানু।
পারা চীলারক হুক আচুকবাইখা
যাদু নীং বিয়াং নাইখা ?
অ যাদু পোষ নি পাকলা হুগ কিতিং খাইসে
মাগ নক থামক নানি
অ যাদু তীই ওয়াখাক তীইসা ......
তীইনি বুপীরা
য়্যাইকসি য়্যাগরা দংগর ছিকীলা
হাপুং সিরুরুক ..... তকমা খাকীলাপ
মায় হাময়া ..... হামতক্ হামতক .....।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয় ..... গত বৎসরের মতো এবার যদি থাকি তবে লোকে আমাদের কুড়ে অলস বলবে। সংসার কাজে অবহেলা করলে সংসার ডুবে যাবে। পাড়ার পুরুষরা নতুন জুমের স্থান নির্বাচন করেছেন .... হে প্রিয় তুমি কি জুমের জায়গা দেখেছ ? পৌষ মাসের পাকলা (২য় দফার জুম নিড়ানি) শেষ হলেই তবে ঘরদোরে হাত দেবে। হে প্রিয় টিলা ছোট্ট ঝর্ণা ধারার দুই পার্শ্বে ...... ডানে বায়ে ছোট ছোট জলপ্রপাতে যুক্ত মোরগের বুকসদৃশ জমি জুম চাষের জন্য প্রশস্ত।)

কথা ঃ অ নাকতি, ওয়ায়িং খিলিতে ওয়ায়িং খিলিতে
থাইচালে রীচাব জাগু

ওয়ারীই মাইতুকতে ওয়ারীই মাইতুকতে

খবচালে মনক জাগু।

তীইনী সিকামবুক হাকুংনী দাল'

ফাইচা ফুইচা বা চাগীলাক সীলাই

তীমা নীং বনো খানাং ?

তক্‌সা পুংমাব ..... অবীনাং বীনাং

তীমা নীং বন খানাং ?

নগনি ককনো বা দগাঅ বেরাদি -

হাবানি ককনো রজং হো বেরদি --

থাপানি হরন'থাপা বুথারদি -

তংগুই থানা সে নাইদি ।

মুইনি বেরব' মুই রিসি গীনাং

পুইখা মুই ককয় য়াদে ?

ঝিংগা কাইয়াঅই পুইখা কাইখীলায় -

খরম' নাইথক গীলাক।

সারিগ সাল থাংমা ছিয়া হিনকীলাই

বিংগা বুবার ন নাইদি ।

বীথাই বো চাদি বুবার বো কানদি -

সারিগ সাল থাংমা নাইদি।

দুঃখু ফিয়ক নাই ব-সে।

খুমনি বেরবো খুমরিসি গীনাং

হেংগীরা বুবার য়াদা ?

সারিগ থাংবো বীখীরীয় নুগ'

আইচুক বাচাইব হাকীরাই নুগ'।

হেংগ্রা বাজি য়াদে ?

(ভাবার্থ ঃ হে সোনামানি -- । দোলনার ঘুম পাড়ানী ছড়া বলতে বলতে এক দু'টো গান এসে যায়। ছোট্ট শিশুকে ভাত খাওয়াতে খাওয়াতে নিজেও দু'এক গ্রাস খেয়ে ফেলি। জলের শামুক আর স্থলের শাক্‌সবজী দিয়েতো এক-আধবার তরকারী খেতেই হবে। সেটাকে তুমি কিছু মনে করো না। পাখীর ডাক যদি শ্রুতিমধুর না হয় তার জন্যে তুমি রাগ করো না। জুমের কাজের সময়ের কথা জুমেই রেখে এসো। ঘরের ভেতরের কথা দরজায় রেখে এসো। চুলার আগুন চুলাতেই নিভিয়ে ফেলো। সব্জীর মধ্যে চিচিঙ্গা হিংসুটে সব্‌জী। ঝিংগে চাষ না করে চিচিঙ্গা চাষ করা ঠিক নয়। যদি সূর্য ডুবেছে কিনা জানতে চাও তবে ঝিঙ্গে ফুলের দিকে তাকাও। ঝিঙ্গে ফুল পড়া ফল খাওয়া যায়। ঝিঙ্গাই শ্রমের ক্লান্তি দূর করার সহায়ক। আবার হেংগ্রাফুলও পাজীর এক শেষ। জুম থেকে সন্ধ্যায় ফিরে (বাড়ীতে ফিরে) দেখি শুধুই কুড়ি। আর কাকভোরে ঘুম থেকে উঠেই দেখি শুধুই মাটিতে ঝড়া ফুল) ।

কথা ঃ অ, মৌনাই, তবিশা রকনি তবলা রগন,
তাময়াই তনছি ওয়ানু ।
বিখাতা বিরিমান করম' লেখা
সাকাই বুই খৌনা নাইখা ---
সায়াই ন' তংছি ওয়ানু।
আংতৌই অধিনা বরক মানখাইসে
আচুক কক সালাই নানি
বুইলে ছাবায়ু কেরাং কথমা
চৌংলে ছাওয়ানু কপাল কথমা
মায় বো হিন হামদি ----
বাবু বো হিন' হামদি -
চৌংসে চাজানা মানয়া
বুইলে চাতৌই আচুক চানাব -
আনিলে কৌপাল কৌরৌই
অ বিখাতা --- করম লেখা
তাইদে চালাংসি বা ।

(ভাবার্থঃ হে সোনামনি। তবলা বাজালে লোকে আওয়াজ শুনবে ---- এটা আর বাজাব না। আমার কপালের দুঃখ দুর্দশার কথা বললে লোকে শুনে ফেলবে ---- তাই আর বলব না। আমার সমান অধীন ব্যক্তি যদি মেলে তবেই দুজনে নিভৃতে বসে দুঃখের কথা বলব। অন্যেরা কেরাং কথমা বলে। আমরা নিজেদের দুঃখের কথমা বলব। মা বাবা উভয়েই আমাদের ভাল হোক চায় সুখে বসে খাবার কপাল আমার নেই হে বিধাতা কপালে যে লিখন লিখেছে তাতে আমার ভালো হবার নয়।)

কথা ঃ হাওন বো থাংগু ---- ভাদর হাবফায়ু

ভাদর লে মায়কতক চও।

মাইতাং চেখারা কতক নাংখাইনু ---

হাপিংসে খাসা রীরীগ,

নীবো ছিয়াদা বনো অ-যাদু

তাপাং তানখিনে অরাই মালাইখাই

তানয়া গুরিওই ফাইতা ।

হাপিং গান্দারী হামমানি নুগয় ।

তীইনি আথুক সা মগো ।

বারিনি - মান্দায় মামমানি নুগয় ----

তাখুম মাতারা মগো ।

(ভাবার্থ ঃ শ্রাবণ শেষ হলে ভাদ্র আসবে। ভাদ্র মাসে জুমের ধান কাটা পরে। ধান কাটা পরলেই জুম ধীরে ধীরে হাপিং (পুরানো) হয়ে যায়। তুমি কি তা জান না। জুমের অরাই পাতার গাছ যত্নে রাখা হয়। পুরনো জুমের গান্দারী বড় হলে --- ছড়ার চিংড়ি মাছের চিন্তা জাগে। (অর্থাৎ একসাথে পাক করা হয়) তেমনি বাগানের মানকচু বড়সড় হলে হাঁসের চিন্তা জাগে। (অর্থাৎ হাঁসের মাংস আর মানকচু রান্নার আর বেশী দেরী নেই।)

কথা ঃ চীইতর থাংখাইন বৈশাখ ফাইয়ানু

বিছি বা কিতিং গানু।

বিছি তাই বীসীক তংসি

খাপাং নুং ভাবিই নাইলে

আহাই মামাংবো তংগীই গথকয়া

খাপাং নীং ভাবিই নাইলে।

লালাং বো থাংখা - লিলিং বো থাংখা

চীইতর থাংখাইন বৈশাখ ফাইয়ানু

অ যাদু খাপাং নীং ওয়ানসুক নাইলে।

(ভাবার্থ ঃ চৈত্র শেষ হয়ে গেলেই বৈশাখ মাস আসবে। নতুন বৎসর আসবে। নতুন বৎসর আসবে। বৎসর শেষ হতে আর তো বাকী নেই। হে প্রিয় তুমি একবার ভেবে দেখেছ কি ? এমনি সময় কাটলে তো চলবে না। বৎসর হৈ হল্লুর তো চুকে গেলো --- এবার সংসার কাজে মনযোগ দিতে হবে। চৈত্র শেষ বৈশাখ আসছে — হে প্রিয় ভেবে দেখো মনে।)

কথা ঃ চৈতর মাসনি সাতুম ফবুঅ

মাইন 'নুং লামরোগ য়াদ'

আষাঢ় মাসনি ওয়াতৗই ওয়াফুরু

তৗইন নীং খকরীক য়াদো।

বাকা মাই হালাংবকসা ফুরুসে

সাতুং ন খাতাং হরো ,

তৗইসা তৗই কৗরৗই বেরাইফুরুসে

ওয়াতৗই তো খাতাং হরো ।

নখা গুরুম ---- খুতায় কৗরায়

খাঅ ওয়ান সুগ মা ফাইঅ ।

(ভাবার্থ ঃ চৈত্র মাসের প্রখর রোদে ধান শুকিয়ে রাখলে না। আষাঢ় মাসের প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় জল ভরে রাখলে না। বর্ষাকাল আগুনের তাপে যখন ধান শুকোতে হয়— তখন চৈত্রের রোদের কথা বেশী মনে পড়বে। খরার সময় যখন জলের খোঁজে শুকনা নদী নালায় ঘুরবে তখন বৃষ্টির কথা মনে পড়বে। অর্থাৎ কোন জিনিষের অভাবের সময়েই সেই জিনিসের প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হয়।)

কথা ঃ গাথি খামানি খৗরৗইপাং ফাংগ ---

নিল বাই মান্দার যুদ্ধ।

নিলদে -- পাইন' মান্দার দে চেনন'

খুমুক নিনাং গীই তংখা ।

মান্দার পাইয়াঅই নিল পাইখাইলে

হাঅ পাড়া বিরিমান নাংনু।

নিল পাইয়াঅই --- মান্দার পাইখাইলে ----

কামি হামরীবাই বাংনু ।

সীকাং নি লা মন' নাহার হিময়া খাই

তানীয় মান গ্লাক দশা।

মীসাদে তংখা মায়ুং দে তংখা

কাটি লাংগ্লাক --- দশা।

(ভাবার্থ ঃ জলের ঘাটের পশ্চিম ধারের করই গাছে ---- নীল আর মান্দার (চলুই) এর মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে। তার ফলে গাছের শাখাপ্রশাখা আলোড়িত হচ্ছে। কে হারবে কে জিতবে কে জানে। যদি নীল জিতে তবে পাড়ার অশান্তি আসবে আর যদি মান্দার জিতে তবে পাড়ার শ্রীবৃদ্ধি হবে। ভবিষ্যৎ এর কথা চিন্তা করেনা চললে বিপদে পড়তে হবে। সামনে পথে বুনো হাতী রয়েছে না বাঘ বসে আছে --- তা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলা দরকার।)

কথা ঃ হরি চেথুক সা বীসা তা রিদি

কীপাল বিরিমান মানফুন।

তখা সাক কসম বীসা তারিদি

তাখুকনি তকতীই পাইনু।

কালাংসি তলা কুওয়া তাখুরদি

বীলাই কীলাইমা হানো ।

কামিচাং তলা হুগন' তাচাদি

জাবরা হুগমাং লেংনু ।

রানধা কীতালনি সীরাইমুং চাখাই

সিকরক দংগি খা ফুন।

রানদি কীতালনি গাইল্য তা চাদি ----

য়ংগা গোজা খা কুন।

(ভাবার্থ ঃ হরি চেথুক পাখীর ছানা পুষিওনা। এতে কপালে দুঃখ আসে। কাল কাকের ছানা পুষিওনা, খাঁচার অন্য ডিম শেষ করে ফেলবে। কাংলাসি বাঁশের ঝাড়ের নীচে কূপ খনন করোনা, কুপে বাঁশের পাতা ঝরে পড়বে। পাড়ার নিকটবর্তী স্থানে জুম ক্ষেত করোনা, দুর্বা ঘাস পরিষ্কার করতে করতে হয়রাণ হবে। সদ্য বিধবার অভিশাপে --- ব্যাঙও কুঁজো হয়ে যায়। সদ্য স্ত্রী হারার অভিশাপে শকুনও পঙ্গু হয়ে যায়।)

কথা ঃ অঃ তাখুকরগ ন,

কামি বদাওয়া বাংমানি বাগীই

তাবুক মা তংথাই মগীই ।

কামি খুংচানি ককবিতি রগবা -----

বাহাই বুই খীনা লাবা

কামি বুবাগ্রা চিনি অক্‌রা

তামুংগীই ওয়ানা জাগবা ।

কেবেং কছং ছিলি নাং মান'

তামুংগীই ছিয়া ওংবা ।

মিছিব মথনা চাগীই নাইখাদো -

তবসে পেংলাং লিয়া ।

পুনজর চাগীই মীতাই রীই নাইখা -

ছেমাসে চালং লিয়া ।

ছাইচুং ছাগকাইছা কীপাল য়্যাগ সুংগীই

তামবাই মীতীই রিন' ।

(ভাবার্থ ঃ হে ভাইসব, পাড়াতে গুণিন লোকের আধিক্যহেতু, এখন চিন্তাক্লিষ্ট হতে হচ্ছে। এক পাড়ার ভেতরের খবর কি করে বাইরে শুনতে পায় । পাড়ার চৌধুরী কেন এত চিন্তিত। পাড়াতে নানারকম কু-প্রভাব (অশুভ দৃষ্টি) পড়তে পারে এটা কেন বোঝ না । মহিষ মৈথন মানত করেও তাদের তুষ্ট করা যাচ্ছে না। জোড়া পাঠা বলি দিয়েও তাদের (আরাধ্য দেবতা) প্রসন্ন করা গেল না। একা একা কপালে হাত দিয়ে আর কত ভাববে। সারা পাড়ায় অপদেবতার কুদৃষ্টি পড়েছে। কি দিয়ে পূজা দিলে পরিত্রাণ পাব।)

কথা ঃ

মুনুষ্য পুরি হিনই ফাইমানী
তামখাই তংলাং নানি।
তামখাই চালাং নানি।
কেবেং ফা কীলাই বগীই
বেড়া লাব বীরীই সংগীই থাংনানি
ববা কিচানি ককদা
ববা এরেং নি ককদা ।
চিকন সারিন্দা নগর তা তাম দি
ফান' পুষি না খাইলে।
দাংদু সিক্লা নাগর তা তামদি
মান' পুষি না খাইলে ।
বুইনি তংমুং নো তা সীরীং জাদি
বলং মীখরা লীইতকতীই ললাং
মাই কীতাল চায়ীই বহক পিলালাং
মীইতীক সম কীরীই মুই হাইলাং হাইলাং
বুইনি তন্মুং সীরীংলাই খাইলে
নুখুং থানাইসে নীলাম।
য়্যাক তীক য়াক ঘড়ি কানীই চানাবো
চিনি কপালঅ কীরীই
সানজা গেরেবো সিয়াল হুলগো
ওয়াকমা কুংতাগো -- রুখুং বেদগনা খাইদি
সানজা কীলাইখাই তকমা কতগো
তাখুক বেদকনা খাইদি ।
মনঅ - অ মায়তা নি বিতি
মনঅ বাবুনি বিতি।

রাজা রাং কীরাই সিয়া

ওয়াতীই নক কীরাই সিয়া

বীসা খাসিয়া কীরাই বুঝিয়া

বনঅ নুং ওয়ানায়া দা

লক্ষী ভান্ডারী জুকনো

খাজা করমঅ জুকনো ।

(ভাবার্থ ঃ মনুষ্য কুলে এসে কি করে কাটাব। কী করে খাওয়া পড়ার যোগাড় করব। সংসার ধর্ম পালন করাতো আর চাট্টিখানা কথা নয়। বাবা মাকে খাওয়াতে পরাতে হলে সারিন্দা ও দাংদু বাজিয়ে উড়নচন্ডীর মতো চললে চলবে না। হাতে ঘড়ি লাগিয়ে বেড়ানোর কপাল আমাদের নেই। রাজা টাকা পয়সা হাতে নেই বুঝে না আর বৃষ্টিও ঘর নেই মানে না। তদ্রুপ অবুঝ শিশুও নেই বুঝে না। সে সমস্ত কি তুমি ভাবো না ?)

কথা ঃ

মায়নি খেরপাং তাংগীই চামানি

অমাসীক কাহাম কীরাই।

লেখানি সাইয়া পড়ানি সাইয়া ---

তাংযাইবো মাচা জায়া ।

বাড়ি খুমতক্য়া আইচুক কিয়কতীই

হাডাল কিয়গীই ফাইকা ।

য়্যাকনি হমীচাং থীইয়াছানিনো

পানর পার ওংমা হামবো ।

মায় বাবু সং কীথাং তংসাকনো

নুথুং য়্যাক রমমা হামবু।

হরি বেরাংজ বথপ নাই নাতাই

দুগল সাতরাই ফাংগ

চিনি তাংবিতি করঅ ফুরুখাই

সীংগই চীং মানো খুকয়া সীরায়া

মায় বাবুনি সাগঅ।

মায় লক্ষীতৗই সামানি ককনো

বাবু মীতাইতৗই ফৗরীংমা ককনো

তৗইসা চেরেসা খুমতু

মায় লক্ষীতৗই সামানি ককনো

খাপাং নারীকথাই মুইতু।

(ভাবার্থ ঃ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ সবচাইতে ভালো। লেখাপড়া জানা লোকের মতো শারীরিক পরিশ্রম না করে তো আর খাদ্য পাওয়া যাবেনা। বাড়ীর আঙ্গিনায় খুমতকয়া ফুল ফোটার মতো --- নতুন জুম ফোটে উঠেছে। হাতের প্রজ্জ্বলিত মশাল না নেভার আগেই পথ চলা শেষ করতে হবে। তেমনি বাবা মা জীবিত থাকতে থাকতেই সংসারের ভার নেওয়া ভাল। হরি বেরাংজ - পাখীর বাসা খুঁজতে গেলে দুগল সাতরাই - গাছই খুঁজতে হয়। আর সাংসারিক কাজকর্মের পরামর্শের জন্য বা কাজের ভুল ত্রুটি সংশোধনের জন্য মা বাবার কাছেই যাওয়া উচিত। আর মা বাবা গুরুজনদের উপদেশ নির্দেশ আমাদের সবসময় মেনে চলাই উচিত।)

কথা ঃ

নাইসীকা নখা বরলাংখা তখা

যিনি করম' লেখা

মুইতু বকংনি বাদুখং থনৗই

খাপাংখা থনৗই তংখা ।

নাংগৗই থাংফুরু সালাইনা হিনই

খাপাং খা ভাবিই তংখা ।

(ভাবার্থ ঃ বিধাতার কপাল লিখন কেউ খন্ডাতে পারে না। সেইজন্যে সমস্তরকম বিপদ আপদের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। যখন কোন বিপদ আসবে --- তাকে মোকাবিলা করব। সেই ভাবেই মনকে দৃঢ় করে তৈরী করেছি।)

বিরহ সঙ্গীত

কথা

তরকাংমা খাইবা হুচুং গুরিঅ ---
মাই তাং বাংখার না বাগীই
মায় হিনকীইবা ওয়াথপ সহর।
আকীতা রীগনা বাগীই ।
তকছি হিনকাইবা গারিং গুরিঅ
বজরা চানা বাগীই ।
বাবু হিনকাইবা গারিং গেরেবো
তকছি রীগনা বাগীই ।
নন খিবি অই হুগ থাংজাগীই
হুচুং গুরিঅই মুইয়া ফাইফুরু
মুকতীই ছিয়ারী --- ওয়ারকক পানতীই
আষাঢ় মাসনি ওয়াতীই নো সলই
আনি মলকনি মুকতীই ।

(ভাবার্থ ঃ তরকাংমা পাখী প্রান্তসীমায় ঘুরছে ধানের শিষ কেটে নেওয়ার জন্যে। মা 'ওয়াথপ' ধরে টান দিচ্ছেন টিয়াপাখীর ঝাঁককে তাড়ানোর জন্যে। তকছিপাখী টং ঘরের চতুর্দিকে ঘুরছে ---- বাজরা খাওয়ার লোভে। আর বাবা টংঘরে কাঠি দিয়ে আওয়াজ করছেন তকসিকে তাড়ানোর চেষ্টায়। তোমাকে ফেলে জুমে এসেছি জুমের পাশের বনে বাঁশের কড়ুল সংগ্রহ করার সময় তোমার বিরহে আমার চোখের জল আষাঢ় মাসের বৃষ্টি ঝরার মতোই ঝরছে ।)

কথা ঃ

জ্যৈষ্ঠ্য থাংগুই আষাঢ় ফায় লাহা
হাপুং গীনাংগীই মায় দুমুই দুমুই
নখা গীনাংগীই উরিঅ চুমুই
খাপাং লেখা কুরুক থারো ।
মাইসীকাং পায়ই পাকলা তাংখা

মাইফাং তলাঅ থাইচুমু মুনখা

যাদুলে নগ কীরাই বুফুর ফায়ন'

যাদু বাই চালাই নানী।

খাপাংলে খা কুবুকথারো।

হাপুং হাতাইসা গারিং সাকাঅ

দক্ষিণ বয়ার সিপফাইসিং ফাইসিং

ওয়াতীই পেনিয়া ওয়াঅ।

যাদুলে নককীরাই খাতাংমা বাংখা

খাঅ ককতীমা সাঅ।

(ভাবার্থ ঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের পর আষাঢ় এসেছে। মাইসীকাং জুম নিড়ানি শেষ করে পাকলা (২য় বার) নিড়ানি দেওয়া হয়েছে। ধান গাছের তলায় তলায় চিন্‌রা পেকে উঠেছে। জুমের টিলা উঁচু নিচু জমিতে সবুজ ধানের ঢেউ। সারা আকাশে মেঘের খেলা। প্রিয়জন ঘরে অনুপস্থিত। কার স্বার্থে পাকা চিনরা খাব ? টিলার টংঘরে দখিনা বাতাসে ঝির ঝির বৃষ্টির ফোঁটা। প্রিয়জন বিরহে মানসিক অশান্তি চলছে।)

কথা ঃ

ক নখা পিনালা সাইচুং কচবঅই

চেরাইফুরুনি ককনো ওয়ানসুগই

মকলনি মুকতীই ইয়রই ---

সা-ব' রিহিনজাখরাং কীচাংগীই

মকলনি মুকতীই বাংমানি বাগীই

নাইরীগী মানরীক লিয়া ।

গানাঅ ফাইদি আচুক ককসাদি ---

ফাইদি চীং কীনীয় তংনো ।

(ভাবার্থ ঃ রাতে চাঁদের আলোয় সবদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এ সময় একাকি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাটছি। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। আর অনবরত চোখ থেকে জল ঝরছে। চোখের অশ্রুর আধিক্যের জন্য ভালভাবে তাকিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। এসো এসো প্রিয়ে তুমি কাছে এসো । এসো দুজনে নিভৃতে কথা বলি)

কথা ঃ বাসিয়া নাগর সংনো

সাইনাই কাইথরসা তাম সাঁইহরখা

কাঁপালঅ তাম' নাংখা ।

ফিয়গ মানমাতাঁই ফিয়গ নাইখামুন

ভারত' লেখা রগন'।

ভারত পুথি পড়িই নাই খামুন

পড়িই মানমাতাঁই হিনকাই।

মায় মায় সংমা তুখুদে তুখু ---

তাইবদে তংখ দুঃখ।

খুরি সা --- কাঁনাঁই হিনই বামমানি

কাইসা লগিঅ কাঁরাঁই ।

অ খালিচা করম লেখা ।

বাঁতাঁই কাঁপাল ন তুবুজাক লাংগাঁই

সাগবাই মা তংয়া ওংখা।

মায় বো খাইয়া বাবু বো খাইয়া

বাইথাং করম' দোষী ।

খালিচা করম' হাময়ানি বাগাঁই

কুকমুংসে বাংলাং ছিদো ।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয় আমার। বিধাতা কপালে কি লিখে দিয়েছেন — যার জন্যে এমন বিপদে পরতে হল যদি খুলে পড়ার সুবিধা থাকতো — যদি পড়তে পারতাম তবে এই 'মহাভারত' পড়ে দেখতাম। কি জানি কপালে আরও দুঃখ আছে কি না। কোল জুড়ানো দুটি সন্তানের মধ্যে একটিও নেই । এ বিপদের জন্য মা- বাবা দায়ী নন। নিজের ভাগ্যই দায়ী। ভাগ্য দোষে নানারকম দুর্নাম শুনতে হচ্ছে।)

কথা ঃ নাঁংব তংগাঁইখা হাচালনি নগর ---

আংব চ তংফ ইখা হাচালনি সাগর

মালাই গীলীক খা নীংবাই ।

নন সীইফুরু আন সীইয়াবাই

লাম জড়সা ওংলাইলিয়া ।

নন সীইফুরু আন সীইয়ানি

কাইথর ছা বধি নাং থুন ।

গাতি খামানি মুইতুছে মুইতু -

আংলে ননমাং মুইতু ।

তকসা তগীলা ওংগীই মানখীলাই

বীরই নাই খীলাই খামুই ।

(ভাবার্থ ঃ তুমি বহু সুদূর জায়গায় রয়েছ। আমিও অনেক দূরে রয়েছি। তোমার সাথে আর বোধহয় আমার দেখা হবে না। তোমার কপাল লিখনের সাথে আমার কপাল লিখন লেখা হয় নাই তাই এক পথে একসাথে চলতে পারলুম না। তোমার ললাট লিখনের সাথে আমারটা না লেখার জন্য 'কাইথরের বিপদ হোক'। তোমাকে আমার সবসময় মনে পড়ে। যদি তকসা তকওয়ালা পাখী হতে পারতাম তবে উড়ে গিয়ে কাছ থেকে তোমাকে দেখতাম।)

কথা ঃ অ বারিয়া নাগর সংনো ।

ইমাংগ' - নুকতীই মুকতীই মুকথাং নুক খীলাই

আচুক কক সালাই খামুই ।

আইয়ই বাচাঅই মীখাং নুকনাবো

মরা সিমানগ কতন।

গাতিনি ফাইয়ই মীখাং নুগনাবো

মরা থাইচুক ফাং কতন ।

দিপরনি ফাইয়ই মীখাং নুকনাব'

মরা থাইপুং ফাং কতন ।

লুতা হুফুরু ছায়া নুকনাবো

সাইকাতি নুগজাক ফাইদি ।

সারিগনি ফাইয়ই মীখাং নুকনানি

নখলা বেরাই সকদি ।

গুরিয়া মাইরাম খড়ম কাতিরই

নখলা রেরাই সকদি ।

বারা কাতিয়া সীতা পারিওই

করবী বুবার বারসা কানতিরই

নখলা বেরাই সকদি।

ওয়ানি দাবা বাই দুমানীং তিরই

নখলা বেরাই সকদি

খাপাং খা কীচাং নানি।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয়তম। স্বপ্নে দেখার মতো যদি বাস্তবে দেখা হত তবে সাথে বসে কথা বলতাম। ভোরে উঠে তোমাকে দেখার ইচ্ছা থাকলেও ঘর আড়াল করে দাঁড়ায়। জলের ঘাট থেকে ফেরার পথে তোমাকে দেখতে আম গাছ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিপ্রহরে কাজ থেকে ফিরে তোমাকে দেখতে গেলেও কাঁঠাল গাছ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লতা পরিষ্কার করার সময় তোমার ছায়া এসে পড়ে — বাস্তবে এসে দেখা দিও প্রিয়। আমি যেন সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে তোমায় দেখতে পাই — সেইজন্যে তুমি খরম পায়ে , হাতে হুকো নিয়ে করবী ফুল কানে গুঁজে উঠানে বেড়াতে এসো। তাহলেই আমার মনে সান্ত্বনা পাব। হে প্রিয়তম ।)

বিবিধ সঙ্গীত

কথা ঃ অ রাংচাক বা উতোর গালানি

তকসা ফাইমানী-তকসালে রাইবাই তাংবাই

এরীই চানাবো য়্যাকুং রাকয়্যাখো

সুগই চানাবো বুখুক রাকয়্যাখো

বিরই চানাবো কাংখং রাকয়্যাখো

অ অভাগী কপাল রকলে।

বাবু থাইফুরী মায়নি বহক

মায় থাইফুরী আংলে খিচুমু

অভাগী কপাল রকলে ।

চীরাই ফাংছিনি মা বাই মা তংয়া ।

চীরাই ফাংচিনি ফা বাই মা তংয়া

মায় বাবুনি মহিমা ছিয়া

অভাগী কপাল রকলে

বিখাতা করম লেখা

তাম-ন খচা জাগখা ।

(ভাবার্থ ঃ ওগো সোনা মানিক উত্তর দিক থেকে যে ছোট্ট পাখীটি এসেছে তার ঠোঁট, পাখা এবং পা খুবই দুর্বল। ঐগুলো দিয়ে এখনও খাবার সংগ্রহ করে খাওয়ার তার সামর্থ হয়নি। আমি হতভাগিনী বাবা মারা যাবার সময় মায়ের পেটে আর মার মৃত্যু সময়ে আমি ছিলাম অসহায় কাঁথায় শোওয়া শিশু। শৈশবকাল থেকে মাতৃ-পিতৃর সংস্পর্শবিহীন তাঁদের মহিমা আমার জানা নেই — আমার কপালে কি লেখা বিধাতা লিখে দিয়েছেন ---- তিনিই জানেন।)

কথা ঃ আগি বাবু সং তাংগীই চা ফুরু

কাইসা - তাংমানি কীনীয় চাবাইয়া ।

অ-তাখুকরগ - খাপাং ভাবিঅই নাইলে।

বেরেমা কেপেক সের’ গানাকগীই

তীমা চীংচায়া তংখা ।

অ-তাখুগ রগ - তাবুকনি সময় ---

তীমা সময়বো -- খাপাং ভাবিঅই নাইলে।

(ভাবার্থ ঃ হে সোনামনি, খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করো, আর ঘাটে গিয়ে জল ভরে এনো। সেই জল ঘরের অঙ্গনে ছিটিয়ে ঘর দোরে ধূপ জ্বালাও যাতে মা লক্ষীর কৃপা বর্ষিত হয়। ছোট্ট হাড়িতে ভাত রান্না বসাও আর মরিচ ভর্তা ও দফালা সুটকি দিয়ে ঝোল রান্না কর ।

ঋতু চক্রের আবর্তনে বৃষ্টি হবে। সেই বৃষ্টির ফলে কার্পাস গাছে শাখাপ্রশাখা এবং ধান গাছের গোড়া বৃদ্ধি পাবে। একসাথে একযোগে সংসারের কাজ করব আর আনন্দে, নাচগান করব। সেইজন্যে গৃহস্থের পরিশ্রম সাধ্য কাজে আলস্য করো না। সোনামনি।)

কথা ঃ মুইয়া - বাংদরং বিরছাই থাংবাইখা

তকছা তীমান চান ?

হাপিং মুইমাসিং সিল’চাবাইখা

খালি তীমান’ কাইন।

হাপিং খুমচাকসা চামীর’ মারা -

মীসীই চা-নদে নাসিং ?

বুমা নুখংনি বীসাজীলারক

বীরীই রানদি দে নাইসিং ?

নিনি সাকবাকছা নকনাই থাংবাইখা

খাপিং ভাবিওই নাইলে।

(ভাবার্থ ঃ বাঁশের কড়ুলের বাদ্রংগুলোর পাখা গজিয়ে উড়ে গেছে। ছোট পাখী তুমি কিসের অপেক্ষা করছ ? (অর্থাৎ পোকা খাবার জন্যে অপেক্ষা ব্যর্থ মতি) পুরানো জুমক্ষেতের অড়হর বীজগুলো সিল পাখী খেয়ে নিয়েছে। আগামী জুমের ফসলের জন্য বীজ রইল না। পুরানো জুমের খুমচাক ফুল — কার অপেক্ষায় , হরিণের জন্য কি ? পিতৃহীন মায়ের সংসারের পুত্র সন্তানরা বিয়ের জন্য আর কার অপেক্ষা করছ — বিধবাদের কি ? তোমার সমসাময়িক অর্থাৎ সমবয়সীদের সব বিয়ে হয়ে গেলো — তুমি কার অপেক্ষা করছ — একবার ভেবে দেখতো ।)

কথা ঃ মীসীই রাংচাকনি বুকুর মানয়াসা

তাকীলাই সবাম খায়া ।

বামন ছাকমাংতীই লেংদারাই দেরাই - সাকতীই

সাক মানয়া সালে

নাসে না গ্লাক নক নো ।

মীসীই ছাকুর তীই পুন মানয়াসালে

রিসে রিপ্লাক পুন ন।

তমসা তীই তক মানয়া সালে।

রিসে রিপ্লাক তকনো ।

(ভাবার্থ ঃ সোনার হরিণের চামড়া ছাড়া সবাম (তুঁত বোনার চর্মখন্ড) হিসাবে ব্যবহার করবো না। ব্রাহ্মণের দেহ গঠনের মতো বলীরীর পুরুষকে ছাড়া স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবো না। হরিণের মতো সুদৃশ্য চামড়ার ছাগল ছাড়া কোন ছাগল পুষবো না। বুনো মোরগের মতো সুন্দর মোরগ ছাড়া কোন মোরগ পোষব না। অর্থাৎ নিজের পছন্দসই পতিকে ছাড়া বিয়ে করবো না।)

কথা ঃ খুমদি দে খুমতীরাং কানয়া কানয়াই বা

দুদরাই মালা মা - কান ?

কানম’ কান জরীপ খিবি কীলাগীই

রাজানি পুরি কারই কীলাংগীই

তীমালে গদ্যিস নাংমানি বাগীই

রাম সংবা - বলংগ বাসা মা খাই ?

তীমালে অসতি নাংমানি বাগীই

মীসীই রাংচাক নো ককনা থাংতিনি ----

আসীক বিরিমান মান বা ?

তীমালে গদিষি নাংমানি বাগীই

সীতা বা খকজাক লাংবা ?

ইকলে যম কাইথর বাক্যরিমাবাই

থাইয়া অমরনি বরন' মানীইব'

রাবন বা থাইজা লাংবা ?

(ভাবার্থ ঃ ফুলের মালা না পরে কেন রুদ্রাক্ষের মালা পরতে হল ? রাজবেশ পরিত্যাগ করে, রাজপ্রাসাদ ফেলে গিয়ে — কি ঝঞ্ঝাটের জন্য রামচন্দ্রদের বনবাস করতে হল ? কি দৈব দুর্বিপাকের জন্য সীতা অপহরিত হল ? যমের অভিশাপের জন্য অমর বরপ্রাপ্ত রাবণকেও মৃত্যুবরণ করতে হল ?)

কথা ঃ খুমতি খুমতীরাং তাম খাইনানী

দুদুরায় মালা তর'

আমালে কুসুনি খাপেংনা বাগীই

রামসংন বলং হরঅ ।

পিতানি বাক্য নারীকনা বাগীই

কানমালে কানজরীপ খিবি কীলাংগীই

বুফাংনি বুকুর কান-ন ।

সতী সীতানি খা পেংনা বাগীই

মীসীই রাংচাক নো ককনানি বাগীই

বলং বাংমিসিং রীকথার রীকথারই

আসীক বিরিমান মানন।

লক্ষন কুনদিরি বারমানি বাগীই

সীতা বা খকজাক লাংগো ।

সতীলে সীতানো খকমানি বাগীই

হায় হায় - রাবন বা থুইজা লাংগ'।

(ভাবার্থ ঃ ফুলের মালার চাইতে রুদ্রাক্ষের মালা বেশী মহত্বের। ছোট মায়ের মন রক্ষার জন্য রামচন্দ্রদের বনে পাঠানো হয়েছিল। পিতার শর্ত রক্ষার জন্য রাজপোশাক ছেড়ে রামদেরকে গাছের ছাল পড়তে হল। সতী সীতাদেবীর মন রক্ষার্থে সোনার হরিণ ধরার জন্য রামকে বনে বনান্তরে ঘুরে বিপদে পড়তে হল। লক্ষণ - কুন্দ্রী অতিক্রম করার জন্য সীতা

অপহরিত হয়েছিল। সীতাদেবীকে অপহরণ করাই অমর বরপ্রাপ্ত রাবণের মৃত্যুর কারণ।)

কথা ঃ বরক হিমানি লামা দোয়ারী

হিমমলে লাম চঅই মানয়া।

সাগনি সাগফলা সাগসীলাই ফাইতই

আচায়ই থুয়ই আচায়ই

ফলা মাং সালীই ফির ----

বরক হিমমানি লামা দুয়ারী -

তামুং নীং হিম্না কিরি ॥

(ভাবার্থ ঃ মানুষের চিরন্তন চলার পথে জন্মমৃত্যু আসবেই। মানুষের - অবিনশ্বর আত্মা - এক দেহ থেকে আর এক দেহে সঞ্চারিত হয়। জন্মের পর মৃত্যু — আবার মৃত্যুর পর জন্ম। এই জীবনচক্রের আবর্তনে আত্মা অবিনশ্বর। সেই জীবনচক্রের পথে চলতে তোমার এত ভয় কেন ----- ?)

কথা ঃ (অ জ্‌ান) য়্যাকনিলে দামরা থুনতা চাবাইখা

কাইথর নক লামা বিয়াং ?

(আ-জ্‌ান) সাগনি লে রিতুকু তেনা চাবাইখা

দপা নক লামা রিয়াং ?

অজ্‌ান) খরকলে চেংখারু রাবীই তংবাইখা

তেলি নক লামা রিয়াং ?

(অ-জান্‌) ....।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয় হাতের দা কাজ করতে করতে ছোট্ট আকার ধারণ করেছে ঈশ্বরের অর্থাৎ দেবালয়ের পথ কোথায় ? দেহের বস্ত্র ময়লায় একাকার হয়ে গেছে ধোপা বাড়ীর পথ কোথায় ? মাথার চুল জটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তেলির বাড়ীর পথ কোথায় -----? হে প্রিয় ------?)

কথা ঃ হানি সাই কতর আমা

নখানি কুচুক আফা।

আমালে মাইফং আফলে খুলমাং

আমা খাই লক্ষী আফা খাই মীতাই
ইয়াখিলিক খুপাং তুলসী বুফাং
আমা আফা-ন নক্ ফাং
মায় মা লক্ষী মালে
রাংচাকনি লক্ষী সূর্য নি মুখী
হর বাই হর নাংয়া লক্ষী
মায় মা লক্ষী মালে।

(ভাবার্থ ঃ পৃথিবীর চাইতে বড় মা । আকাশের চাইতে উঁচু - বাবা। মা হলেন ধান গাছ - আর বাবা কার্পাস গাছ। মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আর বাবা সাক্ষাৎ দেবতা। মা-বাবাই গৃহের সংসারের সর্বোচ্চ কর্তা। সোনার লক্ষ্মী মা আগুনের চাইতেও দীপ্তিময়ী মা।)

কথা ঃ আকচাক বখরগ থাপাতাই কায়অই
চাদি মায় বাই বাবু।
মা বা হাঅ আংবা দুলি অ
মায় হামমানি বাগীই।
মীইতুক তলানি বেরেমা বুসু -
আব সাজীকনি বানতা
মীইতীক তলানী মাইরুংখু কীখাম
আব-সাজীক নি বানতা
আংবাই তংগীইসে য়্যাসি মীচাংয়া
য়াসি মীচাংগীসে মীইতীক আলুনি
সমবীতাই নীংগই তংদি।

(ভাবার্থ ঃ রুই মাছের মাথা দিয়ে চুলা বানিয়ে মা বাবা তোমরা খেও। মা মাটিতে আর আমি দুলির উপরে - মা খুব ভালো কিনা তাই আমার এ দশা হয়েছে।

কড়াই এ তলানী তরকারী আর হাড়ির তলানী পোড়া ভাত কি বধূ হিসাবে মেয়ের কপালে জুটবে ? আমার কাছে থাকতে তোমার আঙ্গুলগুলো ছিল গয়নাহীন। আশা করি শ্বশুরালয়ে

গয়নাগাটির তোমার অভাব থাকবে না। আমার কাছে লবণহীন তরকারী খেতে বাধ্য হতে— আশা করি তুমি শ্বশুর বাড়ীতে লবণের জল খেতে পারবে ।)

কথা ঃ খুমুং মুংসিনি বদল দলসিনি
সীবান ভজি নানি।
বারি কাইমানী সূর্যমুখী থাই
সূর্য নো ভজি মানি।
সানজা বারনাই সনদ্যা মালতী
চন্দ্র ভজিমানি।
তীইনি সামপালা পদ্ম বুবার খাই
লক্ষ্মী ন ভজিমানি।
বারি কাইমানি কৃষ্ণচূড়া
কৃষ্ণ ভজিমানি।

(ভাবার্থ ঃ সাত রকমের ফুল সাতটি স্তবকে রয়েছে। - কোন ফুলটিকে মনোনীত করব। সূর্যমুখী ফুল সূর্যের উপাসনায় প্রয়োজন হয়। সন্ধ্যায় ফুটে উঠা সন্ধ্যা মালতী চন্দ্র পূজায় প্রশস্ত। জলের পদ্ম ফুল লক্ষ্মীপূজায় প্রয়োজন। আর বাগানের করবীফুল মায়ের পূজায় ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণচূড়া ফুল কৃষ্ণকে ভজনা অর্থাৎ পূজায় ব্যবহৃত হয়।)

কথা ঃ অ তাখুকরগ - মানি অধিনা ----
ফা-নি সংদারি -
মুনুষ্য পুরী - হিনাই ফাইমানী
হাম্‌লাং গীলাক খা নাদু।
তংমা তংকীচাং মা তংলাংলিয়া -----
তখলায়-সাখা তংতীয় -
চানা চাকীচাং মাচা অংলিয়া -
তাখুম মাইচীলাম চাতীই ।
চাংনি পুদিরি খরগ দুগিরি -

দেশনি সুয়াং হানি বিরিমান

চাং হাই তাই কীরাই খীনা

খেরাংগ নাইব দা খুংচা কীরাই

বাকাঅ নাইব তীক থাইচা কীরাই

বাহাইলে খা সীরাং সিনাই ?

বীখা তংগুইব য়্যাক চুকলাংলিয়া

মকল কলনীই বাই রাইজ্য ন নুগুই

খাপাং খা-গেলে দরব।

সাল-ওয়াইসিনি বাজার থাংগীইব থাংগীইব

থাংহাহাই মাতং লিয়া।

ওয়াতীই হিনইব - তংগুই মানলিয়া

সাতুং হিনইব কাতর মানলিয়া

তখসুনতা সানি কীপাল মানখীনা

দুঃখু কাকলিয়া চিনি।

(ভাবার্থ ঃ হে ভাই সব, মায়ের ও বাবার একমাত্র অধম সন্তান আমি মনুষ্যপুরীতে জন্ম নিয়ে কিছুই উপকারে আসতে পারলাম না। সুস্থভাবে বসবাস করতে পারলাম না। সবসময় গরম কড়াই এ রাখার মতো। খাওয়া-দাওয়া কোনসময় শান্তিতে করতে পারলাম মা। যেন হাঁসের ধান খাওয়ার মত কষ্টকর। কোমড়ে ক'টি বস্ত্র সম্বল, মাথায় তেলহীন জটা— দেশের মধ্যে সংসাজা অবস্থায় — আমার মতো বোধহয় সংসারে আর কেউ নেই। ঘরে একটি দা নেই। মাচায় একটি হাড়িও সম্বল নেই — কি করে মানসিক সান্ত্বনা পাব ? মনে ইচ্ছা থাকলেও বাস্তবে সম্ভব হচ্ছে না শুধু দু'চোখ দিয়ে — চতুর্দিকে দেখে দেখে চোখ জ্বলে যাচ্ছে। দিনের মধ্যে সাত সাত বার বাজারে গিয়েও সান্ত্বনা পেলাম না। বৃষ্টি হলে কিংবা রৌদ্র হলে বিশ্রাম করার উপায় নেই। যেন তকসুনতা পাখীর কপাল নিয়ে এসেছি। দুঃখ আর আমাকে ছাড়ছে না।)

কথাঃ এমাং নুগমাত্র কথর কীলাইঅ

অ মীনাই তাকালাই তীমা ওংনো।

আগি আইদনি বীরীইচুক বুড়ানো

সামা খীনাঅ -

সিন্দুক গ' রাংকাঅ হিনীই ।

দগা নাইসনই তখা মরগো

তাকীলাই তীমা ওংনো।

বুড়া বুড়ি নো সামা খীনাঅ

নুখুং জন্ম বারি (অ) হিনই ।

অ মীনাই-তাকীলাই তীমা ওংনো ।

(ভাবার্থ ঃ স্বপ্নে শিলা বৃষ্টি দেখেছি। হে প্রিয় এবার জানি কি হয়। বয়স্ক বুড়ো-বুড়ীদের কাছে শুনেছি — স্বপ্নে শিলা বৃষ্টি হলে নাকি সিন্দুকে টাকা বাড়ে , ঘরের দরজার ভেতরে তাকিয়ে কাক ডাকছে। হে প্রিয় জানি না এবার কি জানি হবে । বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছে শুনেছি — এই স্বপ্নে নাকি পরিবারে জনবল বাড়ে। হে প্রিয় জানিনা ---- এবার কি হবে ।)

কথা ঃ

কুচুগতীই বীরনাই তকসা তকপুথি

বাবু পড়িমা ভারত - পুথি

পলে পরিখা বুইনি সীরীংগীই।

আংসে পড়িসীক মানয়া

নক খামা সাকা আচুক তংনাইরগ

বাবুনি সামাজি রগ মায়নি সমাজরগ

সিয়া না জানি সাওই থাংফুরু

নরকসে বুঝি নাইরগ।

ববুতীই তংমুং তংখা হিনখাইবা

দুঃখ-সাল কাটিনানি

ববতীই ককমুং সখা হিনখাইবা

লোকো কক নারীক নানি।

বিশি তংকলক তংগীই থাংনানি

তংতুই ওয়ানা মানি।

(ভাবার্থ ঃ বাবা যে পুঁথি পড়ে গেছেন, সেই মহাভারত পুঁথি আমিও পড়তে শুরু করেছি। কিন্তু সেই পুঁথি কি আমি ভালভাবে পড়তে পারি না? ঘরের পশ্চিম দিকের আসনে যারা বসে আছেন মাতা ও পিতার সমকক্ষ ব্যক্তিগণ — আমি যদি অজ্ঞানবশত কোন ভুল করি — সেটা আপনারাই বুঝে নেবেন। কিভাবে থাকলে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাব। কিভাবে কথা বললে লোকের কাছে সেই কথা ভালো লাগবে। জানিনা সারা বছর দীর্ঘসময় কি করে কাটাব — তাই থেকে থেকে ভাবছি।)

কথা ঃ জালাইঅ থাংব' তানথ্‌ক কুগমা খাই
ইয়াকরাই কীচাক থরাই
হাপিং গ থাংব' খলতক ককুবাখাই
ইয়াফা খরপচা অরাই।
তীইনি খাংগ্রাই বুমুং বুইশিরাই আনি
তংজামা জাগা হিনকাইবা আনি
বাবুনি মুংতা গগন চন্দ্রপাড়া
মাইঅ তাগ মানি রীতীরাকবরক
আংন' বগীলা বরগ।
চেরাই অংগীইবো মুং খুতক জাগো
অকরা ওংবো মুংকীংলাই মানো
আমা মুং কীলাই ফারলাংমা বাগীই
ফুংনি দিপর বুমুং তাখদি
ইয়াকুং ওস্তা চানু।
দিপর জরাঅ বুমুং তাখুদি
চাথানি মিথিক গানু।
আনি বুমুংন খুনানি হিনকাই
হরনি দিবর' খুদি।
হরনি দিবর' বুমুং খু কীলাই
এমাং হো নুগজাগ গানো।

(ভাবার্থ ঃ জলাভূমিতে সবজীর মধ্যে তারা গাছের চারা তুলতে ভালো লাগে। তেমনি জুমে অরাই পাতা তুলতে ভালো লাগে। আমার নাম বুইশরাই। পাড়া আমার বাবার নামেই — গগন চন্দ্র পাড়া। আমি একজন বাউন্ডুলে লোক। ছোটরাও আমাকে নাম ধরে ডাকে। বড়রাও সহজ হবার জন্য আমার নাম সহজেই মনে রাখেন। মা সহজ নাম দিয়ে গেছেন কি না। সকালে আমার নাম উচ্চারণ করো না তাহলে হোঁচট খাবে। দুপুরেও নাম উচ্চারণ করো না , খেতে খেতে বিষম উঠবে । আমার নাম উচ্চারণ করতে হলে গভীর রাত্রে করতে পারো। তাহলে হয়ত স্বপ্নে আমাদের দেখা হতে পারে।)

কথা ঃ আঠারমুড়া দামড়াছড়া
নয়ন তাড়ানি পাড়া।
নয়ন তাড়ানি পাড়া দে পাড়া
বার ঘরিয়া পাড়া
বার ঘরিয়া পাড়া দে পাড়া
নক কুড়িদক নগদক্
চালাই বাংমাবো মা কুড়িদক মাদক
বাবু হিনকাইবো অচাই থাংতিরু
কাকা কতর বো বারুয়া ওংগো
মঙ্গলিয়া বুমা জগা লুতেরো
হাপুং বো কাঅ পাড়া নুহুরো
নয়ান তারানি পাড়া ------।

(ভাবার্থ ঃ আঠারমুড়ার পাদদেশে দামড়াছড়া তীরে নয়নতারার পাড়া। নয়নতারার পাড়া 'বারঘরিয়া' পাড়া বলেও পরিচিত। এই বারঘরিয়া পাড়াতে একসময় ছয়কুড়ি ছ ঘর ছিল। যুবক-যুবতীও ছিল ছয় কুড়ি ছয় জন। বাবা পূজায় অচাই হতেন। বড় কাকা পূজাতে জোগানদার (বাবুয়ার) কাজ করতেন। মঙ্গলীয়ার মা পূজাতে উলুধ্বনি দিতেন। টিলা উঠা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পাড়াটা চোখে পড়বে ঐটাই নয়নতারা পাড়া।)

কথা ঃ অ যাদু ---
মায়নি অগ' জনম নাজাগীই
রাং চাক বিথি সংনো

জনম বো কাটেলিয়া ।

অ - বানথু ছংন ।

ওয়াকমানি অগ জনম নাজাকখাই

তিনি আচাইঅ খীনা রাঠারু

অ রাংচাক সং খামু চিনি

জনম কাটে খামু।

তক্‌মান অগ' জমন নাজাকখাই

অ রাংচাক সং -

জনম কাটে খামু।

যাদু তিনি খুম পাইঅ -

খীনা রাথার'

জনম কাটে খামু ।

যাদু ফাইলে ফাইখা খা

কবে বাজার'

বাজার মা খালাই লাংয়া ।

পয়সা গানাছা য়্যাগ মানবুয়া

বানথু ছংনো

বাজার মা খাইলাং লিয়া।

যাদু মনুষ্য জনম

উত্তম - জনম

বানখু - তাইলে নালিয়া জনম

অ- রাংচাক সংন'

মায়নি-অগ' জনম না জীগীই

জনম ব' কাটে লিয়া।

(ভাবার্থ ঃ হে প্রিয় মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে এ জীবন আর কাটে না। যদি পশু পাখীর জন্ম নিতাম — যদি শূকরের পেটে জন্ম হত তবে আজ জন্ম হয়ে কাল অর্থাৎ জন্মের শীঘ্রই মৃত্যু হত। মোরগের পেটে জন্ম হলেও জন্মের পরই মৃত্যু হত। অর্থাৎ জীবন ক্ষণস্থায়ী হত। হে প্রিয়তম আমি এই সংসারের বাজারে এসেছি। কিন্তু সাথে চারটি পয়সাও সঙ্গে নেই। তাই সংসারের বাজারে এসেও কোন কেনাকাটা করতে পারলাম না।

হে প্রিয় জানি মনুষ্য জন্ম হচ্ছে সর্বোত্তম জন্ম। তথাপি আমি আর মনুষ্য জন্ম নেবোনা। হে প্রিয় (মানুষ) মায়ের গর্ভে জন্ম হয়ে আমার জীবন কাটে না।)

কথা ঃ তীইনি আগুনথু বাথেরেং বার'

লাতিয়া জ্বলি জাগ ফুন।

তীইনি আথুকছা জগা লুতে ফুন

আবার - বা মীসা তিফুন।

তীইনি আরাং বা সপমুই তামতিরফুন

খুইচা বা বারসাতিফুন।

আত্‌কা রাজা ভারত পাড়খায় ----

মনাই শাস্ত্র সাফুন।

তক থুনতা খাইবা -

কুয়ায় তানতির ফুন

খাম'ন তকপেপে তামফুন ।

হাতাল বিলিনি তখের পুংমানি

তখের খাভুঅই পুংগ

হাচেঅ ওয়াইসা কুচুগ ওয়াইসা

বিরছা বিখলাই ওংগো

হাতাল কীতাল' মাইকাই লাই নাইরগ

হাপুং ওয়াইসা হারংগ ওয়াইসা

নাইথক মানি সে নাইদি।

(ভাবার্থ ঃ গুথম মাছ লাফাচ্ছে। লাটি মাছ রাগে ফুলছে, চিংড়ি মাছ উলু দিচ্ছে আর পুটি মাছ লাফালাফি করছে, বাইম মাছ সুমুই বাজাচ্ছে। আর খলিশা মাছ এলোপাথারি লাফাচ্ছে। টিয়া পাখীর রাজা ভারত পড়ছে আর মনাই পাখী শাস্ত্র বলছে। কাঠ ঠুকরা পাখী সুপুরি কাটছে তকপেপে পাখী ঢোল বাজাচ্ছে। নতুন জুমে তন্বের পাখী একবার উপরে একবার নীচে উড়ে ডাকছে। নতুন জুমে ধান বোনার কাজে ব্যস্ত লোকেরা টিলাতে উঠছে আবার ঢালু জমিতে নামছে। দেখতে সমস্ত পরিবেশকেই সুন্দর দেখাচ্ছে।)

কথা ঃ

বিশি য়্যাংফাংনি বুদ্ধি খলনাখাই
মায়নি খেরে পাং তাংগীই চানাখাই
তাবুক তামানি জরা।
আগুন হুক সাইঅ - পৌষ 'হুগ হগঅ
তাবুকনি জরা য়াদে।
চেরাই কীথার নো নকহুক রিনাখাই
বাবু - কাম চীলীই চুমবুয় -----
মায় সরলাখুক সরই -----
কক জরা রিনা থাংগ ।
চেরাই কীথার নি কক হরমা নুগয় ---
ওয়াহানক মালা মগো
ওয়াহানক মালা তরমানি নুগয় -----
বারিনি লাইফাং মগো ।

(ভাবার্থ ঃ বৎসরের প্রথম থেকে বুদ্ধি করে গৃহস্থের কাজ করতে হলে ঋতুচক্রের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। অগ্রহায়ন মাসে জুম নির্মাচন --- পৌষ মাসে নতুন জুম কাটা সারতে হবে। আর এইসময়ে ছেলে মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হলে মা-বাবা ভালোভাবে পোষাক পরে মেয়ের বাড়ীতে পাকা কথার জন্য যান। পাকা কথার ব্যাপার জেনে পালা শূকর চিন্তান্বিত । আবার পালা শূকরকে বড় হতে দেখে বাড়ীর পাশের কলা গাছ চিন্তান্বিত। (শূকরের মাংস ও কলাগাছ রান্না সুস্বাদু।)

কথা ঃ

তীইসা তীই কলক দংগর বখরক।
ওয়াতীই কানাবো ওয়াখীলাই রিখা

দংগর তর খাঁলাই ফাইখা ।

মরা ওয়াকচ কচকমা বাগীই

হিমকীরাই মানলাং লিয়া ।

তাংনি ধুতি বো রমসাই কুল পাইয়া

তীইসা কইরিরি তীইসা কইথাথাং

হিমীই কুল' মানলাং লিয়া ।

(ভাবার্থ ঃ ছোট ছড়ার উৎস মুখে বৃষ্টি হয়েছে। তাই ছড়াতে বন্যা নেমেছে। বন্যার জল বাঁশের টুকরোগুলো ক্রমাগত ভেসে আসছে। সেইজন্য ছড়া -- পথে চলাটাই দায় হয়ে পড়েছে। কোমড়ের ধূতি ভিজার ভয় সামলাতে হচ্ছে। আঁকা বাঁকা ছড়ার জলপথ চলে চলেও আর পথ শেষ হল না।

কথা ঃ চেরাই ফাংসিনি অগ মাই কীরীই

অগ তীই কীরীই আনি।

বুইন নুগুতীই বুইন সিতীই

ওংগুই মানলিয়া আংলে ।

মনুষ্য পুরী হিনই ফাইমানী

বুইনি তংথক নো বুইনি নাইথ্রকনো ।

নাইলাং নানিসে নাদো

আং তীই অভাগি কীপাল পুরালে

দেশ তাই কীরীই খীনা।

চেরাই ফাংসিনি বুইনি অধিনা

তাখুক অকরা আনি তংগুইব'

বগুক অকরা কীথাং তংলাংব'

অধিনা কাগলাং লিয়া ।

(ভাবার্থ ঃ ছোটবেলা থেকেই পেটে ভাত নেই। জল নেই। অন্যের মতো সুস্থ স্বচ্ছল হতে পারলাম না। এই মনুষ্যপুরীতে এসে শুধু অন্যের সুন্দর ও সুখী জীবনই দেখে দেখে থাকা সার হলো। আমার মতো অভাগী ভাগ্যহত বোধহয় আর দেশে নাই। ছোট্টবেলা থেকেই অন্যের অধীন বড় ভাই বড় বোন থাকা সত্ত্বেও আমার দুঃখ ঘুচল না)।

কথাঃ

বিছিং তীংকলক - নুখুং খানাব ----

সাই কাইসা তংনা নাংগু

মা ফা -- তাংলামা তাংবিতি রগন'

বন ব' তাংনা নাংগ।

মা ফানি বিতক নুখুং নারীকনা।

কীনীই খা বাকসা নাংগ ।

নুখুং সংনানি ককনো ওয়ানসুকয়া

বিছি সে থাংনাই খাদো।

আনি কীপাল তীমা তংজানি

সাইচে মান লিয়াদো।

(ভাবার্থ ঃ সারা বছর ধরে গৃহস্থালী করতে গেলে একজন পুরুষ (স্বামী) থাকা দরকার। মা-বাবাদের ঐতিহ্যমন্ডিত সংসার ধর্মপালন — আমাদের করতেই হবে। সংসার ধর্মের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হলে দু'জনের মানসিক ঐক্য প্রয়োজন। সংসার গড়ার কথা ভেবে ভেবেই কি বৎসর কাটিয়ে দেবো। আমার কপালে কী লেখা আছে কে জানে ? কিছুই বলতে পারলুম না।)